উন্নত পল্লী উন্নত দেশ
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

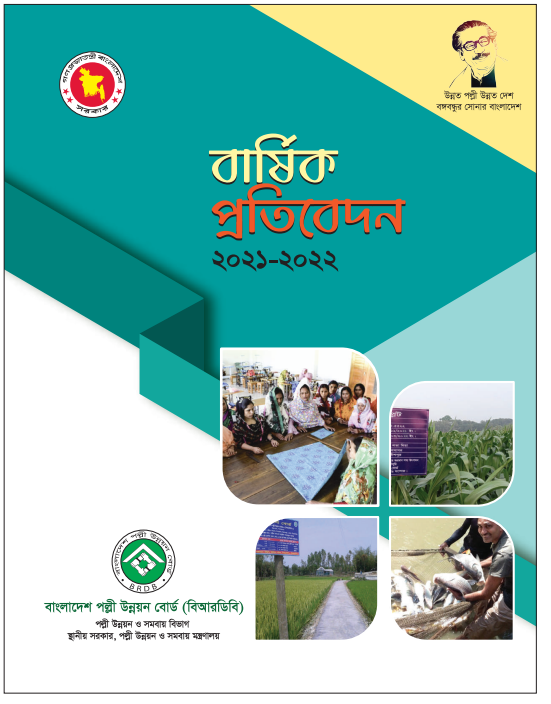

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী ভবন
৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

প্রকাশক

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রি.

মুদ্রণ

চিলি কমিউনিকেশনস লিমিটেড
হোল্ডিং নং ৮২, ব্লক এ, সড়ক ২
নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা ১২১২

গ্রন্থস্বত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

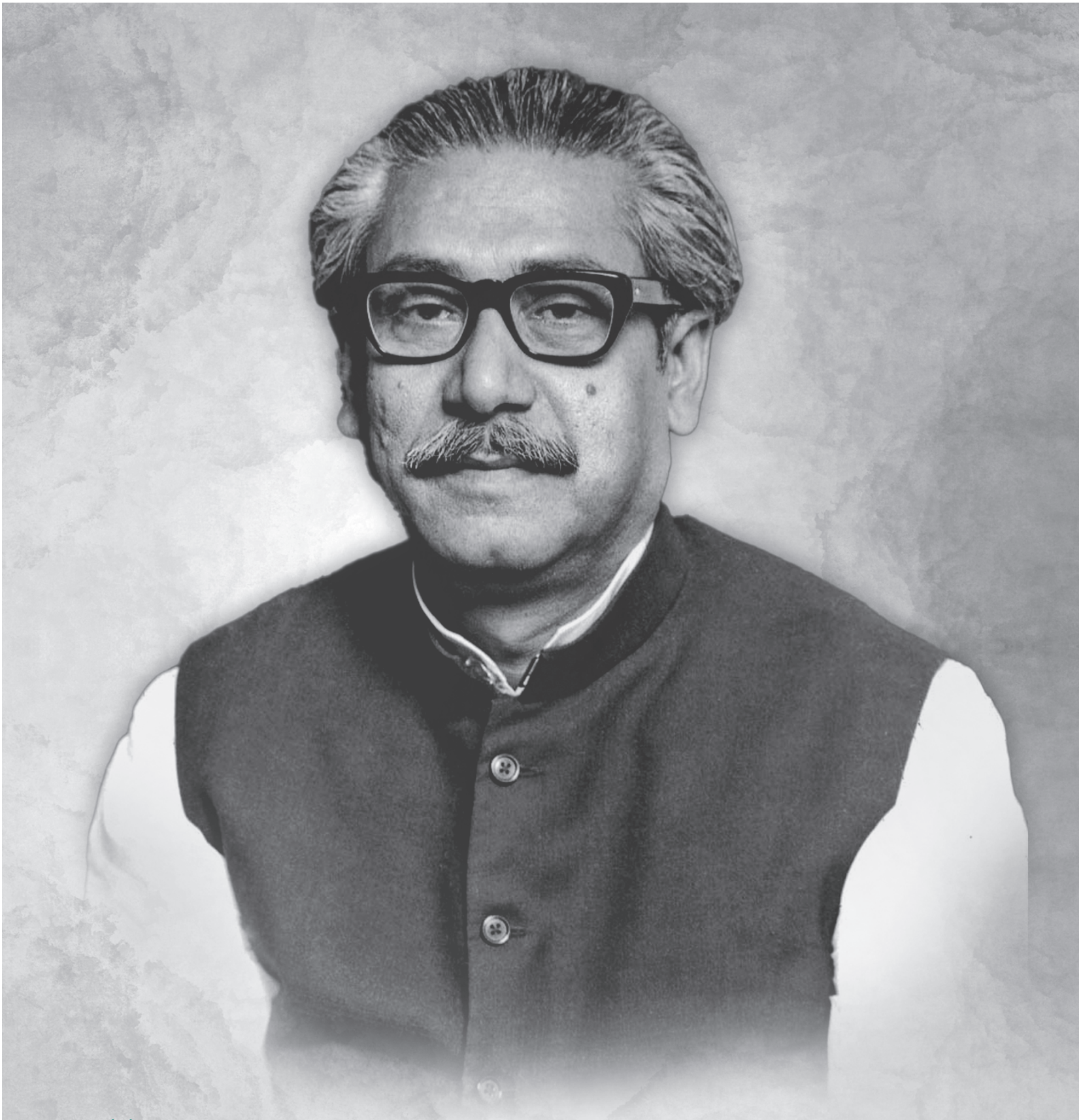

“বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার–আসুন সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রামবাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নবসৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।”

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“ বাংলাদেশ অমিত সম্ভাবনার দেশ। এদেশের মানুষ অত্যন্ত সাহসী, দৃঢ়চেতা এবং পরিশ্রমী। নিজেদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ী। ”

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ "সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ" শীর্ষক যে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে, তাতে গ্রামাঞ্চলে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ পল্লী গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। ইশতেহারে সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা, সামাজিক-অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুসম বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য হ্রাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়াও দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এর সময়কালে ২০৪১ সালে বাংলাদেশ উন্নত দেশ - "সোনার বাংলায়" রূপান্তরিত হবে মর্মে ইশতেহারে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার শতবর্ষপূর্তির ২০৭১ সালে সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করবে এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ অনুযায়ী দেশ এক নিরাপদ ব-দ্বীপে পরিণত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। মানব সংগঠনভিত্তিক উন্নত পল্লী গঠনের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ প্রদান, মূলধন সৃজন, আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল পল্লী গঠনে বিআরডিবি কাজ করে যাচ্ছে। বিআইডিএস ২০১০ সালে বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন করে বলেছে, জাতীয় পর্যায়ে জিডিপিতে এ প্রতিষ্ঠানের অবদান প্রায় ১.৯৩%।

বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম চিত্রায়িত করে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বার্ষিক প্রতিবেদন একটি সরকারি দপ্তরের বার্ষিক কার্যক্রমের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাপরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সে লক্ষ্যে তিনি কৃষি তথা পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। জাতির পিতার এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে আজকের বাংলাদেশ এখন এক বদলে যাওয়া দেশ। দারিদ্র্য বিমোচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন দর্শন আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। দারিদ্র্যমুক্ত বৈষম্যহীন "সমৃদ্ধ বাংলাদেশ" গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিআরডিবি পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র, মাঝারি ও প্রান্তিক কৃষক এবং বিত্তহীন নারী ও পুরুষ জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করে স্থানীয়ভাবে সংগঠিতকরণ, নিবিড় প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ, ক্ষুদ্র ও এসএমই ঋণ বিতরণ, পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী গঠনসহ বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বিআরডিবি'র কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ তথ্য সরকারের অন্যান্য দপ্তরসহ নীতি নির্ধারণী মহল সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। এ প্রতিবেদন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ এবং ২১০০ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ ও টেকসই ব-দ্বীপে রূপান্তর করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা রয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ মানবশক্তি গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। ডিজিটাল প্রযুক্তির নিত্যনতুন উদ্ভাবনের পথ ধরে আসা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এ সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশকে অদম্য অগ্রগতিতে এগিয়ে নিতে বর্তমান সরকার বহুমাত্রিক পরিকল্পনা-কর্মকৌশল গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ভিশন বাস্তবায়নে কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশনা দিয়েছেন। পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমেও চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এবং স্মার্ট বাংলাদেশ এর উপাদানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ষাটের দশক থেকে দেশের পল্লী এলাকায় কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ দারিদ্র্য হ্রাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি দ্বি-স্তর সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করে পল্লী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের জন্য মানব সংগঠন সৃষ্টি, পুঁজি গঠন, প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর, ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন, পণ্য বিপণন এবং সচেতনতা সৃষ্টিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। আমি আশা করি অষ্টম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সুনির্দিষ্ট কার্যাদি বাস্তবায়নে বিআরডিবি আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেবার মান বৃদ্ধি, সেবা কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনয়ন এবং সেবা সহজীকরণ ও সম্প্রসারণে বিআরডিবি নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিআরডিবি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের ডকুমেন্টেশনের উদ্দেশ্যে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা টেকসই, অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বহুমাত্রিক প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত 'রূপকল্প ২০৪১' এর মাধ্যমে বাংলাদেশ হবে বিশ্বে একটি উন্নত রাষ্ট্র। এ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, পল্লী অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ, পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নে বিআরডিবি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) দেশের পল্লী জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে দেশের সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠান ষাটের দশকে সূচিত "কুমিল্লা মডেল" নামে সুবিদিত 'দ্বি-স্তর' সমবায় পদ্ধতির ঐতিহ্যকে ধারণ করে পল্লী উন্নয়নে নবধারা যোজন করে চলেছে। স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে গ্রামে কৃষকদের সংগঠিত করে সেচযন্ত্র ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বিআরডিবি'র কার্যক্রমের অন্যতম কৌশল হলো পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদেরকে সমবায় সমিতি এবং পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে সংগঠিত করে পুঁজি গঠন, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ও এসএমই ঋণ সহায়তা প্রদান, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে টেকসই প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ সাধন। সম্প্রতি বিআরডিবি পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন শিল্প পল্লী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামীণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজ শুরু করেছে।

বিআরডিবি'র ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। প্রতিবেদনে বিবেচ্য অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রম ও অর্জনের তথ্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম রয়েছে, তাঁদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আঃ গাফ্‌ফার খান

“যেহেতু আপনারা গরিব, যেহেতু আপনাদের ঘরে খাবার নেই, অথচ আপনারা ভিক্ষাও চান না,
সেই জন্য আপনাদেরই সঞ্চয় করা দরকার। তাতে ভবিষ্যতে আরাম পাবেন।
যদি ভবিষ্যতে আরাম পেতে চান, তবে এখন কষ্ট করুন।”

দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির প্রবর্তক ড. আখতার হামিদ খান

পরিচালক (পরিকল্পনা)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

সম্পাদকীয়

ষাটের দশকের শেষ ভাগে গ্রামীণ জনশক্তিকে সংগঠিত করে উন্নত কৃষি ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ড. আখতার হামিদ খান সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) এর মাধ্যমে কুমিল্লা মডেল প্রবর্তন করেন। ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় 'আইআরডিপি' সম্প্রসারণ করা হয়। আইআরডিপি'র সফলতা মূল্যায়ন করে পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করার জন্য ১৯৮২ সালে আইআরডিপি'কে বোর্ডে রূপান্তর করা হয়, যা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বা বিআরডিবি নামে পরিচিতি। পরবর্তী সময়ে বিআরডিবি তার কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনয়ন করে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ নারী উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে যুগোপযোগী প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করে যাচ্ছে।

বিআরডিবি'র নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিবছরের মতো ২০২১-২০২২ সালেও প্রকাশ করা হচ্ছে বার্ষিক প্রতিবেদন। বার্ষিক প্রতিবেদনে বিআরডিবি'র বিভাগওয়ারি অগ্রগতিসহ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মানব সংগঠন সৃষ্টি, সদস্য অন্তর্ভুক্তি, মূলধন গঠন, ঋণ কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, সাফল্যের কাহিনী, জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক বিতরণ অনুষ্ঠান, পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী উদ্বোধন, গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়া বিআরডিবি কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভুক্ত প্রকল্পসহ বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করি বার্ষিক প্রতিবেদনে বিআরডিবি সম্পর্কে আশানুরূপ ধারণা পাওয়া যাবে।

পরিকল্পনা বিভাগের গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সম্পাদনা ও উপদেষ্টা কমিটির সদস্যবৃন্দের আলোচনা, পর্যালোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে তথ্য সংগ্রহ, সংযোজন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে এ বছরের প্রতিবেদনটি প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। এ জন্য সকলের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বিআরডিবি'র সুযোগ্য ও শ্রদ্ধাভাজন মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যাঁর গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা, সার্বিক তদারকি ও সহযোগিতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে। নিরলস প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ প্রতিবেদনটি সংকলন ও সম্পাদনায় কিছু ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে, সহৃদয় পাঠকবর্গ তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক প্রতিবেদন আরও তথ্যবহুল ও সুন্দরভাবে প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্টদের কাছে তথ্য ও মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ রইল। প্রতিবেদনে প্রতিফলিত বিষয়াদি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

সরদার মোঃ কেরামত আলী

সম্পাদনা ও প্রকাশনা পরিষদ

উপদেষ্টা পর্ষদ

প্রধান উপদেষ্টা

আঃ গাফ্‌ফার খান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

উপদেষ্টাবৃন্দ

মোঃ ইসমাইল হোসেন
পরিচালক (প্রশাসন ও সরেজমিন)

সরদার মোঃ কেরামত আলী
পরিচালক (পরিকল্পনা)

মোঃ শহিদুল ইসলাম, এনডিসি
পরিচালক (অর্থ)

ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

সম্পাদনা পর্ষদ

আহ্বায়ক

সরদার মোঃ কেরামত আলী
পরিচালক (পরিকল্পনা)

সদস্যবৃন্দ

মোঃ সাজেদুল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক (আরইএম)
ড. মোঃ জিয়াউর রশীদ, উপপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন)
ফেরদৌস মামুন শিমুল, উপপরিচালক (ঋণ)
মোহাম্মদ মহিদুর রহমান মোল্লা, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
মোছাঃ সাজেদা খাতুন, সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন)

কর্মসহযোগী

মোহাঃ তাজ নাওয়াজ উল কবির, সহকারী পরিচালক (বাজেট)
মোঃ রহিনুর ইসলাম, লাইব্রেরিয়ান
লতিফা খাতুন, স্টেনোগ্রাফার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উচ্চমান সহকারী, আরইএম অনুবিভাগ
মারুফা খাতুন, উচ্চমান সহকারী, গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা

সূচিপত্র

	ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১		প্রথম অধ্যায় : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এর পরিচিতি	১৭
	১.১	বিআরডিবি'র উন্নয়নের ক্রমধারা	১৮
	১.২	রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি	২০
	১.৩	বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদ	২১
	১.৪	সাংগঠনিক স্তর	২২
২		দ্বিতীয় অধ্যায় : বিআরডিবি'র বিভাগসমূহের পরিচিতি	২৩
	২.১	মহাপরিচালকের দপ্তর	২৪
	২.২	প্রশাসন বিভাগ	২৫
	২.৩	অর্থ ও হিসাব বিভাগ	২৭
	২.৪	সরেজমিন বিভাগ	৩১
	২.৫	পরিকল্পনা বিভাগ	৩৬
	২.৬	প্রশিক্ষণ বিভাগ	৪০
	২.৭	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ	৪১
৩		তৃতীয় অধ্যায় : ২০২১-২২ অর্থবছরে বিআরডিবি'র অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রমের অর্জন	৪৪
	৩.১	একনজরে কার্যক্রমের অগ্রগতি	৪৫
	৩.২	মানব সংগঠন সৃষ্টি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি	৪৬
	৩.৩	মূলধন সৃষ্টি	৪৭
	৩.৪	ঋণ কার্যক্রম	৪৮
	৩.৫	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৫০
	৩.৬	কৃষি প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৫০
	৩.৭	পল্লী পণ্যের বিপণন সংযোগ সৃষ্টি	৫১
	৩.৮	গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন	৫২
	৩.৯	সম্প্রসারণ কার্যক্রম	৫৩
	৩.১০	নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি	৫৩
	৩.১১	ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বিআরডিবি	৫৪
৪		চতুর্থ অধ্যায় : ২০২১-২২ অর্থবছরে বিআরডিবি'র বিশেষ কার্যক্রম	৫৭
	৪.১	জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক প্রদান অনুষ্ঠান	৫৮
	৪.২	পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী উদ্বোধন	৬৩

	ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫		পঞ্চম অধ্যায় : বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)ভুক্ত প্রকল্পসমূহ	৬৫
	৫.১	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি - ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	৬৭
	৫.২	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (২য় সংশোধিত)	৬৮
	৫.৩	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৭০
	৫.৪	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় সংশোধিত)	৭১
	৫.৫	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায়	৭২
	৫.৬	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়	৭৩
	৫.৭	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)- ৩য় পর্যায় (বিআরডিবি'র অংশ)	৭৫
৬		ষষ্ঠ অধ্যায় : চলমান কর্মসূচিসমূহ	৭৬
	৬.১	নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহ	৭৭
	৬.১.১	মূল কর্মসূচি	৭৭
	৬.১.২	মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	৭৭
	৬.১.৩	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)	৭৮
	৬.১.৪	পল্লী প্রগতি কর্মসূচি	৭৯
	৬.১.৫	উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)	৮০
	৬.১.৬	পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)	৮১
	৬.১.৭	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসুচি (সদাবিক)	৮২
	৬.১.৮	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচি	৮৩
	৬.১.৯	এসএমই কার্যক্রম	৮৪
	৬.২	অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি	৮৫
	৬.২.১	পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসুচি	৮৫
	৬.২.২	বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচি	৮৬
	৬.২.৩	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২	৮৭
	৬.২.৪	গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প	৮৭
৭		সপ্তম অধ্যায় : সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা	৮৯
৮		অষ্টম অধ্যায় : বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন	৯৪
৯		নবম অধ্যায় : বিআরডিবি'র স্থাবর সম্পদ	৯৭
১০		দশম অধ্যায় : সফলতার গল্প	৯৯
১১		একাদশ অধ্যায় : বিআরডিবি'র গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল	১০৯
১২		দ্বাদশ অধ্যায় : চিত্রে বিআরডিবি	১১৬

উন্নত পল্লী, উন্নত দেশ
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর পরিচিতি

১.১ বিআরডিবি'র উন্নয়নের ক্রমধারা
১.২ রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি
১.৩ বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদ
১.৪ সাংগঠনিক স্তর

১.১ বিআরডিবি'র উন্নয়নের ক্রমধারা

কুমিল্লা মডেলের অন্যতম অঙ্গ দ্বি-স্তর সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের গ্রামভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন এবং নেতৃত্ব সৃষ্টির কার্যক্রম বহুলভাবে প্রশংসিত হয়। পরবর্তীকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পল্লীর জনগণ ও জনপদের বহুমাত্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) এর কার্যক্রম জাতীয়ভাবে চালু করেন। সত্তর দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতিতে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ প্রদান, পুঁজি গঠন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, ঋণ সহায়তা, কৃষি প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দিকে অগ্রসর করে। কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি আইআরডিপি ১৯৭৫ সালে 'মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি' ও ১৯৭৮ সালে 'যুব উন্নয়ন কর্মসূচি' চালু করে। আইআরডিপি'র সফলতা, অবদান ও গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৮২ সালে ৯ ডিসেম্বর Bangladesh Rural Development Board Ordinance, ১৯৮২ (অধ্যাদেশ নং-৫৩, ১৯৮২) এর মাধ্যমে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি'র অভ্যুদয় ঘটে।

আশি ও নব্বই দশকে কৃষি প্রযুক্তি হিসেবে সেচযন্ত্র বিতরণ এবং সমবায়ের আওতায় সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তী সময়ে বিআরডিবি তার কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনয়ন করে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি 'অনানুষ্ঠানিক দল' এর মাধ্যমে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্য হ্রাস, মহিলা উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ সাধনসহ বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। ২০০৩-২০০৪ অর্থবছর থেকে সরকার কর্তৃক আবর্তক (কৃষি) ঋণ খাতে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মহিলা উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিআরডিবি সরকারি ও দাতা সংস্থার অর্থায়নে এ পর্যন্ত ১১৮টি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। BIDS এর ২০১০ সালের মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩%।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের গৃহীত নীতি-কৌশল অনুযায়ী দারিদ্র্য বিমোচনসহ জনমানুষের জীবন ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিআরডিবি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮২, রহিতক্রমে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে ৭ মার্চ, ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ এর গেজেট প্রকাশিত হয়।

বিআরডিবি গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সমিতি গঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে বিআরডিবি'র আওতায় সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতির সংখ্যা ১,৮৬,০২৬টি এবং সদস্য রয়েছে ৬০,০৪,২৫৪ জন। বিআরডিবি'তে চাকরিজীবী ও বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবি'র নিজস্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ১৮টি উপজেলা প্রশিক্ষণ ইউনিট এবং উপজেলা পল্লী ভবনের সাথে প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। যার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। জুন ২০২২ পর্যন্ত ২,৬০,৫০২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ৭২,১৪,৮২৪ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা বিআরডিবি'র অন্যতম কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিনিয়োগের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমায় উৎসাহিত করা হয়। বিআরডিবি'র আওতায় সদস্যদের জুন ২০২২ পর্যন্ত শেয়ার জমার পরিমাণ ১৭,৫০১.০০ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় জমা ১,০৫,৬১৩.১১ লক্ষ টাকা, মোট মূলধন ১,২৩,১১৪.১১ লক্ষ টাকা।

বিআরডিবি শুরু থেকে জুন/২০২২ পর্যন্ত ২০,৬০,৬৬২.৯৭ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করে। একই সময়ে আদায়ের পরিমাণ ১৮,৬৯,৬২৯.৪৫ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত আদায়ের হার ৯৭%। প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তার পাশাপাশি সুফলভোগীদের বিতরণকৃত কৃষি উপকরণ, সার, বীজ, সেচযন্ত্র দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে মুখ্য ভূমিকা রাখছে। বিআরডিবি তৎকালীন সর্বাধুনিক সেচ ব্যবস্থায় বিপুল এলাকা চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। এ সকল সেচ এলাকায় বিভিন্ন রকমের ৩,৫৫,২৮৮টি সেচযন্ত্র বিতরণ করে। বিআরডিবি'র সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের মান নিশ্চিতকরণ, সংরক্ষণ, উৎপাদক ও ভোক্তাদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। কারুপল্লী, কারুগৃহ, পল্লীবাজার, উদকনিক সেলস্ সেন্টার নামে বিআরডিবি'র ৪টি প্রর্দশনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। স্থানীয় চাহিদার আলোকে পল্লীবাসীর অংশগ্রহণে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সেবা সম্প্রসারণে জাইকা (JICA) এর সহযোগিতায় বিআরডিবি 'লিংক মডেল' উদ্ভাবন করে। গ্রাম কমিটি থেকে চাহিদা ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জাতিগঠনমূলক বিভাগে যায়। ফলে সেবার দ্বৈততা বা বাদ পড়া এড়ানো সম্ভব হয় এবং জন অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। এ সেবার আওতায় ইউনিয়ন পরিষদ ও জনগণের অংশীদারিতে বিআরডিবি এ পর্যন্ত ১৫,৯৫৭টি ক্ষুদ্র স্কিম বাস্তবায়ন করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ বিনির্মাণের রূপকল্প ঘোষণা করেছেন। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০৪১ এবং বিশ্বজনীনভাবে গৃহীত ও অনুসৃত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals) কে সুবিবেচনায় রেখে সরকার যে উন্নয়ন অভিযাত্রা সূচনা করেছে এবং যে অদম্য গতিধারায় বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে, বিআরডিবি সে ধারা লালন করে সে অনুযায়ী দেশের পল্লী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় বিআরডিবি'র সমিতির সদস্যদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

১.২ রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission) কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি

রূপকল্প (Vision) : মানব সংগঠনভিত্তিক উন্নত পল্লী।

অভিলক্ষ্য (Mission) : স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, মূলধন সৃজন, আধুনিক প্রযুক্তি, বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল পল্লী।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) :

- সদস্যদের আর্থিক সেবাভুক্তি;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ;
- পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন;
- পল্লীর জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

কার্যাবলি (Functions) :

- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মানব সংগঠন সৃষ্টি;
- মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ;
- উপকারভোগীদের মূলধন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা;
- কৃষি ঋণ, ক্ষুদ্র ঋণ ও উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা;
- বিভিন্ন অংশীজনের (Stakeholder) মাঝে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনবিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ ও নারীর ক্ষমতায়ন;
- কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচযন্ত্রসহ ও অন্যান্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ এবং অপ্রধান শস্য উৎপাদনে সহায়তা;
- সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধি ও পল্লী পণ্যের প্রসার;
- স্থানীয় উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন দপ্তরের সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংযোগ স্থাপন ও প্রদত্ত সেবার সমন্বয়।

১.৩ বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদ নিম্নরূপ:

১। মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় - চেয়ারম্যান
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় - ভাইস চেয়ারম্যান
৩। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ - সদস্য
৪। সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন (পল্লী উন্নয়নবিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) - সদস্য
৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা - সদস্য
৬। মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া - সদস্য
৭। মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি - সদস্য
৮। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর - সদস্য
৯। কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন একজন করে কর্মকর্তা- সদস্য
১০। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির জাতীয় ফেডারেশনের চেয়ারম্যান - সদস্য
১১। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য
১২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড - সদস্য সচিব

বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের ৫২তম সভা

১.৪ সাংগঠনিক স্তর

বিআরডিবি'র সকল কার্যক্রম মহাপরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রধান কার্যালয় ও মাঠ কার্যালয় সংবলিত দুই স্তরবিশিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের সরেজমিন বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের মধ্যে রয়েছে জেলা দপ্তর ও উপজেলা দপ্তর। উপজেলা দপ্তর মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সরাসরি জনগণের সেবা প্রদান করে। সদর দপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে জেলা দপ্তর।

সদর দপ্তর

অবস্থান : বিআরডিবি'র সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত।

বিভাগসমূহ : সরেজমিন বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ বিভাগ।

জনবল : প্রতিটি বিভাগ একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এছাড়াও যুগ্ম পরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও অন্য কর্মচারীবৃন্দ বিভাগ পরিচালনায় সহায়তা করেন।

অন্যান্য : সদর দপ্তরে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের আলাদা দপ্তর রয়েছে।

জেলা দপ্তর

অবস্থান : দেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলা।

জনবল : জেলা দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একজন উপপরিচালক। তাঁকে সহযোগিতা করেন একজন উপপ্রকল্প পরিচালক (৩০টি জেলায়), একজন হিসাবরক্ষক ও অন্য কর্মচারীবৃন্দ।

কার্যক্রম : জেলা প্রশাসন ও জেলা পর্যায়ে অন্যান্য জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন, জেলার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত, উপজেলা দপ্তরের কার্যক্রম সমন্বয়, তদারকি ও পরিবীক্ষণসহ অন্যান্য কাজ এবং সদর দপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করা।

উপজেলা দপ্তর

অবস্থান : দেশের প্রশাসনিক বিন্যাসের সর্বনিম্ন স্তর উপজেলাতে বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তর অবস্থিত। বর্তমানে বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তরের সংখ্যা ৪৯৪টি।

জনবল : উপজেলা দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইউআরডিও)। ইউআরডিওকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য রয়েছে সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (এআরডিও), হিসাবরক্ষক ও বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির কর্মচারীবৃন্দ।

কার্যক্রম : উপজেলা দপ্তরের প্রধান কাজ হলো স্থানীয় পর্যায়ে জন অংশীদারিত্বমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, সদর দপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন, স্থানীয় প্রশাসন, জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা, স্থানীয় সরকার ও বিআরডিবির মধ্যে সমন্বয় সাধন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিআরডিবি'র বিভাগসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম

২.১ মহাপরিচালকের দপ্তর
২.২ প্রশাসন বিভাগ
২.৩ অর্থ ও হিসাব বিভাগ
২.৪ সরেজমিন বিভাগ
২.৫ পরিকল্পনা বিভাগ
২.৬ প্রশিক্ষণ বিভাগ
২.৭ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

২.১ মহাপরিচালক দপ্তর

বিআরডিবি'র সদর দপ্তর পল্লী ভবনে মহাপরিচালকের দপ্তর অবস্থিত। এ দপ্তরে মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, একান্ত সহকারী, কম্পিউটার অপারেটর ও অফিস সহায়ক মহাপরিচালকের সকল কাজে সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়া জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা সরাসরি মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণে কার্য সম্পাদন করে থাকে।

২.১.১ জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা

জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা একজন উপপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এ শাখা বোর্ডের পক্ষে বহির্মুখী জনসংযোগ এবং বিআরডিবি'র বিভিন্ন বিভাগ/শাখার সাথে আন্তঃযোগাযোগ রেখে সার্বিক সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে। জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে-

- বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের সভা আহ্বান ও কার্যবিবরণী প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- সদর দপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভা, জেলার উপপরিচালকগণের সম্মেলন এবং জাতীয় ও অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সকল প্রকার সভা আয়োজন;
- সংবাদমাধ্যমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিআরডিবি সংক্রান্ত সকল প্রকার সংবাদ/তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- জাতীয় সংসদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব তৈরি ও প্রেরণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরি ও প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার জন্য বিআরডিবি অংশের কার্যপত্র তৈরি ও প্রেরণ;
- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য সরবরাহের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবি'র অনলাইন নিউজ লেটার 'বিআরডিবি ই-বুলেটিন' সম্পাদনা ও প্রকাশ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

- যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন দিবস পালন
  - ৫ আগস্ট ২০২১ জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালের জন্মদিন উদ্‌যাপন
    ৮ আগস্ট ২০২১ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসার জন্মদিন উদ্‌যাপন
  - ১৫ আগস্ট ২০২১ জাতীয় শোক দিবস
  - ১৮ অক্টোবর ২০২১ শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন
  - ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন
  - ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন
  - ১৭ মার্চ ২০২২ জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন
  - ২৬ মার্চ ২০২২ মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান।
- কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মৃত্যুর কারণে শোকবার্তা প্রকাশ।
- বিআরডিবি'র ৫২তম বোর্ড সভা আয়োজন ও কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্টদের কাছে প্রেরণ।

২.২ প্রশাসন বিভাগ

বিআরডিবি'র প্রশাসন বিভাগের অন্যতম কাজ হলো এ প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় মানবসম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা, পদ সৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, সিলেকশন গ্রেড/টাইম স্কেল প্রদান, চাকরি স্থায়ীকরণ, মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ ইত্যাদি। এ বিভাগের আওতায় পার্সোনেল শাখা ও সাধারণ পরিচর্যা শাখা নামে ২টি শাখা রয়েছে। পরিচালক (প্রশাসন) এ বিভাগের প্রধান এবং একজন যুগ্ম পরিচালকের অধীনে দুজন উপপরিচালক দুটি শাখার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখা দুটিতে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ রয়েছে।

২.২.১ পার্সোনেল শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, চাকরি স্থায়ীকরণ ও গ্রেডেশন তালিকা হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর গ্রেড প্রদানসংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আইন/বিধি, চাকরি প্রবিধানমালা সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন কার্যক্রম;
- প্রশাসনিক বিন্যাস, স্তরভিত্তিক সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ, পদ সৃজন প্রভৃতি বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্র যোগাযোগ;
- জনবলসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়নের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থায় প্রেরণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের শিক্ষা, বিদেশ ভ্রমণ, ছুটি, পেনশনসংক্রান্ত আদেশ জারি;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ও চাকরিকালীন তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা;
- কল্যাণ তহবিল, পরিবার নিরাপত্তা তহবিল, গোষ্ঠী বীমাসংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশনসংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিল, পরিবার নিরাপত্তা তহবিল, গোষ্ঠী বীমাসংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- অফিস শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে শৃংখলাজনিত কার্যক্রম গ্রহণ, বিভাগীয় মামলা রুজু ও নিষ্পত্তিকরণ;
- আদালতে বিআরডিবি'র পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা ও আপিল মোকদ্দমাসমূহ নিষ্পত্তি;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ও এতৎসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

ক) চাকরি স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতি প্রদান

ক্রম	পদের নাম	স্থায়ীকরণ	পদোন্নতি
১	যুগ্ম পরিচালক	-	৩
২	উপপরিচালক	-	১৮
৩	উপ-প্রকল্প পরিচালক	-	১৪
৪	সহকারী পরিচালক/ইউআরডিও	০৩	৪১
৫	লাইব্রেরিয়ান	-	০১
৬	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	০২	৪০
৭	হিসাবরক্ষক	০৫	-
৮	হিসাব সহকারী	০১	-
৯	অফিস সহকারী	-	০৬
১০	মাঠ সংগঠক	০১	-
	মোট	**১২**	**১২৩**

খ) পেনশন কার্যক্রম

ক্রম	পদবি	পিআরএলের আদেশ জারি	পেনশন নিষ্পত্তি
১	যুগ্ম পরিচালক	০১	০২
২	উপপরিচালক	০৫	০৩
৩	সহকারী পরিচালক	০২	০৪
৪	ইউআরডিও	২৩	১৯
৫	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	২১	২৬
৬	ম্যানেজার	০১	০
৭	হিসাব সহকারী	০	০১
৮	স্টেনোগ্রাফার	০	০১
৯	মাঠ সংগঠক	১৬	০৮
১০	উচ্চমান সহকারী	০	০৩
১১	কেয়ারটেকার	০	০১
১২	সহকারী বাবুর্চি	০	০১
১৩	ড্রাইভার	০২	০
১৪	অফিস সহায়ক	০৯	০৬
	মোট	**৮০**	**৭৫**

গ) শৃঙ্খলা কার্যক্রম

ক্রম	মামলার ধরন	২০২১-২০২২ সালে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	২০২১-২০২২ সালে নিষ্পত্তিকৃত মামলা সংখ্যা	জুন, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
১	আদালতে মামলা	০১	১৯	১১৭
২	বিভাগীয় মামলা	১৫	১৪	৯
	মোট	**১৬**	**৩৩**	**১২৬**

২.২.২ সাধারণ পরিচর্যা শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- মুদ্রণ কাজ ও সরবরাহ, মনিহারি দ্রব্য, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়, মেরামত ও সংরক্ষণ;
- কর্মচারীবৃন্দের বাৎসরিক লিভারিজ সরবরাহ, বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয়সংক্রান্ত টেন্ডার কমিটির সভা আয়োজন;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের গৃহ নির্মাণ ঋণ ও মোটরসাইকেল ক্রয় ঋণ প্রক্রিয়াকরণ;
- কর্মকর্তাবৃন্দের দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ, অফিস কক্ষ বরাদ্দ, পানি ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ;
- পল্লীভবনের কক্ষ ভাড়া প্রদানসহ পল্লীকানন আবাসিক কমপ্লেক্সের বাসা বরাদ্দ/বাতিল ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সদর দপ্তরের ক্রয়-বিক্রয় ও জেলা দপ্তরের বাড়িভাড়াসংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন;
- যানবাহন ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতকরণ, বরাদ্দ প্রদান ও জ্বালানি সরবরাহ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

ক্রম	সম্পাদিত কার্যের নাম	২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ
১	মনিহারি মালামাল ক্রয় ও বিতরণ	জিটুজি পদ্ধতিতে কারুপল্লী থেকে ৯৪টি আইটেম এ ২২১২২ সংখ্যক মনিহারি মালামাল ক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে।
২	আসবাবপত্র ক্রয় ও বিতরণ	বিআরডিবি সদর দপ্তরের জন্য ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির আওতায় 2nd Call off Order এ ১৩টি আইটেম-এ ১৯৩ সংখ্যক আসবাবপত্র ক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে।
৩	কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় ও বিতরণ	বিআরডিবি সদর দপ্তরের ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির আওতায় 1st Call off Order এ ১০টি আইটেম-এ ৭১ সংখ্যক ও 2nd Call off Order এ ৪ টি আইটেম-এ ৯৯ সংখ্যক কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে।
৪	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় ও মেরামত	চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় ও মেরামত করা হয়েছে।
৫	বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয়সংক্রান্ত টেন্ডার কমিটির সভা আয়োজন	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টেন্ডার ও স্বল্পমূল্যের ক্রয় কমিটির সভা আয়োজন করা হয়েছে।
৬	কর্মচারীবৃন্দের বাৎসরিক লিভারিজ সরবরাহ	৬৮ জন কর্মচারীকে লিভারিজ সরবরাহ করা হয়েছে।
৭	বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মোটরসাইকেল ঋণ প্রদান	৫৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ৫৭.০০ লক্ষ টাকা মোটরসাইকেল ক্রয় বাবদ ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
৮	পল্লী কানন আবাসিক কমপ্লেক্সে বাসা বরাদ্দ প্রদান	পল্লী কানন আবাসিক কমপ্লেক্সে ১৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বাসা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
৯	সদর দপ্তরে অকেজো মালামাল নিলামে বিক্রয়	বিআরডিবি সদর দপ্তরে ১১টি আইটেম এ ৮৯ সংখ্যক মালামাল নিলামে বিক্রয় করা হয়েছে।
১০	জেলা দপ্তরের বাড়িভাড়াসংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন	২২টি জেলা দপ্তর দপ্তরের বাড়িভাড়াসংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
১১	যানবাহন বরাদ্দ ও প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ	বিআরডিবি'র কর্মকর্তাদের যাতায়াতের জন্য বিভিন্ন রুটে জীপ/ মাইক্রোবাস/পিকআপ বরাদ্দ প্রদান ও জ্বালানি সরবরাহ করা হয়েছে।

২.৩ অর্থ ও হিসাব বিভাগ

অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র আর্থিক ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যা পরিচালিত হয়। বিভাগের অধীন (১) অর্থ ও হিসাব ও (২) নিরীক্ষা নামে ২টি অনুবিভাগ রয়েছে। অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগের অধীন রয়েছে (ক) অর্থ ও বাজেট শাখা এবং (খ) হিসাব শাখা। নিরীক্ষা অনুবিভাগের অধীন নিরীক্ষা শাখা। এ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (অর্থ) এবং ২টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দুজন যুগ্ম পরিচালক। তিনটি শাখার প্রধান তিনজন উপপরিচালক। উপপরিচালকদের সহায়তা করেন সহকারী পরিচালক ও অন্য কর্মচারীবৃন্দ।

২.৩.১ অর্থ ও বাজেট শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- বিআরডিবি'র রাজস্ব খাতের বার্ষিক ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড় ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ;
- বিআরডিবি'র অপারেশনাল ইউনিটসমূহের বার্ষিক/সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়;
- জেলা দপ্তরসমূহের আবর্তক (কৃষি) ও সদাবিকের পরিচালন ব্যয়ের অংশ থেকে ব্যয়ের বাজেট প্রক্রিয়াকরণ;
- বাজেট বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয়;
- বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী রাজস্ব এবং মূলধনী খাতের সকল ধরনের আর্থিক লেনদেন সম্পাদন।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে খাতওয়ারি বাজেট :

(হাজার টাকায়)

ক্রম	প্রধান খাতসমূহ	২০২১-২০২২ অর্থবছর		২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্ভাব্য বাজেট
		বাজেট বরাদ্দ/প্রাপ্তি	অর্থ ছাড়/অবমুক্তি	
৩৬৩১ আবর্তক অনুদান				
1	৩৬৩১১০১-বেতন বাবদ সহায়তা	১২,২২,৫০০	১২,২২,৫০০	১২,৭১,৪০০
2	৩৬৩১১০২-ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৮,৩৩,৮০০	৮,৩৩,৮০০	৮,৭৫,২০০
3	৩৬৩১১০৩-পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	২,৮৪,৭০০	২,৮৪,৭০০	৩,৩২,১০০
4	৩৬৩১১০৩-পেনশন ও অবসর সুবিধা সহায়তা	৫,০২,০০০	৫,০২,০০০	৪,৬০,০০০
5	৩৬৩১১০৭-অন্যান্য অনুদান	০	০	৪০,০০০
6	৩৬৩১১০৮-গবেষণা অনুদান	২,৫০০	২,৫০০	২,৫০০
7	৩৬৩১১৯৯-অন্যান্য অনুদান	৭,০০০	৭,০০০	১৩,০০০
	উপমোট আবর্তক অনুদান	২৮,৫২,৫০০	২৮,৫২,৫০০	২৯,৯৪,২০০
৩৬৩২ আবর্তক অনুদান				
1	৩৬৩২১০২- যন্ত্রপাতি অনুদান	৩,৫০০	৩,৫০০	৩,৫০০
2	৩৬৩১১০৫-তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	১৮,০০০	১৮,০০০	১৮,৮০০
3	৩৬৩২১০৬- অন্যান্য মূলধন অনুদান	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
	উপমোট মূলধন অনুদান	৩১,৫০০	৩১,৫০০	৩২,৩০০
	মোট	**২৮,৮৪,০০০**	**২৮,৮৪,০০০**	**৩০,২৬,৫০০**

২.৩.২ হিসাব শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- সদর দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের (পিআরএলগামীসহ) নিয়মিত বেতন, ভাতা প্রদান;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জিপিএফ, কর্মচারী কল্যাণ তহবিল, কর্মচারী পরিবার নিরাপত্তা তহবিল ও গোষ্ঠী বীমাসংক্রান্ত লেনদেন সম্পাদন ও হিসাব সংরক্ষণ;
- ছুটি নগদায়ন, ভবিষ্যৎ তহবিলের পাওনা, অবসরভোগীদের পেনশন দাবি, এককালীন আনুতোষিক পরিশোধ;
- বিআরডিবি'র যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যা যেমন- হিসাব খোলা, প্রাপ্ত অর্থ জমাকরণ, অর্থ ছাড়করণ এবং স্থানান্তরসংক্রান্ত ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

ক্রম	বিবরণ	পদের নাম	সংখ্যা (জন)	২০২১-২২ অর্থবছরে পরিশোধ (লক্ষ টাকায়)
১.	পিআরএল ভাতা প্রদান	যুগ্ম পরিচালক	০৪	২৮.৭৪
		উপপরিচালক	১১	৬১.৭৭
		উপপ্রকল্প পরিচালক	০১	৯৪.০০
		এডি/ইউআরডিও	১১০	৩২৪.০৪
		সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	৩৫	১৩.৫০
		মাঠ সংগঠক	১৬	৫৯.৪৮
		উচ্চমান সহকারী	০১	৪.৪৫
		গাড়িচালক	০২	৯.৯৭
		অফিস সহকারী	০১	৩৪.৫৪
		অফিস সহায়ক	০৯	২৮.৪০
		মোট	**১৯০**	**৫৬৫.৮৩**
২.	অবসরজনিত ছুটি নগদায়ন ভাতা প্রদান	যুগ্ম পরিচালক	০৪	২৭.৭৪
		উপপরিচালক	১১	৫৯.৭৭
		উপপ্রকল্প পরিচালক	০১	০.৯২
		এডি/ইউআরডিও	১১০	৩১৩.৯৪
		সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	৩৫	১২.৭৩
		মাঠ সংগঠক	১৬	৫৭.৪৮
		উচ্চমান সহকারী	০১	৪.৪৫
		গাড়িচালক	০২	৯.৮৭
		অফিস সহায়ক	০৯	২৭.৪০
		মোট	**১৮৯**	**৫১৪.৩০**
৩.	অবসরজনিত আনুতোষিক ভাতা প্রদান	যুগ্ম পরিচালক	০৭	৩৫৮.৬৮
		উপপরিচালক	০৩	১২৫.৪২
		এডি/ইউআরডিও	৩৬	৯৩৩.২২
		সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	৩০	১,১০৪.৫৪
		মাঠ সংগঠক	১৫	২২৬.৮৩
		গাড়িচালক	০৬	১৩৪.২৪
		অফিস সহকারী	০১	৩৪.৫৪
		অফিস সহায়ক	০৬	৯৭.৪৭
		মোট	**১০৪**	**৩,০১৪.৯৬**
৪.	অবসরজনিত জিপিএফ প্রদান	যুগ্ম পরিচালক	০৪	৬৬.০৮
		উপপরিচালক	১০	১২৪.৯২
		উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার	২৫	২৮৫.৯৯
		সহকারী পরিচালক	০৫	৫৮.৭০
		হিসাবরক্ষক	০১	৮.১৩
		বাবুর্চি	০১	২.৯৫
		মাঠ সংগঠক	১৬	৭৮.২৩
		উচ্চমান সহকারী	০২	৬.৯৪
		ক্যাফেটেরিয়া ম্যানেজার	০১	৩.৮৬
		গাড়িচালক	০২	৫.৩৭
		অফিস সহায়ক	০৭	১৮.১৮
		মোট	**৭৬**	**৬৫৯.৩৫**

ক্রম	বিবরণ	পদের নাম	সংখ্যা (জন)	২০২১-২২ অর্থবছরে পরিশোধ (লক্ষ টাকায়)
৫.	অবসরজনিত পরিবার নিরাপত্তা তহবিল প্রদান	যুগ্ম পরিচালক	০১	০.১৩
		উপপরিচালক	০৮	৩.২৬
		উপপ্রকল্প পরিচালক	০১	০.৪৬
		এডি/ইউআরডিও	১৩	৬.১৬
		সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	০৯	৪.১৫
		উচ্চমান সহকারী	০৩	১.৩১
		মাঠ সংগঠক	০৬	১.৯৯
		গাড়িচালক	০১	০.৪৫
		অফিস সহায়ক	০৭	২.৯৩
		মোট	**৪৯**	**২০.৮৪**
৬.	অবসরজনিত পরিবার কল্যাণ তহবিল প্রদান	উপপরিচালক	০১	৫.০০
		সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	০১	৫.০০
		মাঠ সংগঠক	০১	৫.০০
		অফিস সহায়ক	০২	১০.০০
		মোট	০৫	২৫.০০
৭.	গোষ্ঠী বীমা (মৃত্যুজনিত) প্রদান	সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	০১	৯.৪৫
		অফিস সহায়ক	০৩	১০.৫৬
		মোট	**০৪**	**২০.০১**

২.৩.৩ নিরীক্ষা শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাসূচি প্রণয়ন, নিরীক্ষা সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ব্রডশিট জবাব প্রেরণ;
- অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয়/ত্রি-পক্ষীয় সভার আয়োজন;
- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের বেতন নির্ধারণ (জাতীয় বেতন স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, পদোন্নতি প্রভৃতি)।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

ক্রম	নিরীক্ষার ধরন	অর্থবছরে আপত্তির সংখ্যা	অর্থবছরে নিষ্পত্তির সংখ্যা	জুন, ২০২২ তারিখে অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা
১	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	২০৪৭	৩৩	২০১৪
২	স্থানীয় ও রাজস্ব নিরীক্ষা	৯১	১৬	৭৫
	মোট	**২১৩৮**	**৪৯**	**২০৮৯**

২.৪ সরেজমিন বিভাগ

সরেজমিন বিভাগ বিআরডিবি'র মাঠ কার্যক্রম তদারকি, নীতিগত সহায়তা প্রদান ও মাঠ প্রশাসন তত্ত্বাবধান করে থাকে। এছাড়া মাঠ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে থাকে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ বিভাগের অন্যতম কাজ। দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম, মানব সংগঠন সৃষ্টি, মূলধন গঠন, ঋণ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন সমাপ্ত অথচ চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি সরেজমিন বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

সরেজমিন বিভাগের দাপ্তরিক কার্যক্রম ৩টি অনুবিভাগ ও ৬টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। অনুবিভাগ ৩টি হলো: (১) ঋণ, সমবায় ও বাজারজাতকরণ (সিসিএম) অনুবিভাগ, (২) সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগ এবং (৩) মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ। সমবায়, ঋণ ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে ঋণ শাখা, সমবায় শাখা, বাজারজাতকরণ শাখা, সেচ শাখা ও পরিদর্শন শাখা। সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে সম্প্রসারণ শাখা ও বিশেষ প্রকল্প শাখা। পরিচালক (সরেজমিন) এ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে যুগ্ম পরিচালক এবং শাখার প্রধান হিসেবে উপপরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগে দুজন উপপরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখাসমূহে রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্য কর্মচারীবৃন্দ।

২.৪.১ ঋণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- বিআরডিবি'র আওতায় পরিচালিত সকল প্রকল্প/কর্মসূচি হতে ঋণ সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন সংগ্রহ এবং খাতওয়ারি একীভূত মাসিক প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে অনলাইনে প্রেরণ;
- সকল প্রকল্প/কর্মসূচির সমন্বয়ে মাসিক অভ্যন্তরীণ ঋণ সমন্বয় সভা আয়োজন;
- সকল প্রকল্প/কর্মসূচি থেকে ঋণসংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক একীভূতকরণ এবং মনিটরিং শাখায় প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়/বহিঃসংস্থা (যেমন- বিবিএস, এমআরএ) কর্তৃক চাহিত ঋণসংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠেয় ঋণসংক্রান্ত সভার কার্যপত্র প্রস্তুতকরণ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন মূল কর্মসূচির সমবায়ভিত্তিক ঋণ কার্যক্রম সরেজমিন বিভাগের ঋণ শাখার তদারকিতে সম্পাদিত হয়। ঋণ শাখা কর্তৃক মূল কর্মসূচির নিম্নোক্ত তিনটি ঋণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

ক) আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচি:

২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পল্লী অঞ্চলে বিতরণের জন্য 'ঘূর্ণায়মান পল্লী উন্নয়ন ঋণ তহবিল' শিরোনামে বিআরডিবি'র নিজস্ব ঋণ কার্যক্রম শুরু হয় এবং আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ১৩,১২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীকালে টাঙ্গাইল কৃষি সেচ কর্মসূচি'র ১৪৫.৯০ লক্ষ, এফএও'র ১৭৩.৭২ লক্ষ এবং সরিষাবাড়ী উন্নয়ন প্রকল্পের ২৬.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৩৪৫.৬২ লক্ষ টাকা ইউসিসিএ'তে একীভূত করা হয়। ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত ভর্তুকির অব্যয়িত অর্থ আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচিতে মোট ৩,২৯৪.৭৪ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে, যা বর্তমানে 'ঘূর্ণায়মান পল্লী উন্নয়ন ঋণ তহবিল' হিসেবে বিভিন্ন ইউসিসিএ'তে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া আরএলএফ প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ৬,৩৪৭.৯৪ লক্ষ টাকা। ফলে বর্তমান 'ঘূর্ণায়মান পল্লী উন্নয়ন ঋণ তহবিল' ২৫,৫৩৪.০৪ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সারা দেশে আবর্তক (কৃষি) ঋণ বিতরণ হয়েছে ১৬,৬২২.৫১ লক্ষ টাকা।

খ) ব্যাংক মাধ্যম ঋণ:

সোনালী ব্যাংকের অর্থায়নে 'ব্যাংকিং প্লান-১৯৮৩' অনুযায়ী ব্যাংকের কাছ থেকে ইউসিসিএসমূহ ঋণ গ্রহণ করে প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে ফসলী ও চিংড়ি চাষ ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। সাধারণত রোপা আমন, ইরি/বোরো এবং আউশ খাতে ফসলী ঋণ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে বিআরডিবি ইউসিসিএ'র গ্যারান্ট্যরের ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে 'সোনালী ব্যাংক (ফসলী) ঋণ' খাতে ৪৮১২.৬৫ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং উপকূলীয় ০৩টি জেলায় (খুলনা, বাগেরহাট এবং সাতক্ষীরা) 'সোনালী ব্যাংক (চিংড়ি চাষ) ঋণ' খাতে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ২,৫৯৮.০৩ লক্ষ টাকা।

গ) মূল কর্মসূচির নিজস্ব তহবিল ঋণ:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৭ জেলায় ইউসিসিএ'র মূল কর্মসূচির নিজস্ব তহবিল থেকে ৪,৩২৯.৮১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

২.৪.২ সমবায় শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- সমবায় আইন ও নীতিমালা মোতাবেক দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণ;
- ইউসিসিএ'র কর্মচারীদের সার্ভিস রুল, নিয়োগ, বেতন-ভাতা, স্যালারি সাপোর্ট ও গ্রাচ্যুইটি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;
- পল্লী উন্নয়ন পদকের মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়নসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পদকের জন্য মনোনয়ন প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ইউসিসিএ'র সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ পর্যালোচনা ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

ক) সাংগঠনিক:

কার্যক্রমের ধরন	২০২১-২০২২ অর্থবছরে									জুন ২০২২ স্থিতি								
	সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি			সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
সমিতি গঠন (টি)	৩১	২	৩৩	-	-	-	৩১	২	৩৩	৩০,১৮৫	৫,৬৩৩	৩৫,৮১৮	-	-	-	৩০,১৮৫	৫,৬৩৩	৩৫,৮১৮
সদস্য (জন)	৫,১৯২	৫৯২	৫,৭৮৪	-	-	-	৫,১৯২	৫৯২	৫,৭৮৪	১৯,২৭,৩১৭	১,৭৭,৮২৪	২১,০৫,১৪১	-	-	-	১৯,২৭,৩১৭	১,৭৭,৮২৪	২১,০৫,১৪১

খ) মূলধন/পুঁজি (শেয়ার ও সঞ্চয়) জমা:

(লক্ষ টাকায়)

পুঁজি গঠন	২০২১-২০২২ অর্থবছরে							জুন ২০২২ স্থিতি						
	সমবায় সমিতি		পল্লী উন্নয়ন সমিতি		সর্বমোট সমিতি			সমবায় সমিতি		পল্লী উন্নয়ন সমিতি		সর্বমোট সমিতি		
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট
শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	৩১৫.০০	২২.৩৪	০.০০	০.০০	৩১৫.০০	২২.৩৪	৩৩৭.০০	৭,৭০১.০০	৫১১.০০	০.০০	০.০০	৭,৭০১.০০	৫১১.০০	৮,২১২.০০
সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৫৬৩.০০	৬১.০০	০.০০	০.০০	৫৬৩.০০	৬১.০০	৬২৪.০০	১২,৮২২	১,৩২৫.০০	০.০০	০.০০	১২,৮২২	১,৩২৫.০০	১৪,১৪৭.০০

২.৪.৩ বাজারজাতকরণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘরের সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ইউসিসিএ'র বিনিয়োগ কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি;
- গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াকরণের জন্য ক্ষুদ্র শিল্প-কারখানা স্থাপনে প্রশিক্ষণ, কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ের জন্য পল্লী বিপণি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা;
- কৃষি উৎপাদন, কৃষি ঋণ ও বাজারজাতকরণের মধ্যে পরস্পর যোগসূত্র স্থাপনে সহায়তা;
- আদর্শ গ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভায় যোগদান এবং এ সংক্রান্ত সমন্বয় সাধন;
- বিআরডিবি-ইউসিসিএ'র ব্যবসা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন তৈরি;
- অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়দেনা নিরূপণ/নির্ধারণসংক্রান্ত কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
- বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচির ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম মনিটরিং;
- আদর্শ গ্রাম-২ প্রকল্পের ঋণ বিতরণ এবং আদায় কার্যক্রম মনিটরিং।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

(লক্ষ টাকায়)

কার্যক্রমের ধরন	প্রকল্পের মোট বরাদ্দ (ঋণ তহবিল)	অর্থবছরে অগ্রগতি			ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
		বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়		
বীর মুক্তিযোদ্ধা	৩,৯০০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	৩,৯০০.০০	৩,৯০০.০০
আদর্শ গ্রাম-২	৯২৭.০০	০	০	০	৯২৭.০০	৯২৭.০০

২.৪.৪ সেচ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি;
- সেচ কার্যক্রমসংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- সেচযন্ত্রের বিপরীতে সোনালী ব্যাংকের পাওনা বকেয়া ঋণ আদায় ও পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মাঠ পর্যায়ের গভীর নলকূপ পরিচালনাসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ কার্যক্রম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি;
- জোড়াবাড়িসংক্রান্ত সকল তথ্য সকল জেলা/উপজেলা থেকে সংগ্রহ করা, জোড়াবাড়ির ভাড়া আদায় ও এ সংক্রান্ত ব্যাংক হিসাবে পরিচালনা ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- সোনালী ব্যাংক (ফসলী) এবং ইউসিসিএ লি: এর নিজস্ব তহবিল ঋণসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা এবং সমস্যাবলি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন।

ক) সেচযন্ত্র সংক্রান্ত তথ্যাবলি :

সমবায়ীদের সেচযন্ত্র ক্রয়ের লক্ষ্যে-

- ক্রমপুঞ্জিত বিতরণ (আসল) : ২০,৯৪১.৮০ লক্ষ টাকা
- ক্রমপুঞ্জিত আদায় (আসল) : ১৯,৫৬১.৭৫ লক্ষ টাকা
- মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি (আসল) : ১,৩৮০.০৫ লক্ষ টাকা
- ২৮টি জেলার ইউসিসিএ'র কাছে সোনালী ব্যাংকের পাওনা : ৪,৪১১.১৬ লক্ষ টাকা

খ) জোড়াবাড়িসংক্রান্ত তথ্যাবলি :

জোড়াবাড়ি আছে এমন মোট জেলার সংখ্যা : ৫৮টি
জোড়াবাড়ি আছে এমন উপজেলার সংখ্যা : ২৭৩টি
মোট জোড়াবাড়ির সংখ্যা : ৪২২টি

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচিসংক্রান্ত তথ্যাবলি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.নং	জেলার নাম	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহীতা সমিতি	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহীতা সদস্য	মোট ঋণ তহবিল	ঋণ বিতরণ		ঋণ বিতরণ		আদায়ের হার (ক্রম)
					অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত	অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত	
১.	খাগড়াছড়ি	৩৩০	২,৮৭১	১৩৭.৪২	১৯৪.৮১	২,৭৫৪.৩৮	১৯৫.৩৫	২,৫৪৮.১০	৯৯%
২.	রাঙ্গামাটি	৩০৭	৫,১১৪	১৭৩.৫৩	১৭৯.৭২	২,৮৭২.৮৯	১৭৩.৫৫	২,৬৫২.৩৩	৯৮%
৩.	বান্দরবান	৩৬৪	৬,৬৭৬	১১৪.৮৬	৮২.৬৬	১,২৫৭.২০	৭০.৫৭	১,০৯৮.৯৪	৯৫%
	মোট	**১,০০১**	**১৪,৬৬১**	**৪২৫.৮১**	**৪৫৭.১৯**	**৬,৮৮৪.৪৭**	**৪৩,৯৪৭**	**৬,২৯৯.৩৭**	**৯৮%**

২.৪.৫ পরিদর্শন শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন;
- সদর দপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জেলার উপপরিচালকগণের ভ্রমণ বিবরণী পর্যালোচনা, অনুমোদন ও অনুমোদিত বিল প্রেরণ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

জেলা ও উপজেলা পরিদর্শন (২০২১-২০২২)

১) পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা - ১০২জন

২) জেলা দপ্তর পরিদর্শন সংখ্যা - ১৮৯টি

৩) উপজেলা পরিদর্শন সংখ্যা - ৬৮টি

২.৪.৬ সম্প্রসারণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- উপকারভোগীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, গবাদিপশুর টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনামূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন;
- সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি;
- গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

ক) সদাবিক ও গুচ্ছগ্রাম কার্যক্রম

প্রকল্পের নাম	সদস্য ভর্তি (জন)				সমিতি গঠন				সঞ্চয় (লক্ষ টাকায়)		ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)		ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	
	পুরুষ		মহিলা		পুরুষ		মহিলা							
	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:	বছরে	ক্রম:
সদাবিক	১৮২২	১,৯১,৭৫৬	১,৮০৫	২,০৫,৬৭১	২৫	১৭,৮৩৪	২৮	১৬,২৮৫	৬৭৯.৪৫	৬,৬৮৪.৬২	১২,৮৬৯.১৭	২,১২,৩৭২.৫০	১৩,১৪৪.৪৭	১,৮৭,১৩৯.১৯
গুচ্ছগ্রাম	৮২২	১০,১৭১	৭২৫	১০,৬৫১	২৫	৩৫৬	২৪	৩৩২	১৮.৬৪	১৮০.৩১	৪০৫.৩৯	৩,৮৬৬.২১	২৯৭.১২	২,৮৬৫.১১

২.৪.৭ বিশেষ প্রকল্প শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের জন্য কন্টাক্ট সেল হিসেবে দায়িত্ব পালন, যাবতীয় নথিপত্র, মালামালের হিসাব ও দলিলপত্র সংরক্ষণ এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশিট জবাব প্রস্তুত করে নিরীক্ষা শাখায় প্রেরণ;
- পল্লী উদ্যোক্তা (এসএমই) ঋণ কার্যক্রম ও প্রতিবেদন প্রেরণ;
- বিআরডিবি'র ওয়েবসাইটে এসএমই ঋণসংক্রান্ত উপজেলাভিত্তিক তথ্য সফটওয়্যারে পোস্টিং নিশ্চিত করা এবং তথ্যের সঠিকতা যাচাই করা;
- পল্লী উদ্যোক্তা (এসএমই) ঋণসংক্রান্ত উপজেলাভিত্তিক ঋণ আদায় কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন ও তদারকি;
- পল্লী উদ্যোক্তা (এসএমই) ঋণ নীতিমালা সংশোধন ও হালনাগাদকরণ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম:

- অর্থবছরে ৬৪ জেলায় ১০,০২৫ জন উপকারভোগীর মাঝে ১৫০.০০ কোটি টাকা উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়।

২.৪.৮ মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিত করা;
- গ্রামীণ মহিলাদের নিজস্ব পুঁজি গঠন (শেয়ার ও সঞ্চয় জমা);
- জীবিকায়নধর্মী দক্ষতা উন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- আয়উৎসারী কর্মকাণ্ডে ঋণ বিতরণ ও আদায়;
- সামাজিক, স্বাস্থ্যগতসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি;
- গ্রামীণ মহিলাদের আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ;
- নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা এবং অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নারীদের উন্নয়ন।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

(লক্ষ টাকায়)

ঋণ বিতরণ		ঋণ প্রাপ্ত সদস্য (জন)		ঋণ আদায়	
অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত	অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত	অর্থবছরে	ক্রমপুঞ্জিত
৭,৩১৪.৮২	১,৬৯,৬০৯.০১	১৫,৫৬৫	৪,৬১,০৩৪	৮,৬৮২.৫২	১,৫৫,৭৪৬.৪৭

২.৫ পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও প্রকল্প/কর্মসূচি'র প্রস্তাবনা তৈরি, চলমান প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ, গবেষণা ও মূল্যায়ন করা, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত/সংস্কারসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যা সম্পন্ন করা হয়। বিভাগের অধীন ২টি অনুবিভাগ ও ৫টি শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ ২টি হলো: (১) গবেষণা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ ও (২) নির্মাণ অনুবিভাগ। বিভাগের আওতায় শাখা ৫টি হলো (ক) পরিকল্পনা শাখা (খ) গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা (গ) পরিবীক্ষণ শাখা (ঘ) প্রোগ্রামিং শাখা ও (ঙ) নির্মাণ শাখা। বিভাগের প্রধান হিসেবে পরিচালক (পরিকল্পনা), অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে যুগ্ম পরিচালক এবং শাখাসমূহের প্রধান হিসেবে উপপরিচালকগণ দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য প্রতিটি শাখায় রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্য কর্মচারীবৃন্দ।

২.৫.১ পরিকল্পনা শাখা

পরিকল্পনা শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি, টিপিপি, আরডিপিপি, আরটিপিপি, পিডিপিপি ও প্রকল্প সার সংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রণীত প্রস্তাবসমূহ প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) ও মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও সমন্বয়;
- মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, উন্নয়ন সংস্থা ও সহযোগী দেশের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়;
- সরকারের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (যেমন-আইন, বিধি, নীতিমালা ইত্যাদি) মতামত প্রদান।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এডিপি'তে প্রস্তাবিত ৫টি অননুমোদিত নতুন উন্নয়ন প্রকল্প :

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (০১/৭/২০২২ থেকে ৩০/৬/২০২৫)	১৩,৩৫৩.৫৬
২	পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন শিল্প পল্লী (হস্ত/কারুশিল্প) প্রতিষ্ঠা পাইলটিং ও সমীক্ষা প্রকল্প (০১/৭/২০২২ থেকে ৩০/৬/২০২৪)	২,৮৬৭.৪৩
৩	বিআরডিটিআই'র শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (০১/৭/২০২২ থেকে ৩০/৬/২০২৫)	৭,৩১২.৭১
৪	মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, টাঙ্গাইলের সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প (০১/৭/২০২২ থেকে ৩০/৬/২০২৫)	১৪,৯৬৬.৯৪
৫	আমার গ্রাম-আমার শহর মানবসম্পদ ও জীবিকা উন্নয়ন পাইলটিং ও সমীক্ষা প্রকল্প (০১/৭/২০২২ থেকে ৩০/৬/২০২৪)	২,৪৯৬.০০

২.৫.২ গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- বিআরডিবির বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম মূল্যায়ন;
- বিআরডিবি'র কর্মকাণ্ডভিত্তিক ছোট পরিসরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা, প্রকাশ ও বিতরণ;
- জাতীয় সংসদে বছরের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিআরডিবি'র তথ্য প্রেরণ;
- জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে বিআরডিবি'র তথ্য প্রেরণ;
- অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্য প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য প্রেরণ;
- পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার বই-পুস্তক, জার্নাল, প্রতিবেদন ও অন্যান্য পাঠোপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
- বিভাগীয় পাঠকসহ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের গ্রন্থাগার সেবা প্রদান;
- বিআরডিবি'র সিটিজেনস্ চার্টারসংক্রান্ত কার্যক্রম।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

- ২০২০-২০২১ এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
- ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতিসংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটি পুনগর্ঠন, পরিবীক্ষণ কমিটির সভা, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে সভা, সিটিজেনস্ চার্টার হালনাগাদকরণ, প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন প্রতিবেদন যেমন: অর্থনৈতিক সমীক্ষার প্রতিবেদন, অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার তথ্যাদি, মহামান্য রাষ্ট্রপতির সংসদ অধিবেশনের ভাষণের তথ্যাদি এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০২১-২০২২ এর বার্ষিক প্রতিবেদনের ইনপুট প্রেরণ করা হয়েছে।

২.৫.৩ পরিবীক্ষণ শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বের বিআরডিবি'র অংশের জবাব প্রদান;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে বিআরডিবি'র বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির খসড়া প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ;

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক সময়ে সময়ে যাচিত তথ্য প্রেরণ;
- বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের তথ্যসংবলিত নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষকে তথ্য সহায়তা প্রদান;
- নির্ধারিত ফরম্যাট ও সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক যাচিত প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা;
- এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পর্যালোচনা সভা আয়োজন;

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

- চাহিদার পরি প্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বের জবাব প্রেরণ করা হয়েছে;
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- বিআরডিবি'র বিভিন্ন প্রতিবেদন বিশেষ করে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ :

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্প এলাকা
১	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	এপ্রিল, ২০১৪ থেকে জুন ২০২৩	১,১৫২.০০	রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার ৩৫টি উপজেলা
২	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	জুলাই, ২০১৫ থেকে জুন ২০২৩	৩,৮০০.০০	৬৪টি জেলার ২১৫টি উপজেলা
৩	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২৩	১,১৭৯.০০	গাইবান্ধা জেলার ৭টি উপজেলা
৪	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদান ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি- ২য় সংশোধিত	জানুয়ারি, ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩	৬,৯৫৬.০০	৬৪ জেলার ২৫৬টি উপজেলা
৫	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো) -২য় পর্যায়	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৬	৩,৩১২.০০	১৭টি জেলার ৫৯টি উপজেলা
৬	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৬	২৮,৪৫৬.০০	৪৮টি জেলার ২২০টি উপজেলা

২.৫.৪ প্রোগ্রামিং শাখা

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিআরডিবি'র তথ্যপ্রযুক্তি কার্যক্রম পরিচালনা;
- তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা;
- National Web Portal এর আওতায় বিআরডিবি'র ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা;
- সার্ভিস ইনোভেশনের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবি'র তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

- অনলাইন সভা সম্পাদনের জন্য জুম অ্যাপের একটি লাইসেন্স ক্রয় করা হয়েছে;
- ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমের এর মাধ্যমে সদর দপ্তর থেকে জেলা, উপজেলা ও প্রশিক্ষণ ইনিস্টিউট প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা, সমন্বয় সভায় যুক্ত হওয়া, মাঠ কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হচ্ছে;
- বিআরডিবি জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়েছে ও নিয়মিত বাতায়ন হালনাগাদ করা হচ্ছে এবং বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত সকল জেলা ও উপজেলা দপ্তর জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়েছে;
- বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরিকালীন রেকর্ড সংরক্ষণের লক্ষ্যে অনলাইন পিডিএস সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে;
- সদর দপ্তরের ই-নথির কার্যক্রম চালু আছে। ইতোমধ্যে জেলা ও উপজেলা দপ্তরসমূহ ই-নথির কার্যক্রম শুরু হয়েছে;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Integrated Digital Service Delivery Platform System" এর মাধ্যমে বিআরডিবি'র সেন্ট্রাল সফটওয়্যার প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান;
- সদর দপ্তরের ১৪৬ এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথ এর বিটিসিএল-এর সংযোগ চলমান। জেলা ও উপজেলা দপ্তরে ইনফো সরকার-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ চলমান;
- উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ, মাঠ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা ও সমস্যা, সফলতা, সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে সদর দপ্তরের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ, টুইটার পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল খোলা হয়েছে। এছাড়াও জেলা, উপজেলা দপ্তরের জন্য অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ খোলা হয়েছে;
- SME সফটওয়্যারের মাধ্যমে সুবিধাভোগী সদস্যদের ঋণের তথ্য ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে।

২.৫.৫ নির্মাণ অনুবিভাগ

এ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদন।
- ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসংক্রান্ত নকশা প্রস্তুত ও ব্যয় প্রাক্কলন তৈরি।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :

রাজস্ব/প্রকল্প/ কর্মসূচি	কাজের নাম	কার্যাদেশ মূল্য/প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতির হার
রাজস্ব	বিআরডিবি সদর দপ্তরসহ বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় ৩২টি প্যাকেজের আওতায় মেরামত, সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ	৮৩৪.৯৫	৬০%
	পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলা পল্লী ভবন নির্মাণকাজ	২০৭.৪৬	৮০%
	গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলা পল্লী ভবন নির্মাণ কাজ	৩৮১.৬৯	৭৫%
উদকনিক	উদকনিক প্রকল্পের অধীনে ১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ডিসপ্লে কাম সেলস্ সেন্টার নির্মাণসংক্রান্ত কাজ	৯৭৫.৪৫	৬০%

২.৬ প্রশিক্ষণ বিভাগ

পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এর নেতৃত্বে এ বিভাগ পরিচালিত হয়। এ বিভাগে ১ জন উপপরিচালক, ২ জন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারী রয়েছে। বিআরডিবি'র আওতায় বর্তমানে তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে।
এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- প্রশিক্ষণের বাজেট প্রণয়নসহ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
- বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি'র সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- নির্ধারিত ও চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত কর্মকর্তা মনোনয়নে প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান;
- বিআরডিবি'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশিক্ষণ পরিচালনা।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম :
ক) বিআরডিবি সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণের তথ্য

ক্রম.	প্রশিক্ষণের ধরন	২০২১-২০২২ অর্থবছরে		ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
		ব্যাচের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
১	সদর দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক ৬০ ঘণ্টা ইনহাউজ প্রশিক্ষণ	৭২টি	২,৭৬০ জন	৬,৪৮০জন
২	সদর দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ই-নথি ব্যবস্থাপনাবিষয়ক রিফ্রেশার্স কোর্স	৫টি	১৮৫ জন	৭২৭ জন
৩	সদর দপ্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সিটিজেন চার্টারবিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫টি	১৮৫ জন	১৮৫ জন
৪	সদর দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকারবিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫টি	১৮৫ জন	১৮৫ জন
৫	সদর দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য অধিকারবিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫টি	১৮৫ জন	১৮৫ জন
৬	সদর দপ্তরের ১০-১৬ গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪টি	১২০ জন	১২০ জন
৭	সদর দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনবিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬টি	২৩০ জন	২৩০ জন
৮	সদর দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলবিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬টি	২৩০ জন	২৩০ জন
৯	সদর দপ্তরের কর্মকর্তাদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ও এপিএমএস সফটওয়্যারবিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫টি	১৭৭ জন	৩০৫ জন
১০	Microfinance Information Database Management system (MFI-DBMS) শীর্ষক জাতীয় ডাটাবেজে বিআরডিবি'র ক্ষুদ্রঋণের তথ্য সঠিকভাবে ইনপুট করার বিষয়ে অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ।	০১টি	৪৫ জন	৪৫ জন
১১	উপপরিচালক ও উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাদের সমবায় আইন ও নীতিমালাবিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪টি	১৪০ জন	১৪০ জন
	মোট	-	**৪,৪৪২ জন**	**৮,৮৩২ জন**

খ) বিআরডিবি জেলা, উপজেলায় প্রশিক্ষণের তথ্য

ক্রম.	প্রশিক্ষণের ধরন	২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণের আওতায় প্রশিক্ষণ (ইনহাউজ)	২৪,৩৬০ জন	৬৯,৮৮০ জন
২	সুফলভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	২৯,৬৪০ জন	১১,১১,৬১২ জন

গ) বিআরডিবি বহির্ভূত প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের তথ্য

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের ধরন	২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
আঞ্চলিক লোকপ্রশাসন কেন্দ্র	বিষয়ভিত্তিক	২১ জন	১৩৬ জন

২.৭ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

২.৭.১ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই), সিলেট

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই) পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে দেশের প্রাচীনতম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করে চলেছে। স্বাধীনতাপূর্বকালে গ্রাম উন্নয়নের জন্য প্রণীত ভি-এইড কর্মসূচির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম। স্বাধীনতার পর পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব বৃদ্ধি ও সম্প্রসারিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ১৯৭৪ সালের মে মাসে ইনস্টিটিউটকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পূর্বসূরি সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি)এর কাছে হস্তান্তর করে। পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালে এটিকে বিআরডিবি'র অধীনে জাতীয় পর্যায়ের ইনস্টিটিউটের মর্যাদা দিয়ে নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই)'।

বিআরডিটিআই'র অবস্থান

সিলেট জেলা সদর থেকে ৮ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে খাদিমনগরে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের উত্তর পাশে ১০.৬২ একর জমির উপর নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক পরিবেশে বিআরডিটিআই অবস্থিত। ইনস্টিটিউটের আশপাশে রয়েছে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), বিসিক শিল্পনগরী, মৎস্য খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাদিম টি এস্টেট, সিলেট সদর উপজেলা পরিষদ এবং প্রখ্যাত সুফি সাধক হযরত শাহ্ পরান (রাঃ) মাজার শরীফ।

বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণসংশ্লিষ্ট সুবিধাদি

বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কেন্দ্রস্থল দ্বি-তলবিশিষ্ট আধুনিক প্রশাসনিক-কাম-একাডেমিক ভবন। এর অফিস ও অনুষদ সভাকক্ষ এবং দ্বিতীয় তলায় রয়েছে ৪টি শ্রেণিকক্ষ রয়েছে। এছাড়া আধুনিক প্রশিক্ষণসামগ্রী সংরক্ষণাগার এবং পিএ সিস্টেম সংবলিত ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি সম্মেলন কক্ষ। এগুলো সম্পূর্ণভাবে মাল্টিমিডিয়া, সাউন্ড সিস্টেম ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সুবিধার আওতায় রয়েছে। এছাড়াও লাইব্রেরি এবং আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব একাডেমিক ভবনের দোতলায় অবস্থিত। ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য চারটি হোস্টেলে ১৬২ জনের থাকার ব্যবস্থা আছে। দ্বি-তলবিশিষ্ট মডার্ন ক্যাফেটেরিয়ার দুটি হলে একসঙ্গে ৩৫০ জনকে খাবার পরিবেশন করা যায়। বিনোদনের জন্য রয়েছে টেলিভিশন ও খেলাধুলার উপকরণসমৃদ্ধ তিনটি কমনরুম। জুলাই, ২০০৭ সালে ৬০০ আসনবিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক অডিটরিয়াম বিআরডিটিআই-এর সুবিধাদিকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। অডিটরিয়ামের সুবিধাদির মধ্যে

রয়েছে সার্বক্ষণিক জেনারেটর, আধুনিক শব্দ ও আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এছাড়া বিআরডিটিআই জামে মসজিদে প্রায় ১৫০ জন মুসলমান একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারেন। ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রস্থলে প্রায় দুই একর আয়তনের পুকুর রয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসিক ভবনগুলোও ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

বিআরডিটিআই'র জনবলকাঠামো

রাজস্ব খাতে বিআরডিটিআই'র মোট জনবল ৪১ জন। এদের মধ্যে পরিচালক, ২ জন যুগ্ম পরিচালক, ৮ জন অনুদেষ্টা/উপপরিচালক, লাইব্রেরিয়ান, আর্টিস্ট, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও জুনিয়র অফিসার (হিসাব)-সহ মোট অনুষদ সদস্য ১৫ জন। অবশিষ্ট ২৬ জন কর্মচারী রুটিন দাপ্তরিক কার্যক্রমে সহায়তা করে থাকেন।

বিআরডিটিআই'তে উপপরিচালকদের প্রশিক্ষণ শেষে সনদ বিতরণ

বিআরডিটিআই'তে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি :

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের ধরন	২০২১-২০২২ অর্থবছরে		ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
		ব্যাচের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই)	বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক, আইসিটি, সঞ্জীবনী ইত্যাদি	৩০ ব্যাচ	১,০৬০ জন	৯৮,৫১২ জন

২.৭.২ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি)

নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি) ডানিডার অর্থায়নে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় ১৯৮৭ সালে নোয়াখালী জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র মাইজদীতে ০.৮৭ একর জমির উপর নির্মিত হয়। ১৯৯২ সালে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ সমাপ্ত হলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ১৯৯৫ সন থেকে বৃহত্তর নোয়াখালী দারিদ্র্য সমবায় সহায়তা প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হয়। পরে সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০০১ থেকে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) এর আওতাভুক্ত করা হয়। বিআরডিবি'র ৪১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তক্রমে জুলাই ২০০৫ থেকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি নিজস্ব আয় দ্বারা পদাবিকের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এনআরডিটিসি প্রতিষ্ঠাকলীন থেকেই গ্রামের দরিদ্র জনগণকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে চলছে। এছাড়াও বুক কিপিং, টিওটি, নারীর ক্ষমতায়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, ওরিয়েন্টেশন কোর্স, রিফ্রেশার্স কোর্সসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দ্বিতল ভবনবিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে ৪০ আসনবিশিষ্ট ২টি শ্রেণিকক্ষ, ১০০ আসনবিশিষ্ট অডিটরিয়াম, ৫০ আসনবিশিষ্ট ডাইনিং হল, ২টি ফেসিলিটেটর কক্ষ ও ৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে।

২.৭.৩ টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডব্লিউটিসি)

টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৯৮৪ সালে জার্মান কারিগরি সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি বিআরডিবি'র মহিলা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়। জুলাই ২০০৫ সালে প্রকল্প মেয়াদকালের জন্য এটি বিআরডিবি-জাইকার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত পিআরডিপি প্রকল্পের কাছে ন্যস্ত করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টার (এলএমটিসি) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ কেন্দ্রটি টাঙ্গাইল জেলা শহরের নতুন বাস টার্মিনাল থেকে ২০০ মিটার উত্তরে দেওলাতে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মূল সড়কের পাশে ৩.১৬৮ একর জমির উপর স্থাপিত। এখানে পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি দ্বি-তল ভবনবিশিষ্ট একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ভবনে মোট ২৩টি কক্ষ আছে। এখানে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের সুবিধা সংবলিত একটি কক্ষ ও সমমাপের অফিস কক্ষ রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার জন্য ১০টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে, যেখানে মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অবস্থান করতে পারে। এছাড়া এখানকার ডাইনিয়ে একসঙ্গে ৩০ জনের খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী উন্নয়নের সূর্য-সারথি

তৃতীয় অধ্যায়

২০২১-২২ অর্থবছরে বিআরডিবি'র অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রমের অর্জন

৩.১ একনজরে কার্যক্রমের অগ্রগতি
৩.২ মানব সংগঠন সৃষ্টি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি
৩.৩ মূলধন সৃষ্টি
৩.৪ ঋণ কার্যক্রম
৩.৫ মানবসম্পদ উন্নয়ন
৩.৬ কৃষি প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম
৩.৭ পল্লী পণ্যের বিপণন সংযোগ সৃষ্টি
৩.৮ গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন
৩.৯ সম্প্রসারণ কার্যক্রম
৩.১০ নারী ক্ষমতায়নে বিআরডিবি
৩.১১ ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বিআরডিবি

৩.১ একনজরে কার্যক্রমের অগ্রগতি

মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন, সদস্য অন্তর্ভুক্তি, সঞ্চয় জমা, শেয়ার, আদায়, ঋণ সহায়তা প্রদান, ঋণ আদায় এবং বিআরডিবি'র সদর দপ্তর, জেলা দপ্তর, উপজেলা দপ্তর ও নিজস্ব প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন দেশে কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সুফলভোগীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও সুফলভোগীদের মাঝে কৃষি উপকরণ ও সম্পদ বিতরণ করা হয়। একই সাথে এর সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ সকল ক্ষেত্রে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের অর্জন, জুন ২০২২ এ স্থিতি এবং ক্রমপুঞ্জিত অর্জন নিম্নরূপ :

ক্রম	কার্যক্রমের ধরন ও নাম (একক)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে অর্জন	জুন ২০২২ স্থিতি	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন (জুন, ২০২২)
ক) সাংগঠনিক কার্যক্রম				
১	উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ) গঠন (টি)	০২	৪৮৭	৪৮৭
২	মানব সংগঠন (সংখ্যা) (সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতি)	৬,০১৩	১,৭৫,৯৪৬	১,৮৬,০২৬
৩	সদস্য (জন)	১,৫৯,৯৫৮	৪৯,৬১,০৩৫	৬০,০৪,২৫৪
খ) সদস্যদের নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি এবং ঋণ কার্যক্রম				
৪	শেয়ার (লক্ষ টাকা)	৭৫৩.৯৭	১৩,২২৪.১৯	১৭,৫০১.০০
৫	সঞ্চয় (লক্ষ টাকা)	১১,৯৬০.৭৫	৬০,৬৮৬.৮৮	১,০৫,৬১৩.১১
৬	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১,৪৯,২৮৩.৪০	-	২০,৬০,৬৬২.৯৭
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১,৩০,৮৬২.৯২	-	১,৮৬৯,৬২৯.৪৫
৮	আদায়ের হার %	৭২%	-	৯৭%
৯	ঋণ গ্রহীতা সদস্য (জন)	৩,৪৭,৪৯৭	-	৭৪,১১,০৮৯
গ) প্রশিক্ষণ				
১০	সুফলভোগী (জন) (দক্ষতা উন্নয়ন, আয়বর্ধনমূলক, উদ্বুদ্ধকরণ)	১,৪৬,৪০০	-	৭২,১৪,৮২৪
১১	কর্মকর্তা/কর্মচারী (জন)	৩২,০৪৩	-	২,৬০.৫০২
ঘ) সেচযন্ত্র বিতরণ				
১২	গভীর নলকূপ (টি)	-	-	১৮,৩৬০
১৩	অগভীর নলকূপ (টি)	-	-	৪৪,৫২৩
১৪	শক্তিচালিত পাম্প (টি)	-	-	১৯,৪০৫
১৫	হস্তচালিত নলকূপ (টি)	-	-	২,৭৩,০০০
	মোট	-	-	**৩,৫৫,২৮৮**

ক্রম	কার্যক্রমের ধরন ও নাম (একক)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে অর্জন	জুন ২০২২ স্থিতি	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন (জুন, ২০২২)
ঙ) সম্পদ বিতরণ				
১৬	বীজ ও চারা বিতরণ (জন)	১৫,৮৯৬	-	৪৫,৯৯১
১৭	সেলাই মেশিন (টি)	৮০	-	১,২৪০
১৮	কিট বক্স (বিপি মেশিন, নেবুলাইজার, ব্লাড সুগার ইন্ডিকেটর, ফাস্ট এইডস বক্স (সেট)	-	-	৪০
১৯	মোবাইল মেরামত টুলস (সেট)	-	-	৮০
চ) সম্প্রসারণ কার্যক্রম				
২০	ক্ষুদ্র অবকাঠামো (টি)	৩,৫১৫	-	১৫,৯৫৭
২১	বৃক্ষ রোপণ (লক্ষ টি)	১.১০	-	২০,৪৯৪.৭২
২২	মৎস্য চাষ (লক্ষ টি)	৫০.০৩	-	১,২৮৩.৯১
২৩	গৃহপালিত পশুপাখির টিকা (লক্ষ টি)	৪০.১৭	-	৩৭৮.৫৮
২৪	উন্নত চুল্লি স্থাপন (লক্ষ টি)	০.২০২	-	০.৯৪
২৫	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (লক্ষ টি)	০.১২	-	০.৭৮

৩.২ মানব সংগঠন সৃষ্টি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি

শুরু থেকে বিআরডিবি'র মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের 'দ্বি-স্তর' সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহ, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মতামত প্রকাশের সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি। সর্বোপরি পল্লীর জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিকে পল্লীর সার্বিক উন্নয়নের প্ল্যাটফরম হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সকল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। পরবর্তীকালে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বাইরে বিত্তহীন/দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিআরডিবির কার্যক্রমের আওতায় এনে সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করা হয়। বিআরডিবি'র আওতায় গঠিত সমিতি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তিসংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরুপ :

কার্যক্রমের ধরন	২০২১-২০২২ অর্থবছরে অগ্রগতি									জুন ২০২২ স্থিতি								
	সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি			সমবায় সমিতি			পল্লী উন্নয়ন সমিতি			সর্বমোট সমিতি		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
সমিতি	১০৬	৭৩	১৭৯	১,৭৭৩	৪,০৬১	৫,৮৩৪	১,৮৭৯	৪,১৩৪	৬,০১৩	৬৪,৩২৯	৩১,০০১	৯৫,৩৩০	৩৩,০৮৩	৪৭,৫৩৩	৮০,৬১৬	৯,৭৪১২	৭৮,৫৩৪	১,৭৫,৪৪৬
সদস্য	১৫,১৪০	১২,৬৬০	২৭,৮০০	৪৪,২৭৪	৮৭,৮৮৪	১,৩২,১৫৮	৫৯,৪১৪	১,০০,৫৪৪	১,৬০,৯৫৮	২১,৬২,৩৬৮	১০,৭২,৮৭৭	৩২,৩৫,২৪৫	৬,২৭,২৮২	১০,৯৮,৫০৮	১৭,২৫,৭৯০	২৭,৮৯,৬৫০	২১,৩১,৩৮৫	৪৯,১১,০৩৫

সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠনের মাধ্যমে মানব সংগঠন সৃষ্টি বিআরডিবি'র সেবা প্রদানের কৌশল। বিআরডিবি'র আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ৬,০১৩টি সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়েছে, যেখানে মহিলা মানব সংগঠন ৬৮%, পুরুষ মানব সংগঠন ৩২%। সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে উপকারভোগী সদস্য অন্তর্ভুক্তিকরণের পর বিআরডিবি সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বিআরডিবি'তে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১,৫৯,৯৫৮ জন গ্রামীণ জনগণকে সেবার আওতায় এনেছে এর মধ্যে পুরুষ ৫৯,৪১৪ জন এবং মহিলা হচ্ছে ১,০০,৫৪৪ জন। বিআরডিবি'তে কার্যক্রমের শুরু থেকে জুন/২০২২ পর্যন্ত মানব সংগঠন ১.৭৬ লক্ষ টি এবং সদস্য সংখ্যা ৪৯.৬১ লক্ষ জন বিদ্যমান।

৩.৩ মূলধন সৃষ্টি

বিআরডিবি সদস্যদের মূলধন গঠনের মাধ্যমে বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহিত করে। এছাড়াও সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন সমিতির সদস্যদের পুঁজি গঠনের জন্য নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমায় উৎসাহিত করা হয়।

পুঁজি গঠন	২০২১-২০২২ অর্থবছরে অগ্রগতি							জুন ২০২২ স্থিতি						
	সমবায় সমিতি		পল্লী উন্নয়ন সমিতি		সর্বমোট সমিতি			সমবায় সমিতি		পল্লী উন্নয়ন সমিতি		সর্বমোট সমিতি		
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট
শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	৩৯৫.৪৩	৩৫৮.৫৪	০.০০	০.০০	৩৯৫.৪৩	৩৫৮.৫৪	৭৫৩.৯৭	৮,৭১৪.৬৪	৪,৫০৯.৫৫	০.০০	০.০০	৮,৭১৪.৬৪	৪,৫০৯.৫৫	১৩,২২৪.১৯
সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৯৫৭.৮৩	৪,৭৮৩.৩২	২,১৪৯.৭৩	৪,০৬৯.৮৭	৩,১০৭.৫৬	৮,৮৫৩.১৯	১১,৯৬০.৭৫	১৬,৪২১.৯৯	৯,০১৪.৪৯	১০,৬৮৩.৬১	২৪,৫৬৬.৭৯	২৭,১০৫.৬০	৩৩,৫৮১.২৮	৬০,৬৮৬.৮৮

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিআরডিবি'র উপকারভোগী সদস্যদের জমাকৃত শেয়ারের পরিমাণ ৭৫৩.৯৭ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় জমার পরিমাণ ১১,৯৬০.৭৫ লক্ষ টাকা। শুরু থেকে জুন/২০২২ পর্যন্ত সদস্যদের শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১৩২.২৪ কোটি টাকা এবং সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৬০৬.৮৭ কোটি টাকা।

৩.৪ ঋণ কার্যক্রম

পল্লী এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, বর্গাচাষী, বিত্তহীন, হতদরিদ্র অবহেলিত এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল সূচকে সম্পৃক্ত করতে বিআরডিবি'র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঋণ এমন একটি চালিকা শক্তি, যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সত্তরের দশকে জামানতের অভাবে যখন পল্লীর প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণের সুযোগ ছিল না তখন দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে 'জামানত' বিহীন তদারকি ঋণ সুবিধা চালু হয়। পরে যা আরও পরিমার্জিত হয়ে 'ক্ষুদ্রঋণ' নামে পরিচিতি ও সমাদৃত হয়। দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত তদারকি ঋণ হিসেবে ফসলী ও বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষ করে সেচযন্ত্রের বিপরীতে সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে ঋণ সহায়তা চালু করা হয়। পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে বিআরডিবি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য ঋণ সহায়তা কার্যক্রম চালু করে। বিআরডিবি কৃষি সমবায়ের পাশাপাশি আশির দশকে বিভিন্ন প্রকার দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে বিআরডিবি প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষক, মহিলা ও দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে ঋণ সহায়তা প্রদান করছে। কোভিড-পরবর্তী পরিস্থিতিতে গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বিআরডিবি ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে এসএমই ঋণ বিতরণ শুরু করে।

ঋণ বিতরণ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিআরডিবি পল্লী এলাকায় ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা (এসএমই) ঋণ খাতে ১৪৯২৮৩.৪০ লক্ষ টাকা বিতরণ করে। এর মধ্যে ৫৫% ঋণ বিতরণ করা হয় মহিলা উপকারভোগীদের মাঝে। শুরু থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত বিআরডিবি কর্তৃক সদস্যদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ সহায়তার পরিমাণ ২০৭৩২৯৩.৮৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প/ কর্মসূচির ধরন	ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকায়)					
	২০২১-২০২২ অর্থবছরে অগ্রগতি			ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২২ পর্যন্ত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
এসএমই	১০,০৩৪.৫০	৫,৫২৯.১৫	১৫,৫৬৩.৬৫	১৯,৩৪২.১৯	১০,৬৫৭.৮১	৩০,০০০.০০
মূল কর্মসূচি	২৫,৯৫২.১৪	২,৪১০.৮৬	২৮,৩৬৩.০০	৩,৭৯,০৪২.৯৩	৬৬,৮৮৯.৯৩	৪,৪৫,৯৩২.৮৬
সেচ যন্ত্র	০.০০	০.০০	০.০০	২০,৯৪১.৮০	০.০০	২০,৯৪১.৮০
মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	০.০০	৭,৩১৪.৮২	৭,৩১৪.৮২	০.০০	১,৬৯,৬০৯.০১	১,৬৯,৬০৯.০১
এডিপিভুক্ত প্রকল্প	৫,৬৩৩.৮৬	১৯,৮৪৩.৭১	২৫,৪৭৭.৫৭	৯,২৭৯.৯৬	৯৭,১৫৯.৪৪	১,০৬,৪৩৯.৪০
নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কর্মসূচি	১৯,৮২৫.৬৮	৫০,৩৪৪.৫৪	৭০,১৭০.২২	৩,৫১,৭৬০.৭৯	৯,১৬,৯৩৫.২৯	১২,৬৮,৬৯৬.০৮
অন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি	১,১৮৫.৮৯	৭৩৮.৮১	১,৯২৪.৭০	১৬,৬৭২.৫৯	১০,৩১৩.৭২	২৬,৯৮৬.৩১
সিভিডিপি	২৬৫.০৯	২০৪.৩৫	৪৬৯.৪৪	২,৫৮৫.৫৪	২,১০২.৮৮	৪,৬৮৮.৪২
সর্বমোট	৬২,৮৯৭.১৬	৮৬,৩৮৬.২৪	১,৪৯,২৮৩.৪০	৭,৯৯,৬২৫.৮০	১২,৭৩,৬৬৮.০৮	২০,৭৩,২৯৩.৮৮

বিআরডিবি'র ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ঋণের প্রায় অর্ধেক (৪৬.৫%) ঋণ বিতরণ করা হয় চলমান কর্মসূচি'র মাধ্যমে, ১৯% মূল কর্মসূচি এবং ১৭% এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে।

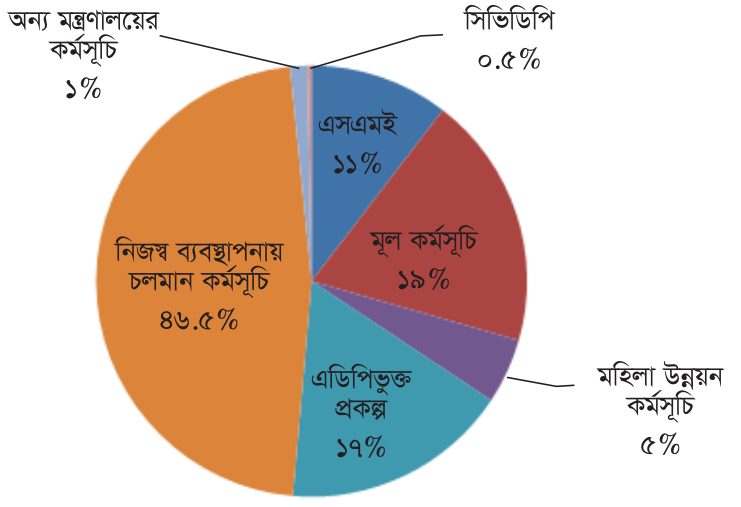

ঋণ আদায়

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিআরডিবি উপকারভোগীদের কাছ থেকে বিতরণকৃত ঋণের মোট ১৩০৮৬২.৯২ লক্ষ টাকা আদায় করে। শুরু থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত বিআরডিবি কর্তৃক ঋণগ্রহিতা সদস্যদের থেকে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ১৮,২০,৮৭৫.৯১ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প/কর্মসূচির ধরন	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)					
	২০২১-২০২২ অর্থবছরে অগ্রগতি			ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২২ পর্যন্ত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
এসএমই	২,৬১০.১০	২,৩০৬.২২	৪,৯১৬.৩২	২,৪১৩.৮৮	২,৫০৬.০৫	৪,৯১৯.৯৩
মূল কর্মসূচি	২৫,৫৯৫.০৫	২,১৬৫.৩১	২৭,৭৬০.৩৬	৩,৭২,৪৮২.০৬	৩৫,০৪৭.৫৫	৪,০৭,৫২৯.৬১
সেচ যন্ত্র	১৯২.৩২	০.০০	১৯২.৩২	১৯,৫৬১.৭৫	০.০০	১৯,৫৬১.৭৫
মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	০.০০	৮,৬৮২.৫২	৮,৬৮২.৫২	০.০০	১,৫৫,৭৪৬.৪৭	১,৫৫,৭৪৬.৪৭
এডিপিভুক্ত প্রকল্প	২,৯৪৪.৪৩	১৪,০২৪.৬৭	১৬,৯৬৯.১০	৪,০৪০.৬৪	৭৯,০৪৫.৭৭	৮৩,০৮৬.৪১
নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কর্মসূচি	২০,১২২.০৪	৪৯,৯৪৭.২৭	৭০,০৬৯.৩১	২,৬৬,১৯১.৯১	৮,৫৭,৮০৩.১২	১১,২৩,৯৯৫.০৩
অন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি	১,১৮৬.৭৯	৭০২.১৮	১,৮৮৮.৯৭	১৩,০০১.০১	৮,৫৭৮.৫৭	২১,৫৭৯.৫৮
সিভিডিপি	২১৫.৫০	১৬৮.৫২	৩৮৪.০২	২,২৫১.০১	২,২০৬.১২	৪,৪৫৭.১৩
সর্বমোট	**৫২,৮৬৬.২৩**	**৭৭,৯৯৬.৬৯**	**১,৩০,৮৬২.৯২**	**৬,৭৯,৯৪২.২৬**	**১১,৪০,৯৩৩.৬৫**	**১৮,২০,৮৭৫.৯১**

৩.৫ মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানুষের প্রজ্ঞা, জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতাকে পরিবর্তন করা যায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। পল্লী জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য বিআরডিবি সূচনালগ্ন থেকেই প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। বিআরডিবি সমিতির মাধ্যমে পল্লীর জনগণকে একটি সাংগঠনিক শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ করে। অতঃপর সংগঠিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেতৃত্বের বিকাশ, আয়বর্ধক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সাক্ষরতা, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারসহ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন করে থাকে। এছাড়াও সমিতির সাপ্তাহিক সভায় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসহ স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশু পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভ টিজিংয়ের কুফল, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। বিআরডিবি পল্লীর মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য উপকারভোগী সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড নির্ভর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, বিয়াম ফাউন্ডেশন, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় থেকে বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবির নিজস্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ অবকাঠামো রয়েছে। এ সকল অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে বিআরডিবি উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে।

বিআরডিবি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপ :

কর্মকর্তা/কর্মচারী						উপকারভোগী							
২০২১-২০২২ অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত (জুন/২০২২ পর্যন্ত)			২০২১-২০২২ অর্থবছরে				ক্রমপুঞ্জিত (জুন/২০২২ পর্যন্ত)			
দেশে	বিদেশে	মোট	দেশে	বিদেশে	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	আয়বর্ধনমূলক	উদ্বুদ্ধকরণ	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	আয়বর্ধনমূলক	উদ্বুদ্ধকরণ	মোট
৩২,০৪১	০২	৩২,০৪৩	২,৫৯,৭৭২	৭৩০	২,৬০,৫০২	৭৮,২৬১	৬৮,১৩৯	১,১২,৭৬৫	১,৪৬,৪০০	১৭,৯০,৩৫৬	১৭,৮৯,৬৩৭	৩৫,৩৪,৮৩১	৭২,১৪,৮২৪

৩.৬ কৃষি প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

সেচ কার্যক্রম পল্লী উন্নয়নে 'কুমিল্লা মডেল' এর প্রধান চারটি উপাদানের মধ্যে অন্যতম। সূচনালগ্ন থেকেই অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে তৎকালীন সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতির প্রচলনের জন্য বিআরডিবি কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের সংগঠিত করে বিএডিসি, ব্যাংক ও বিআরডিবির যৌথ প্রচেষ্টায় কৃষকদের মাঝে সেচযন্ত্র বিতরণ করেছে। এক্ষেত্রে বিআরডিবি কৃষকদের সংগঠিত করার মাধ্যমে সেচযন্ত্র গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে বিএডিসি ও ব্যাংকের মধ্যে সংযোগের সাথে সাথে মাঠপর্যায়ের সেচযন্ত্রের পরিচালনায় মূল অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। ব্যাংক বিআরডিবির যৌথ চুক্তির মাধ্যমের সম্পাদিত ব্যাংকিং পরিকল্পনা মোতাবেক বিআরডিবি নিয়ন্ত্রিত ইউসিসিএগুলোতে ব্যাংক সেচযন্ত্র খাতে মেয়াদী ঋণ বিনিয়োগ করে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের মাধ্যমে বিআরডিবি দেশের বিপুল পরিমাণ অনাবাদী জমি চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। এর ফলে দেশে কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের শুরুর দিকে সরকার বেসরকারি খাতকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সেচযন্ত্র বাজারজাতকরণ বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। এর ফলে বিআরডিবি-বিএডিসি-ব্যাংক এর সম্মিলিত উদ্যোগে সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ায় বিআরডিবির সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে। সেচ সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের আওতায় বিআরডিবি মোট ৩,৫৫,২৮৮টি সেচযন্ত্র বিতরণ করে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের মধ্যে গভীর নলকূপ ১৮,৩৬০টি, অগভীর নলকূপ ৪৪,৫২৩টি, শক্তিচালিত পাম্প ১৯,৪০৫টি এবং হস্তচালিত পাম্প ২,৭৩,০০০টিসহ। এছাড়া সেচযন্ত্র খাতে মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২০,৯৪৭.০১ কোটি টাকা।

বিআরডিবি'র মাধ্যমে বিতরণকৃত সেচযন্ত্র সমূহ দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে অনেক নলকূপ অকেজো হয়ে যায়। ফলে অকেজো নলকূপের মধ্যে মেরামতযোগ্য নলকূপগুলোকে সচল করার লক্ষ্যে বিআরডিবি ২০১৩ সালে 'সেচ সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০টি জেলার ৬১টি উপজেলায় ৩৩৪টি অচল/অকেজো কিন্তু মেরামতযোগ্য গভীর নলকূপ মেরামত করে সচলকরণ ও সেচ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

৩.৭ পল্লী পণ্যের বিপণন সংযোগ সৃষ্টি

বিআরডিবি উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মান নিশ্চিতকরণ, সংরক্ষণ, উৎপাদকের ও ভোক্তার ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে বিআরডিবি ভোক্তা ও উৎপাদকের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। পণ্য সংরক্ষণের জন্য বিআরডিবির বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘর রয়েছে। এছাড়াও কারুপল্লী, কারুগৃহ, শান্তি, পল্লী বাজার নামে প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে বিআরডিবি'র উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যের ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী কাম সেলস্ সেন্টার পরিচিতি

কারুপল্লী :

কারুপল্লী মূলত বিআরডিবি'র উপকারভোগী পল্লী জনগণের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প ও অন্যান্য পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র। ১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে বিআরডিবির উদ্যোগে জাপান ওভারসীজ কোঅপারেশন ভলান্টিয়ার্সের (জেওসিভি) কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় কারুপল্লী। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিআরডিবির সুবিধাভোগী এবং অসহায় ও বিত্তহীন গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদন এবং তা দেশি ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন সুবিধা প্রদানে সহায়তা করা। বর্তমানে বিআরডিবির প্রধান কার্যালয় পল্লী ভবন, ৫, কাওরান বাজার, ঢাকায় কারুপল্লীর একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে। প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও karupalli.brdb.gov.bd এই-কমার্স সাইটের মাধ্যমে কারুপল্লীর পণ্য বিক্রয় করা হয়।

কারুপল্লীর প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র

উদকনিক প্রকল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র

রংপুর জেলা শহরে প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় মূলত উদকনিক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনীর জন্য। এ প্রকল্পের প্রধান পণ্যসমূহ হলো- নকশি কাঁথা, নকশি টুপি, নকশি বেড কাভার, কুশন কাভার, পাটজাত পণ্য, গহনা সামগ্রী, রংপুরের প্রসিদ্ধ শতরঞ্জি, জামা, পাঞ্জাবী, ব্যাগ, শাড়ি, বিভিন্ন উৎসব এবং ঋতুভেদে নানা ধরনের হাল ফ্যাশনের পোশাক প্রভৃতি। কেন্দ্রটির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলার সদস্যদের ন্যায্য মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ এবং উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ প্রদর্শনী ও বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও পণ্যসমূহ প্রকল্পের ই-কমার্স সাইটের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনী ও বিপণন সুবিধা প্রদানসহ প্রকল্পের আওতায় বিআরডিবি'র কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে রংপুরে ১০ তলা ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান।

উদকনিক প্রকল্পের নির্মাণাধীন প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র

৩.৮ গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন

বিআরডিবির গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার কার্যক্রম অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত লিংক মডেল পদ্ধতিতে সম্পাদিত পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। লিংক মডেল পদ্ধতিতে পল্লী অঞ্চলে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (জিসি) গঠন করা হয়। ২০ থেকে ৩০ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটি প্রতি মাসে গ্রামে বসে সভা করেন। এ সভায় গ্রামের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের (স্কিম) প্রস্তাব তৈরি করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন সমন্বয় সভায় (ইউসিসিএম) উপস্থাপন করা হয়। ইউসিসিএম-এ অনুমোদিত হলে গ্রামের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়। এ সকল স্কিম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে (তিন) ধরনের উৎস থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হয়। অনধিক ১.০০ লক্ষ টাকা বাজেটের এ স্কিমে মোট ব্যয়ের ৮০% টাকা প্রকল্প থেকে, ১৫% সংশ্লিষ্ট গ্রামের উপকারভোগী জনগণ এবং ৫% সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল থেকে প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতিতে স্কিম বাস্তবায়ন করা হলে সরকারের কম টাকায় অনেক বেশি উন্নয়ন করা সম্ভব হয় এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকে মর্মে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। পিআরডিপি-৩ এর আওতায় এ ধরনের ২০২১-২০২২২ অর্থবছরে ৩,৫১৫টি ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারমূলক স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়। ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারমূলক স্কিম বাস্তবায়নের সংখ্যা ১৫,৯৫৭টি।

নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলায় নির্মিত ক্ষুদ্র স্কিম
(কাঠের ব্রিজ)

ফরিদপুর জেলার বোয়ালখালী উপজেলায় নির্মিত ক্ষুদ্র স্কিম
(মাদ্রাসার অজুখানা)

৩.৯ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

বিআরডিবিভুক্ত সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, পশুপাখির টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনামূলক কর্মকাণ্ড।

সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি :

(লক্ষ টি)

বৃক্ষরোপণ		জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন		উন্নত চুল্লী স্থাপন		পশুপাখির টিকাদান		মাছের পোনা বিতরণ		নারকেলের চারা রোপণ	
২০২১-২০২২	ভিআরডিবি	২০২১-২০২২	ভিআরডিবি	২০২১-২০২২	ভিআরডিবি	২০২১-২০২২	ভিআরডিবি	২০২১-২০২২	ভিআরডিবি	২০২১-২০২২	ভিআরডিবি
১.১০	২০.৪৯৪.৭২	০.১২	০.৭৮	০.২০২	০.৯৪	৪০.১৭	৩৭৮.৫৮	৫০.০৩	১,২৮৩.৯১	০.০১	১৮১.৯৯

৩.১০ নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি

বিআরডিবি সরকারের পল্লী উন্নয়ন কৌশলের সাথে সংগতি রেখে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় মহিলা সমিতি গড়ে তোলা, প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান, পুঁজি গঠন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, প্রযুক্তি হস্তান্তর, নারী ক্ষমতায়ন, উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহযোগিতা করে আসছে। নারীদের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং তাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম ফ্লাগশিপ প্রোগ্রামের আওতায় বিআরডিবি ১৯৭৫ সালে দেশের ১৩০টি উপজেলায় মহিলা

উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে। বাংলার সুবিধাবঞ্চিত, অসহায়, দুস্থ, বিধবা, এতিম, দরিদ্র, বিত্তহীন নারীদের দলভুক্ত করে তাদের প্রশিক্ষণ, পুঁজি গঠনে সহায়তা, ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে উপার্জনমুখী নানা কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হয়। বিআরডিবির মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সাথে নারী স্বাস্থ্য শিক্ষা, মাতৃকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা, বাল্যবিবাহ রোধ, নারী নির্যাতন রোধ, যৌতুক প্রথা নির্মূল ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিআরডিবি জুন/২০২২ পর্যন্ত মহিলা সংগঠন ৭৮,৫৩৪টি, সদস্য ২১,৭১,৩৮৫ জন, শেয়ার জমা ৪,৫০৯.৫৫ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় জমা ৩৩,৫৮১.২৮ লক্ষ টাকা, প্রশিক্ষণ ৩৮,২৮,১৮৫ জন এবং ১২,৭৩,৬৬৮.০৮ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করে। ১৯৭৫ সাল থেকে নারীদের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সমন্বিত মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে। পরবর্তীকালে মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ নামে নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া বিআরডিবি'র আওতাধীন অন্যান্য প্রকল্প ও কর্মসূচিতেও নারীদের অগ্রধিকার দেওয়া হচ্ছে। পূর্বের ন্যায় বর্তমানেও গ্রামীণ নারীদের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম যেমন- শাকসব্জি চাষ, ফলফুলের চাষ, কাপড় সেলাই, দর্জি বিদ্যা, নকশা, বাটিক, বুটিক, এম্ব্রয়ডারি, নকশি কাঁথা, বাঁশ ও বেতের কাজ, পশুপাখি পালন, মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প, চিড়ামুড়ি ভাজা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন, কম্পিউটার চালনা ইত্যাদি কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করছে।

বিআরডিবি'র গ্রামীণ নারীদের সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলে অন্তর্ভুক্ত করে গ্রাম, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বর্তমান সরকারের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণে বিআরডিবি মুখ্য ভুমিকা পালন করছে। বিআরডিবিভুক্ত নারী নেত্রীগণ স্থানীয় সরকারের অধিকাংশ পদে নির্বাচিত হয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিআরডিবি'র এসকল কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা কর্মমুখী, আত্মনির্ভরশীল এবং পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৩.১১ ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বিআরডিবি

(ক) ভিডিও কনফারেন্সিং/ভার্চুয়াল সভা

বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম এর মাধ্যমে সদর দপ্তর থেকে উপজেলা, জেলা, প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে আলোচনা, মাসিক সমন্বয় সভায় যুক্ত হওয়া, প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা এবং পল্লী এলাকার সুবিধাভোগীদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় করা হচ্ছে। বর্তমানে এ জুম অ্যাপ ব্যবহারের লক্ষ্যে লাইসেন্স আইডি ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভিডিও কনফারেন্সিং/ভার্চুয়াল সভা

(খ) দাপ্তরিক ওয়েবসাইট

বিআরডিবি জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়েছে এবং নিয়মিত তথ্য বাতায়নে আপডেট করা হচ্ছে। বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত সকল জেলা ও উপজেলা দপ্তর জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি বিআরডিটিআই জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়েছে। এ ওয়েবসাইটের সেবাবক্সসমূহের যাবতীয় তথ্যাদি নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে।

বিআরডিবি'র দাপ্তরিক ওয়েবসাইট

গ) পার্সোনাল ডাটাশিট (পিডিএস)

বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরিকালীন সকল রেকর্ড সংরক্ষণের লক্ষ্যে অনলাইন পিডিএস সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকরিসংক্রান্ত রেকর্ড বুক হিসেবে পিডিএস কাজ করবে। এর মাধ্যমে প্রশাসন বিভাগ সহজে দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে মানবসম্পদ কার্য সম্পাদন করতে পারছে।

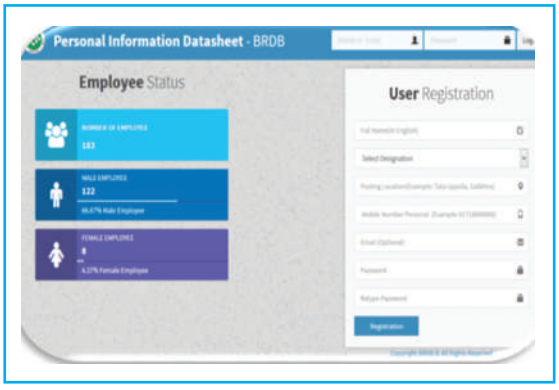

বিআরডিবি পার্সোনাল ডাটা শিট (পিডিএস)

(ঘ) ই-নথি

সদর দপ্তরের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে ই-নথি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। দাপ্তরিক কাজে ই-নথি ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সময়ে দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপনা

(ঙ) দাপ্তরিক ওয়েবমেইল

বিআরডিবি সদর দপ্তরসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের বিপরীতে ৭৫০টির বেশি দাপ্তরিক ওয়েবমেইল চালু রয়েছে। দাপ্তরিক ওয়েবমেইল ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

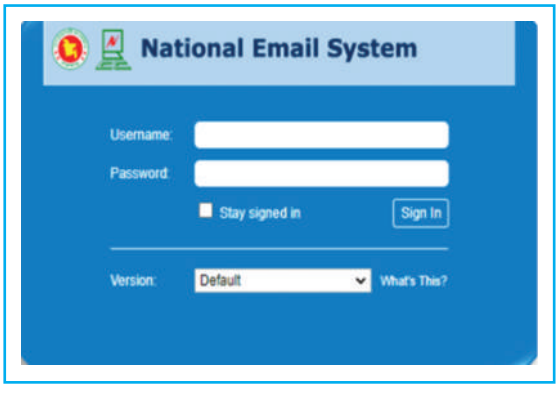

বিআরডিবি ওয়েবমেইল

(চ) ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম সিস্টেম

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক "ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম সিস্টেম" নামে একটি সেন্ট্রাল সফটওয়্যার কার্যক্রম চলমান। চাহিদা অনুযায়ী সকল প্রকার ডকুমেন্ট সরবরাহসহ সঠিক সহযোগিতা করা হচ্ছে।

(ছ) ডিজিটাল সেবা

ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিআরডিবি সদর দপ্তরে ব্যবহারের জন্য "কম্পিউটার/আইসিটি সরঞ্জাম মেরামত চাহিদা ফরম" নামে একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সদর দপ্তরের যেকোনো শাখা থেকে প্রয়োজনীয় কম্পিউটার/আইসিটি সরঞ্জাম মেরামতের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা যাবে।

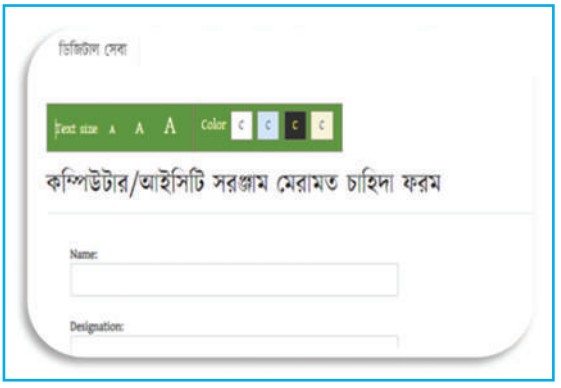

ডিজিটাল সেবা

(জ) ই-জিপি

প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর নির্মাণ শাখার মাধ্যমে ই-জিপি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ই-জিপি

(ঝ) ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস

বিআরডিবি সদর দপ্তরের সকল বিভাগ/অনুবিভাগ/শাখা এ দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে ইন্টারনেট সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা সমাধানের জন্য একটি বিকল্প ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে।

(ঞ) সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার

বিআরডিবি সদর দপ্তরের জন্য অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ, টুইটার পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল খোলা হয়েছে এবং বিআরডিবি'র সকল জেলা দপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের জন্য অফিশিয়াল পেজ খোলা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে নির্দেশনাসমূহ এই মাধ্যমে আপলোড করা হচ্ছে।

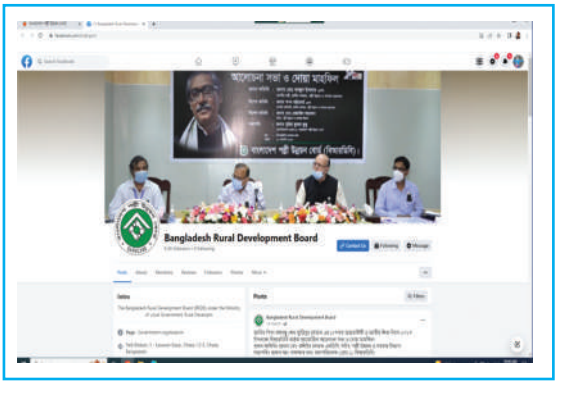

বিআরডিবি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার

চতুর্থ অধ্যায়

২০২১-২২ অর্থবছরে বিআরডিবি'র বিশেষ কার্যক্রম

৪.১ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক প্রদান অনুষ্ঠান-২০২১
৪.২ পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী উদ্বোধন

৪.১ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক প্রদান অনুষ্ঠান-২০২১

কাজের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান ও সম্মাননা জ্ঞাপন সবসময়ই একজন সৃজনশীল উদ্যোগী মানুষকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে এবং আরও ভালো কাজের উদ্যোগী করে তোলে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রণীত জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক নীতিমালা ২০১২ অনুসারে প্রতিবছর ১০টি ক্যাটাগরিতে এ পদক প্রদান করা হয়। বিগত ২০১২ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ০৭ বছর সময়কালে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদকপ্রাপ্ত ৬২ জনকে পদক ও সনদ বিতরণ করা হয়। প্রথমবারের মতো বিআরডিবি'র সার্বিক সহায়তায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উদ্যোগে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হলো জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক প্রদান অনুষ্ঠান-২০২১। বিগত ৩১ অক্টোবর, ২০২১ রোজ রবিবার সকাল ১০ ঘটিকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকায় এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি। পল্লী পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি। অনুষ্ঠানে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পল্লী উন্নয়ন পদক প্রদান অনুষ্ঠান

পুরস্কারের শ্রেণিবিভাগ

১। পল্লী উন্নয়নে সফল উদ্যোগ;
২। পল্লী সংগঠনভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণের সফল ব্যবহার;
৩। পল্লী উন্নয়নে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ সুরক্ষায় অবদান;
৪। দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি ও ব্যবহার;
৫। স্থানীয়ভাবে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ;
৬। সংগঠনভিত্তিক মাইক্রো সেভিংস-এর অনুশীলন বৃদ্ধিকরণ ও পুঁজি গঠন;
৭। নারী উন্নয়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ (শুধু নারী উদ্যোক্তাদের জন্য);
৮। পল্লী উন্নয়ন ও প্রায়োগিক গবেষণায় বিশেষ অবদান;
৯। কর্মকতা-কর্মচারী কর্তৃক ব্যতিক্রমধর্মী, উল্লেখযোগ্য ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন;
১০। পল্লী উন্নয়নে সফল নেতৃত্ব।

পুরস্কারের ধরন ও প্রকৃতি

২২ ক্যারেটের ১০ গ্রাম ওজনের স্বর্ণপদকসহ একটি সম্মাননাপত্র। পুরস্কারের সংখ্যা অনধিক ১০টি।

২০১২ সালের জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদকপ্রাপ্তদের নামের তালিকা :

ক্রম	নাম	ক্যাটাগরি
১	জনাব মোঃ জয়নাল আবেদিন, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ।	পল্লী সফল উদ্যোগ (শ্রেণি-১)
২	কলারোয়া উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিমিটেড কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	পল্লী সংগঠনভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণের সফল ব্যবহার (শ্রেণি-২)
৩	সিংগার ডাবরীহাট বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড রাজারহাট, কুড়িগ্রাম।	সংগঠনভিত্তিক মাইক্রো সেভিংস-এর অনুশীলন বৃদ্ধিকরণ ও পুঁজি গঠন (শ্রেণি-৬)
৪	মোছাঃ ফাতেমা খাতুন লতা, বাঘা, রাজশাহী।	নারী উন্নয়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ (শ্রেণি-৭)
৫	পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) বগুড়া।	পল্লী উন্নয়ন ও প্রায়োগিক গবেষণায় বিশেষ অবদান (শ্রেণি-৮)
৬	জনাব এম. এম. মোতালেব হোসেন, পরিদর্শক, শ্যামনগর ইউসিসিএ লি., সাতক্ষীরা।	কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক ব্যতিক্রমধর্মী উল্লেখযোগ্য ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন (শ্রেণি-৯)
৭	অ্যাডভোকেট মোঃ রহমত আলী, এমপি, শ্রীপুর, গাজীপুর।	পল্লী উন্নয়নে সফল নেতৃত্ব (শ্রেণি-১০)

২০১৩ সালের জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদকপ্রাপ্তদের নামের তালিকা :

ক্রম	নাম	ক্যাটাগরি
৮	জনাব মোঃ আরব আলী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।	পল্লী সফল উদ্যোগ (শ্রেণি-১)
৯	রূপসা উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিমিটেড, রূপসা, খুলনা।	পল্লী সংগঠনভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণের সফল ব্যবহার (শ্রেণি-২)
১০	গান্ধী আশ্রম ট্রাষ্ট, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী।	দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি ও ব্যবহার (শ্রেণি-৪)
১১	জনাব রেবা রানী মোদক, কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা।	স্থানীয়ভাবে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ (শ্রেণি-৫)
১২	কংশ নারায়ণ কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর।	সংগঠনভিত্তিক মাইক্রো সেভিংস-এর অনুশীলন বৃদ্ধিকরণ ও পুঁজি গঠন (শ্রেণি-৬)
১৩	জনাব সালমা পারভেজ, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।	নারী উন্নয়নে যথাযথ উদ্দোগ গ্রহণ (শ্রেণি-৭)
১৪	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা।	পল্লী উন্নয়ন ও প্রায়োগিক গবেষণায় বিশেষ অবদান (শ্রেণি-৮)
১৫	জনাব শাহানারা বেগম, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, অভয়নগর, যশোর।	কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক ব্যতিক্রমধর্মী উল্লেখযোগ্য ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন (শ্রেণি-৯)
১৬	জনাব চন্দ্রিকা ব্যানার্জী, পরিচালক, নকশীকাঁথা মহিলা সংগঠন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।	পল্লী উন্নয়নে সফল নেতৃত্ব (শ্রেণি-১০)

২০১৪ সালের জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদকপ্রাপ্তদের নামের তালিকা :

ক্রম	নাম	ক্যাটাগরি
১৭	কুড়ুলগাছী আদর্শ কৃষক সমবায় সমিতি লি. দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা।	পল্লী সফল উদ্যোগ (শ্রেণি-১)
১৮	শ্যামনগর উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিমিটেড শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।	পল্লী সংগঠনভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণের সফল ব্যবহার (শ্রেণি-২)
১৯	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, শাহাজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।	পল্লী উন্নয়নে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার এবং পরিবেশ সুরক্ষায় অবদান (শ্রেণি-৩)
২০	পাখিমারা দক্ষিণ পাড়া মহিলা সদাবিক দল বকশিগঞ্জ, জামালপুর।	দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি ও ব্যবহার (শ্রেণি-৪)
২১	খোসাল সিকদার কান্দি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি, জাজিরা, শরীয়তপুর।	সংগঠনভিত্তিক মাইক্রো সেভিংস-এর অনুশীলন বৃদ্ধিকরণ ও পুঁজি গঠন (শ্রেণি-৬)
২২	জনাব সেলিনা আক্তার, ভালুকা, ময়মনসিংহ।	নারী উন্নয়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ (শ্রেণি-৭)
২৩	জনাব শ্রী গৌরদাস বিশ্বাস, বটিয়াঘাটা, খুলনা।	পল্লী উন্নয়ন ও প্রায়োগিক গবেষণায় বিশেষ অবদান (শ্রেণি-৮)
২৪	জনাব ড. এ. কে. এম জাকারিয়া (প্রাক্তন পরিচালক) পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া।	কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক ব্যতিক্রমধর্মী উল্লেখযোগ্য ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন (শ্রেণি-৯)
২৫	জনাব মোঃ আব্দুল গফুর গাজী, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	পল্লী উন্নয়নে সফল নেতৃত্ব (শ্রেণি-১০)

২০১৫ সালের জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদকপ্রাপ্তদের নামের তালিকা :

ক্রম	নাম	ক্যাটাগরি
২৬	জনাব সূর্য শেখর রায় চৌধুরী, মাধবপুর, হবিগঞ্জ।	পল্লী সফল উদ্যোগ (শ্রেণি-১)
২৭	বৈদ্যপাড়া মহিলা সমবায় সমিতি লি. বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।	পল্লী সংগঠনভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণের সফল ব্যবহার (শ্রেণি-২)
২৮	জনাব মোঃ সেলিম আতিক, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ।	পল্লী উন্নয়নে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার এবং পরিবেশ সুরক্ষায় অবদান (শ্রেণি-৩)
২৯	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ বাউফল, পটুয়াখালী।	দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি ও ব্যবহার (শ্রেণি-৪)
৩০	বাজিতপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি লি. ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি।	সংগঠনভিত্তিক মাইক্রো সেভিংস-এর অনুশীলন বৃদ্ধিকরণ ও পুঁজি গঠন (শ্রেণি-৬)
৩১	উপজেলা কেন্দ্রীয় মহিলা উন্নয়ন সমিতি গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	নারী উন্নয়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ (শ্রেণি-৭)
৩২	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, প্রাক্তন পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা।	পল্লী উন্নয়ন ও প্রায়োগিক গবেষণায় বিশেষ অবদান (শ্রেণি-৮)
৩৩	জনাব শরীফ আব্দুল আহাদ, ইউনিয়ন উন্নয়ন কর্মকর্তা, (পিআরডিপি), বাবুগঞ্জ, বরিশাল।	কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক ব্যতিক্রমধর্মী উল্লেখযোগ্য ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন (শ্রেণি-৯)
৩৪	জনাব মোঃ রওশান আলী মোড়ল, অভয়নগর, যশোর।	পল্লী উন্নয়নে সফল নেতৃত্ব। (শ্রেণি-১০)

২০১৬ সালের জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদকপ্রাপ্তদের নামের তালিকা :

ক্রম	নাম	ক্যাটাগরি
৩৫	জনাব খন্দকার আব্দুর রহিম, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	পল্লী সফল উদ্যোগ (শ্রেণি-১)
৩৬	জয়পুর কৃষি সমবায় সমিতি লি. লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর।	পল্লী সংগঠনভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণের সফল ব্যবহার (শ্রেণি-২)
৩৭	মোছাঃ আঞ্জুমান আরা বেগম, অভয়নগর, যশোর।	পল্লী উন্নয়নে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার এবং পরিবেশ সুরক্ষায় অবদান (শ্রেণি-৩)
৩৮	মেগচামী মধ্যপাড়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি. মধুখালী, ফরিদপুর।	দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি ও ব্যবহার (শ্রেণি-৪)
৩৯	পাইকগাছা ইউসিসিএ লি. পাইকগাছা, খুলনা।	সংগঠনভিত্তিক মাইক্রো সেভিংস-এর অনুশীলন বৃদ্ধিকরণ ও পুঁজি গঠন (শ্রেণি-৬)
৪০	জনাব জাহানারা আখতার, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর।	নারী উন্নয়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ (শ্রেণি-৭)
৪১	জনাব আবু রেজা মাহাবুবুল হক, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।	পল্লী উন্নয়ন ও প্রায়োগিক গবেষণায় বিশেষ অবদান (শ্রেণি-৮)
৪২	জনাব মোঃ আবুজাফর রিপন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।	কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক ব্যতিক্রমধর্মী উল্লেখযোগ্য ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন শ্রেণি-৯:
৪৩	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, টঙ্গী, গাজীপুর।	পল্লী উন্নয়নে সফল নেতৃত্ব (শ্রেণি-১০)

২০১৭ সালের জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদকপ্রাপ্তদের নামের তালিকা :

ক্রম	নাম	ক্যাটাগরি
৪৪	সাতক্ষীরা সদর উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিমিটেড, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।	পল্লী সফল উদ্যোগ (শ্রেণি-১)
৪৫	মহারাজপুর কৃষক সমবায় সমিতি লিমিটেড, ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ।	পল্লী সংগঠনভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণের সফল ব্যবহার (শ্রেণি-২)
৪৬	জনাব অর্চনা দে, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।	পল্লী উন্নয়নে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার এবং পরিবেশ সুরক্ষায় অবদান (শ্রেণি-৩)
৪৭	বড়ইবাড়ী মহিলা সমবায় সমিতি লি., কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি ও ব্যবহার (শ্রেণি-৪)
৪৮	গোল্ডেন হারভেস্ট ডেইরি লিমিটেড, গোয়াইনঘাট, সিলেট।	স্থানীয়ভাবে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ (শ্রেণি-৫)
৪৯	হাড়িনাল দক্ষিণ মহিলা উন্নয়ন সমিতি, গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	সংগঠনভিত্তিক মাইক্রো সেভিংস-এর অনুশীলন বৃদ্ধিকরণ ও পুঁজি গঠন (শ্রেণি-৬)
৫০	জনাব রোকসনা ইয়াসমিন, বরিশাল সদর, বরিশাল।	নারী উন্নয়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ (শ্রেণি-৭)
৫১	মোছাঃ জিলুফা সুলতানা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তারাগঞ্জ, রংপুর।	কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক ব্যতিক্রমধর্মী উল্লেখযোগ্য ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন (শ্রেণি-৯)
৫২	জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান খান, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	পল্লী উন্নয়নে সফল নেতৃত্ব (শ্রেণি-১০)

২০১৮ সালের জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদকপ্রাপ্তদের নামের তালিকা :

ক্রম	নাম	ক্যাটাগরি
৫৩	স্বনির্ভর নাটোর ইউসিসিএ লিমিটেড, নাটোর সদর, নাটোর।	পল্লী সফল উদ্যোগ (শ্রেণি-১)
৫৪	হাড়িখালী অবদারপার কৃষক সমবায় সমিতি লিমিটেড, তেরখাদা, খুলনা।	পল্লী সংগঠনভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণের সফল ব্যবহার (শ্রেণি-২)
৫৫	জনাব মোঃ আবদুল গণি, কচুয়া, চাঁদপুর।	পল্লী উন্নয়নে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার এবং পরিবেশ সুরক্ষায় অবদান (শ্রেণি-৩)
৫৬	জামালপুর ডিজঅ্যাবল্ড পিপলস্ অর্গানাইজেশন টু ডেভেলপমেন্ট, মধ্যদরিয়াবাদ, ইসলামপুর, জামালপুর।	দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি ও ব্যবহার (শ্রেণি-৪)
৫৭	জনাব বিউটি রানী ঘোষ, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর।	স্থানীয়ভাবে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ (শ্রেণি-৫)
৫৮	কামারালি পল্লী উন্নয়ন সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিমিটেড, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	সংগঠনভিত্তিক মাইক্রো সেভিংস-এর অনুশীলন বৃদ্ধিকরণ ও পুঁজি গঠন (শ্রেণি-৬)
৫৯	জনাব মলিনা রানী দত্ত, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।	নারী উন্নয়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ (শ্রেণি-৭)
৬০	জনাব আব্দুল্লাহ আল সাঈদ, ঝিকরগাছা, যশোর।	পল্লী উন্নয়ন ও প্রায়োগিক গবেষণায় বিশেষ অবদান (শ্রেণি-৮)
৬১	জনাব রবিউল ইসলাম (মিরাজ), পরিদর্শক, ইন্দুরকানী ইউসিসিএ লিমিটেড, পিরোজপুর।	কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক ব্যতিক্রমধর্মী উল্লেখযোগ্য ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন শ্রেণি-৯:
৬২	অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ, এমপি, চান্দিনা, কুমিল্লা।	পল্লী উন্নয়নে সফল নেতৃত্ব (শ্রেণি-১০)

জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক প্রদান ২০২১

৪.২ পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী উদ্বোধন

বাংলাদেশ একটি পল্লী প্রধান দেশ। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ৬২.৮ ভাগ পল্লীতে বসবাস করে। রূপকল্প ২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা 'উন্নত বাংলাদেশ' বিনির্মাণ ও পল্লীর এ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সুসম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে উন্নত পল্লী গঠন অন্যতম পূর্বশর্ত। পল্লীতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার, পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের সুসংহত বিপণন ব্যবস্থা উন্নত পল্লী গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সুসংগঠিত উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর আওতায় "জীবিকায়ন শিল্প পল্লী" গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পল্লী পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, বহুমুখীকরণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজার সম্প্রসারণ ইত্যাদি কার্যক্রমের সমাহারে জীবিকায়ন শিল্প পল্লী সামগ্রিক পল্লী উন্নয়নে নবযুগের সূচনা করবে। এ লক্ষ্যে যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলায় পরিত্যক্ত টায়ার-টিউব থেকে উৎপাদিত পণ্যের বিকাশ সাধনের জন্য "বিআরডিবি জীবিকায়ন পল্লী" ০১/০৪/২০২২ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মশিউর রহমান, এনডিসি, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এর মহাপরিচালক জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু (গ্রেড-১) এবং পরিচালনা করেন পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর প্রকল্প পরিচালক জনাব আলমগীর হোসেন আল নেওয়াজ। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ, স্থানীয় রাজনৈতিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী বলেন বিআরডিবি'র মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সারা দেশে ১০০০টি জীবিকায়ন শিল্প পল্লী প্রতিষ্ঠা করা হবে। শুধু পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর আওতায় ১২৮টি জীবিকায়ন শিল্প পল্লী প্রতিষ্ঠা করা হবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। অন্যান্য বক্তাও বিআরডিবি কর্তৃক গৃহীত এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান। এর ফলে সুফলভোগীদের কাছে জীবিকায়নসংক্রান্ত সেবা পৌছানো যেমন সহজ হবে, তেমনি পল্লী পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী অর্থনীতি বেগবান হবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার জীবিকায়ন পল্লী উদ্বোধন

জীবিকায়ন পল্লী :

জীবিকায়ন পল্লী বলতে মূলত পণ্যভিত্তিক পল্লীকে বোঝায়। পণ্যভিত্তিক পল্লী বলতে- একই ভৌগোলক এলাকায় (পাড়া/ছোট গ্রাম) সমভাবাপন্ন ও সমপেশার উপযুক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে একই পণ্য/সেবা উৎপাদন, গুণগত মানোন্নয়ন ও বিপণন ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গঠিত পল্লীকে বোঝায়। উক্ত পল্লীকে বিভিন্ন সহযোগিতার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে "পণ্য ভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী" তে পরিণত করার উদ্যোগ নেয়া হবে। পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী গঠনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পল্লী অর্থনীতির উন্নয়ন। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

- পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধি;
- পল্লী পণ্যের প্রসার;
- পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন শিল্প পল্লী প্রতিষ্ঠা;
- পল্লীতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- পল্লী উদ্যোক্তা উন্নয়ন;
- দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টি।

কার্যক্রম :

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওরিয়েন্টেশন;
- বিআরডিবি'র মাধ্যমে বা স্বতস্ফূর্তভাবে গঠিত জীবিকায়ন পল্লীসমূহ চিহ্নিত করা;
- নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে সহায়তা, উন্নয়ন ও সুসংহতকরণের জন্য জীবিকায়ন পল্লীকে প্রাথমিক তালিকাভুক্ত করা;
- পল্লীসমূহের মধ্য থেকে সম্ভাবনা, সক্ষমতা, অবস্থান, উপযোগিতা, বাজার চাহিদা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের আলোকে বাছাইকৃত জীবিকায়ন পল্লীর অগ্রাধিকার ক্রমানুসারে চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করা;
- তালিকাভুক্ত পল্লী থেকে সক্ষম, প্রতিভাবান, উদ্যোগী, পরিশ্রমী ও আগ্রহী পুরুষ/মহিলা সদস্য বাছাই করা;
- বাছাইকৃত সদস্যদের জরিপ ফরম ও আবেদন ফরমে আবেদন (বিজনেস প্ল্যান ও অন্যান্য সংযুক্তিসহ);
- উপজেলায় যাচাই ও প্রক্রিয়াকরণ
- জেলা পর্যায়ে অনুমোদন;
- বেইজলাইন তথ্য এন্ট্রি ও ডাটাবেজ প্রণয়ন;
- ওরিয়েন্টেশন (উপপরিচালক ও ইউআরডিও);
- জীবিকায়ন পল্লী ঘোষণা;
- পণ্যভিত্তিক নিবিড় প্রশিক্ষণ;
- পল্লী ব্যবস্থাপনা (সংগঠন সৃষ্টি);
- ইনপুট সরবরাহ/মূলধন (উদ্যোক্তা ঋণ) সহায়তা;
- প্রযুক্তি, পরামর্শ ও লিংকেজ সহায়তা;
- মনিটরিং;
- মান নিয়ন্ত্রণ, শ্রেণিবিন্যাসকরণ, ব্র্যান্ডিং ও বিপণন সংযোগ স্থাপন;
- ই-নেটওয়ার্কিং (মনিটরিং, উৎপাদন ও মার্কেটিং)
- ই-মার্কেটিং;
- মূল্যায়ন।

পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী গঠন করি
২০৪১-এ উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ি

পঞ্চম অধ্যায়

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)ভুক্ত প্রকল্পসমূহ

বিআরডিবি'র এডিপিভুক্ত প্রকল্প

৫.১ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)

৫.২ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (পিআরডিপি-৩) (২য় সংশোধিত)

৫.৩ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

৫.৪ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় সংশোধিত)

৫.৫ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায়

৫.৬ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের এডিপিভুক্ত প্রকল্প

৫.৭ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায় (বিআরডিবি অংশ)

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'র আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

				২০২১-২০২২ অর্থবছর অগ্রগতি				ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২২ পর্যন্ত)	
ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প মেয়াদ	প্রকল্প বরাদ্দ	মূল এডিপি বরাদ্দ	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	অবমুক্তি	ব্যয়
বিআরডিবি'র এডিপিভুক্ত প্রকল্প									
১।	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায়	এপ্রিল, ২০১৪ - জুন, ২০২৩	১৩,১৪৭.৫৮	১,৫৫২.০০	১,১৫২.০০	১,১৫২.০০	৯১২.৯৪	১৪,১৮৩.৯০	১২,৫০৭.৪৯
২।	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (সংশোধিত)	জুলাই, ২০১৫ - জুন, ২০২৩	২৮,৬৬২.৯৭	৬,০০০.০০	৩,৮০০.০০	৩,৮০০.০০	৩,৭৯৬.২০	১৮,৫৮৭.৫২	১৮,২৮০.২৬
৩।	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চমূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	জানুয়ারি, ২০১৯ -ডিসেম্বর, ২০২৩	২৩,৭৩০.০০	৬,৯৫৬.০০	৬,৯৫৬.০০	৬,৯৫৬.০০	৬,৯৩০.৯৬	১৩,৯৩২.৫০	১৩,৮৬১.১৯
৪।	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (সংশোধিত)	জানুয়ারি, ২০১৮ -জুন, ২০২৩	৫,০৯৪.০০	১,১৭৯.০০	১,১৭৯.০০	১,১৭৯.০০	১,১৭৮.৯০	৪,২৯৩.২৬	৪,১৭২.১২
৫।	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প-২য় পর্যায়	জুলাই, ২০২১ - জুন, ২০২৬	৩৮,৫৮৯.৯৩	৩,৭৫২.০০	৩,৩১২.০০	৩,২৬২.১১	৩,২৬১.১৩	৩,২৬২.১১	৩,২৬১.১৩
৬।	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়	জুলাই, ২০২১ - জুন, ২০২৬	৯২,৮৮৮.২৯	২৮,৪৫৬.০০	২৮,৪৫৬.০০	২৮,৪৫৬.০০	২৭,৮৭০.৯৭	২৮,৪৫৬.০০	২৭,৮৭০.৯৭
বিআরডিবি'র এডিপিভুক্ত প্রকল্প									
৭।	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডি-পি-৩য় পর্যায়)-বিআরডিবি অংশ	জানুয়ারি, ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২৩	৮,৫৯৩.০৬	১,২৮৩.৯৪	১,২৮৩.৯৪	১,২৮৩.৯৩	১,১০০.৩৮	৩,১০৫.৩৭	২,৫৭৮.৯৮

৫.১ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)

প্রাক্কলিত ব্যয় : ১,৩১,৪৭.৫৮ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎস : জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ : এপ্রিল/২০১৪ - জুন/২০২৩
প্রকল্প এলাকা : রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার ৩৫টি উপজেলা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য : উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের আলোকে আঞ্চলিক উন্নয়ন বৈষম্য নিরসনকল্পে প্রকল্প এলাকার অতি দরিদ্র সহায়-সম্বলহীন মহিলা ও পুরষদেরকে হাতে-কলমে ট্রেডভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। প্রকল্পটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

ক) প্রকল্প এলাকার দারিদ্র্য নিরসন।
খ) উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সকল মৌসুমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
গ) আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যম উৎপাদন বৃদ্ধি।
ঘ) দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি।
ঙ) গরিব উৎপাদনকারীদের তৈরি পণ্য বাজারজাতকরণে সুবিধা সৃষ্টি।
চ) দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় পিছিয়ে থাকা আঞ্চলিক উন্নয়ন বৈষম্য নিরসন।
ছ) স্থানীয় সম্পদ ও জনশক্তিকে অকৃষি অন্যান্য কার্যক্রমে নিয়োজিতকরণ।

উদকনিক প্রকল্পের আওতায় সেলাই প্রশিক্ষণ, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২১-২০২২ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
১৩,১৪৭.৫৮	১,১৫২.০০	৫২.০০	৯১২.৯৪	৭৯%	৭৯%	১৪,১৮৩.৯০	১২,৫০৭.৪৯

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্র. নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২০২২)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২১-২০২২)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	দল গঠন (টি)	৬২৫	২৫	২০	৬২০
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১০,০০০	১,২২০	৮২০	৯১০০
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	০	২০.০০	১৭.৬৮	১২২.০৩
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৩৮,৬৪০	৮৬০	৮৪৬	৩৭,৮০০
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১,১০০.০০	০	০	১,১০০.০০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	০	১৬৪.৯৫	৮৫.০৩	১,০১৮.০৮

৫.২ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (পিআরডিপি-৩) (২য় সংশোধিত)

প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৮,৬৬২.৯৭ লক্ষ টাকা (জিওবি-২৩৬৩৩.৪৭ লক্ষ এবং নিজস্ব তহবিল-ইউনিয়ন পরিষদ ও সুবিধাভোগী ৫,০২৯.৫০ লক্ষ টাকা)

অর্থের উৎস : জিওবি

প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই/২০১৫ - জুন/২০২৩

প্রকল্প এলাকা: ৬৪টি জেলার ২১৫টি উপজেলার ৬৫০টি ইউনিয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

ক) জন অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও জনগণের চাহিদাভিত্তিক জাতিগঠনমূলক বিভাগসমূহের সেবা নিশ্চিত করা, সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে Horizontal লিংকেজ এবং গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে Vertical লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে টেকসই পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

খ) গ্রাম উন্নয়নের সম্পৃক্ত সকলের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

গ) গ্রামবাসীর চাহিদা অনুসারে উন্নয়নমূলক সেবা প্রদান ও প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।

ঘ) গ্রামবাসীগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

ঙ) জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

চ) সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সকল সেবা ও সহায়তা সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করা।

ছ) গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা।

জ) ইউনিয়ন পরিষদকে One Stop Service Delivery Station হিসেবে পরিণত করা।

ঝ) উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র স্কিম নির্মাণ

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২১-২০২২ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
২৮,৬৬২.৯৭	৩,৮০০.০০	৩,৮০০.০০	৩,৭৯৬.০০	৯৯%	৯৯%	১৮,৫৮৭.৫২	১৮,২৮০.২৬

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২০২২)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২১-২০২২)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (টি)	৫,৮৫০	৬৪৮	৬৪৮	৬,৪৯৮
২	গ্রাম উন্নয়ন কমিটি সভা (টি)	৩,১৫,৮৩৫	৬৩,১৮০	৬৩,১৮০	২,৭৪,৬৭৭
৩	ইউনিয়ন উন্নয়ন কমিটি (টি)	৬৫০	০	০	৬৫০
৪	ইউনিয়ন উন্নয়ন কমিটি সভা (টি)	৩৮,১৯৬	৬,৫০৪	৬,৫০৪	৩১,৭০০
৫	ভিডিসি স্কিম (টি)	১৭,৭১৬	৩,৫১৫	৩,৫১৫	১৫,৯৫৭
৬	প্রশিক্ষণ (জন)	৬,৪৩,৭১২	৫০,৪৯০	৫০,৪৯০	৪,২৬,২৯০

৫.৩ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫০,৯৪.০০ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎস : জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি/২০১৮ - জুন/২০২৩
প্রকল্প এলাকা : গাইবান্ধা জেলার ৭টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে- মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে-

ক) ৫৩৯টি পল্লী উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার ১৮,৬০০ জন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

খ) বৈশ্বিক করোনা মহামারির (কোভিড-১৯) কারণে কর্ম হারানো বেকার ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

গ) গাইবান্ধা জেলার ৭টি উপজেলার ৮২টি ইউনিয়নের গরিব সুফলভোগীর আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি সাধন।

ঘ) অভীষ্ট সুফলভোগীকে আয়বর্ধনমূলক আইজিএভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ।

ঙ) কর্মসংস্থান ও নতুন পেশা সৃষ্টির লক্ষ্যে অকৃষি কার্যক্রম বিকশিতকরণ।

চ) পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়ন।

ছ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা করা।

জ) নদী ভাঙনকবলিত ও চরাঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

ঝ) এক পল্লী এক পণ্য ভিত্তিতে পণ্যভিত্তিক পল্লী স্থাপন ও সম্প্রসারণ।

উপকারভোগীদের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২১-২০২২ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৫,০৯৪.০০	১,১৭৯.০০	১,১৭৯.০০	১,১৭৮.৯০	৯৯%	৯৯%	৪,২৯৩.২৬	৪,১৭২.১২

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২০২২)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২১-২০২২)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৫৩৯	৪০	৪০	৪৯৫
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১৮,৬০০	১৫০০	১,৫৭০	১৭,৩৭০
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকা)	০	১০০.০০	১০০.০৭	৩১০.৮৩
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	১৮,৬০০	-	২,০০০	১৭,৩৫০
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকা)	২,৬২৮.০০	৮৪৯.১২	১,০৮৮.৪৫	২,৭৬৭.৩৫
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	০	৮০০.০০	৮১৩.৬৭	১,৫২৫.০৫

৫.৪ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় সংশোধিত)

প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৩,৭৩০.০০ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎস : জিওবি

প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি/২০১৯ থেকে ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকা : ৬৪ জেলার ২৫৬টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় ডাল, তেল ও মসলাজাতীয় অপ্রধান শস্য উৎপাদনের প্রসার ঘটানো ও পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং অপ্রধান শস্যের আমদানি নির্ভরতা হ্রাসকরণ। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে-

ক) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী কৃষক বিশেষত মহিলাদের সংগঠিত করা ও অপ্রধান শস্য চাষে উদ্বুদ্ধকরণ।

খ) সদস্যদের নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

গ) অপ্রধান শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান।

ঘ) অপ্রধান শস্য আমদানি নির্ভরতা কমানো, আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।

ঙ) অপ্রধান শস্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনে সহায়তা প্রদান।

শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজেলায় মরিচের প্রদর্শনী প্লট

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২১-২০২২ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
২৩,৭৩০.০০	৬,৯৫৬.০০	৬,৯৫৬.০০	৬,৯৩০.৯৬	৯৯%	৯৯%	১৪,২৩২.৫০	১৩,৮৬১.১৮

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২০২২)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২১-২০২২)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সুবিধাভোগী নির্বাচন (জন)	২,৭০,০০০	৫১,২০০	৫১,২০০	২,৯৯,৭১০
২	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৭,৬৮০	১,২৮০	১,২৮০	৭,৫১৫
৩	সদস্য ভর্তি (জন)	২,৭০,০০০	৩৩,৭৬০	৩০,৬৮৮	১,৭৮,৫৮৬
৪	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকা)	৩,২৪০.০০	৯০০.০০	৮৯৭.৮৮	১,৭৪০.০৯
৫	প্রশিক্ষণ (জন)	৬০,৯০০	২৯,১৪০	২৯,০৮৪	৫১,২৩৩
৬	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকা)	১১,৪৬১.০০	৬,২০০.০০	৬,৬১২.৭০	১১,০৮০.৮৪

৫.৫ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায়

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৪৬,৫৫.০৭ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎস : জিওবি

প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি/২০২১ থেকে জুন/২০২৬ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকা : ১৭ জেলার ৫৯টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও বেকার মহিলাদের দারিদ্র্য হ্রাস এবং কিশোরীদের সঞ্চয়ে উৎসাহিতকরণসহ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়ন। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

ক) প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তাপ্রাপ্ত সুফলভোগী সদস্যদের বার্ষিক গড় মাথাপিছু আয় জুন, ২০২৬ সালের মধ্যে ১০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধিকরণ।

খ) জুন, ২০২৬ সালের মধ্যে মহিলা সুফলভোগী সদস্যদের গড় মাথাপিছু ৩০০০.০০ টাকা এবং স্কুলগামী কিশোরীদের গড় মাথাপিছু ৫০০০.০০ টাকার সঞ্চয় তহবিল সৃষ্টি করা।

গ) সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সঞ্চয় প্রণোদনা প্রদানের মাধমে প্রকল্পভুক্ত স্কুলগামী কিশোরীদের শতভাগ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধকরণ।

ঘ) ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধিসহ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের উপকারভোগীদের সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২১-২০২২ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৩৪,৬৫৫.০৭	৩,৩১২.০০	৩,২৬২.১১	৩,২৬১.১৩	৯৮%	৯৯%	৩,২৬২.১১	৩,২৬১.১৩

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২০২২)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২১-২০২২)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৪,৮৩৮	৩১৮	৩২৯	৩২৯
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১,২৯,৮০০	১৫,৮০০	১৭,৩৯৪	১৭,৩৯৪
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকা)	৪,৬৫৬.০০	৩৭০.৮০	৪৬২.৫০	৪৬২.৫০
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৪৪,৫৪০	৮,৫৫০	৮,৫৫০	৮,৫৫০
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকা)	১৭,৪১০.০০	১,৯০৭.৭৪	১,৯০৭.৭৪	১,৯০৭.৭৪

৫.৬ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯২৮,৮৮.২৯ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎস : জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি/২০২১ থেকে জুন/২০২৬ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা : ৪৮টি জেলার ২২০ উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

ক) দরিদ্র মহিলা ও পুরুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সক্রিয় সংগঠন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা।

খ) সংগঠিত উপকারভোগীদের সচেতনতা ও উপযুক্ত জীবিকায়নের মাধ্যমে আয়বর্ধন, সক্ষমতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

গ) কোভিড-১৯ এর কারণে বিদেশফেরত কর্মহীন শ্রমিকদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণোত্তর পুনর্বাসন।

ঘ) সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে বিপণন সংযোগ স্থাপন এবং ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ। এবং

ঙ) টেকসই পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত ২২০টি উপজেলা ও পল্লী উন্নয়ন দলকে সার্বিক জীবিকায়নের মাধ্যমে স্বয়ম্ভর ও শক্তিশালীকরণ।

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় উঠান বৈঠকে মহাপরিচালক, বিআরডিবি

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২১-২০২২ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৯২,৮৮৮.২৯	২৮,৪৫৬.০০	২৭,৮৭০.৯৬	২৭,৮৭০.৯৬	৯৭%	১০০%	২৮,৪৫৬.০০	২৭,৮৭০.৯৬

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২০২২)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২১-২০২২)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	২৩,৩৩১	৪,৩০০	৩,৩১৩	৩,৩১৩
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৭,০০,০০০	১,৩৬,০৫৯	৫৬,৭৯০	৫৬,৭৯০
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	১৫,৯১৩.৭৭	২,৪৪০.৩৩	৫৬৭.৮৭	৫৬৭.৮৭
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৩,৩০,০০০	৯৫,১২৭	৯৫,১২৭	৯৫,১২৭
৫	ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকা)	৬৬,০০০.০০	২২,৩১৩.০০	৪,৯৩৮.৭০	৪,৯৩৮.৭০

৫.৭ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায় (বিআরডিবি অংশ)

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮৫,৯৩.০৬ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎস : জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি/২০১৮ থেকে ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা : ২০ জেলার ৪৬টি উপজেলার ২,৮৫০টি গ্রাম।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামভিত্তিক একক সমবায় সংগঠনের আওতায় গ্রামের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণির জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা।

আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

প্রকল্প ব্যয়	২০২১-২০২২ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৮,৫৯৩.০৬	১,২৮৩.৯৪	১,২৮৩.৯৩	১,১০০.৩৮	৮৬%	৮৬%	৩,১০৫.৩৭	২,৫৭৮.৯৮

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২০২২)	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২১-২০২২)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	২,৮৫০	১৫০	১৪৩	২,২৮২
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৪,১২,০০০	২৪,৫০০	১৬,৯৮৮	২,৬৩,৮৯২
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	১৩,৮৮৬.৮০	১,০৭৭.০০	৮১৬.৪৯	৬,৪৮৬.৬৭
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	১,৮৬,৫২৪	২৪,৬৮৭	২৪,৬৩৮	১,১১,৫৫৬
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকা)	৮,৭০৬.৫০	৬৯৬.৭০	৪৬৯.৪৪	৪,৬৮৮.৪২
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	০	০	৩৮৪.০২	৪,৪৫১.১৩

প্রকল্পের উপকারভোগীদের মাঝে প্রশিক্ষণোত্তর উপকরণ ও সনদ বিতরণ

ষষ্ঠ অধ্যায়

চলমান কর্মসূচিসমূহ

৬.১ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহ

৬.১.১ মূল কর্মসূচি
৬.১.২ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি
৬.১.৩ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)
৬.১.৪ পল্লী প্রগতি কর্মসূচি
৬.১.৫ উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)
৬.১.৬ পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)
৬.১.৭ সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)
৬.১.৮ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচি
৬.১.৯ এসএমই কার্যক্রম

৬.২ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি

৬.২.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি
৬.২.২ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচি
৬.২.৩ আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২
৬.২.৪ গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প

৬.১ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহ

৬.১.১ মূল কর্মসূচি

দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতি (প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি) কুমিল্লা মডেল হিসেবে দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত। দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতি সমবায় আইন অনুযায়ী পরিচালিত হলেও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ অনুযায়ী বিআরডিবি দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতি বাস্তবায়নসহ এর যাবতীয় দেখভালের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এগুলোকে বিআরডিবি'র প্রত্যক্ষ সহায়তায় গঠন করা হয়েছে এবং সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। বিআরডিবি প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও ইউসিসিএগুলোর দায়দায়িত্ব নিয়ে সরকার কর্তৃক সকল ইউসিসিএ'র অনুকূলে ঋণসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করে থাকে। দ্বি-স্তর সমবায় আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন মূল কর্মসূচি'র সমবায়ভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমে নিম্নোক্ত তিনটি কর্মসূচি পরিচালিত হয়:

ক) আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচি :

এ কর্মসূচি'র উদ্দেশ্য হচ্ছে ঋণ ব্যবহারের দ্বারা কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাড়তি আয় দ্বারা গ্রামীণ কৃষক পরিবারের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তা করা। ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ১৩,১২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়। পরবর্তীকালে টাঙ্গাইল কৃষি সেচ কর্মসূচি ১৪৫.৯০ লক্ষ টাকা, এএফও ১৭৩.৭২ লক্ষ টাকা এবং সরিষাবাড়ী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২৬.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৩৪৫.৬২ লক্ষ টাকা ইউসিসি'তে একীভূত করা হয়। ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত ভর্তুকির অব্যয়িত অর্থ আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচিতে মোট ৩,২৯৪.৭৪ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে, যা বর্তমানে 'ঘূর্ণায়মান পল্লী উন্নয়ন ঋণ তহবিল' হিসেবে বিভিন্ন ইউসিসিএ'তে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া আরএলএফ প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ৬,৩৪৭.৯৪ লক্ষ টাকা। ফলে বর্তমানে 'ঘূর্ণায়মান পল্লী উন্নয়ন ঋণ তহবিল' ২৫,৫৩৪.০৪ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৬৪ জেলায় আবর্তক (কৃষি) ঋণ বিতরণ হয়েছে ১৬,৬২২.৫১ লক্ষ টাকা ।

খ) ব্যাংক মাধ্যম ঋণ :

ইউসিসিএ/কেএসএস এর ঋণ পরিচালনার জন্য প্রণীত ব্যাংকিং পরিকল্পনা ১৯৮৩ অনুযায়ী সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এর আওতায় স্বল্প মেয়াদী ও মেয়াদী ঋণ কার্যক্রম রয়েছে। স্বল্প মেয়াদী ঋণের আওতায় রোপা, আমন, রবি ফসল খাতে ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৭টি জেলায় সোনালী ব্যাংক অর্থায়নে ফসলী ঋণ (রোপা, আমন, রবি ফসল) খাতে ৪,৮১২.৬৫ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং উপকূলীয় ০৩টি জেলায় (খুলনা, বাগেরহাট এবং সাতক্ষীরা) (চিংড়ী চাষ) ঋণ' খাতে বিতরণ করা হয়েছে ২,৫৯৮.০৩ লক্ষ টাকা।

গ) মূল কর্মসূচির নিজস্ব তহবিল :

বিআরডিবি'র কর্তৃক পরিচালিত ইউসিসিএগুলোকে ব্যাংকঋণের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংকে জমাকৃত নিজস্ব তহবিলের অর্থ স্ব স্ব ইউসিসিএ'র আওতাভুক্ত সমবায়ীদের মধ্যে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়ে থাকে। নিজস্ব তহবিল বলতে সদস্যদের জমাকৃত শেয়ার, সঞ্চয়ের ৭৫% এবং ইউসিসিএ লিঃ এর হিসাবে জমাকৃত দায়বিহীন অন্যান্য তহবিলকে বোঝায়। প্রতিটি উপজেলায় নিজস্ব তহবিলের সর্বোচ্চ ৭৫% পর্যন্ত ঋণ বরাদ্দ করা যায়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩২টি জেলায় ইউসিসিএ'র মূল কর্মসূচির নিজস্ব তহবিল থেকে ৪,৩২৯.৮১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

৬.১.২ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি

গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক তথা সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র আওতায় "গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা জোরদারকরণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প ১৯৭৫ সাল থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৫ পর্যন্ত কানাডিয়ান সিডা ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় প্রথমে ৩০টি এবং পরবর্তীকালে আরও ১০০টিসহ মোট ১৩০টি উপজেলায় সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে জানুয়ারি ১৯৯৬ থেকে জুন ২০০৪ পর্যন্ত রাজস্ব বাজেটের আওতায় নতুন ২২টি উপজেলাসহ মোট ১৫২টি উপজেলায়

"সমন্বিত গ্রামীণ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (সমক)" নামে কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হয়। ইতোমধ্যে ২০০৪ সালে সমাপ্ত প্রকল্পের ১০০ উপজেলার জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়। ১০০টি উপজেলার জনবলের মাধ্যমে প্রথমোক্ত ১৩০টি উপজেলার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয় এবং সর্বশেষে গৃহীত ২২টি উপজেলা থেকে কার্যক্রম প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। বর্তমানে সরেজমিন বিভাগের তত্ত্বাবধানে রাজস্ব বাজেটভুক্ত ১০০টি এবং রাজস্ব বাজেট বহির্ভূত ৩০টি সর্বমোট ১৩০টি উপজেলায় "মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ (মউ)" হিসেবে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মূল উদ্দেশ্য : গ্রামীণ মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, মহিলা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্বের বিকাশ এবং পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলা।

অনুবিভাগের কার্যক্রমসমূহ :

ক) সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিত করা;
খ) গ্রামীণ মহিলাদের নিজস্ব পুঁজি গঠন (শেয়ার ও সঞ্চয় জমা);
গ) জীবিকায়নধর্মী দক্ষতা উন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
ঘ) আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে ঋণ বিতরণ ও আদায়;
ঙ) সামাজিক, স্বাস্থ্যগতসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি;
চ) গ্রামীণ মহিলাদের আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ;
ছ) মহিলা নেতৃত্ব গঠন ও তাদের স্বাবলম্বী করা;
জ) সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ;
ঝ) নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা;
ঞ) অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নারীদের উন্নয়ন।

কার্যক্রম অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)

ঋণ বিতরণ		ঋণ প্রাপ্ত সদস্য (জন)		ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	
বার্ষিক অগ্রগতি (২০২১-২০২২)	ক্রমপুঞ্জিত	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২১-২০২২)	ক্রমপুঞ্জিত	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২১-২০২২)	ক্রমপুঞ্জিত
৭,৩১৪.৮২	১,৬৯,৬০৯.০১	১৫,৫৬৫	৪,৬১,০৩৪	৮,৬৮২.৫২	১,৫৫,৭৪৬.৪৭

৬.১.৩ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)

পল্লীর জনগোষ্ঠীর স্ব-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) ১ম পর্যায়ের কার্যক্রম জুলাই, ১৯৯৩ হতে জুন, ১৯৯৮ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়। সফলতা ও ইতিবাচক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে এ কর্মসূচির ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়ন জুলাই ১৯৯৮ হতে শুরু করে এবং জুন ২০০৫ এ সমাপ্ত হয়। এ কর্মসূচি বর্তমানে দেশের ২২টি জেলায় ১২৩টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য :

১। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দলগতভাবে সংগঠিত করে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
২। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা দানসহ স্থায়ীভাবে তাদের দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যবস্থা করা।
৩। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষম জনশক্তিতে রূপান্তর।
৪। নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার গুণগত পরিবর্তন সাধন।

টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলায় পদাবিকের ঋণ সেবা কার্যক্রম

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২১-২০২২)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	২৫	১৭,৯১৮
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৫,২১৮	৫,৭৭,৪১৩
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৫৮৯.৯৮	১৫,৭৬৩.৬৭
৪	উপকারভোগী প্রশিক্ষণ (জন)	-	১০,৯০,১৮২
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১৪,৩৩৩.৭১	২,৭৮,০৬২.৮৪
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১৩,৯৯৭.৮৯	২,৫৯,৩৫৭.৬৫

৬.১.৪ পল্লী প্রগতি কর্মসূচি

পল্লী প্রগতি প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রকল্প। প্রকল্পটি ইতিপূর্বে "একটি বাড়ী একটি খামার" নামে পরিচিত ছিল। প্রকল্পটি দেশের ৬৪টি জেলায় ৪৭৬টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য :

বিদ্যমান আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ঋণ প্রদান এবং এর মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান ও আয়ের উৎস বৃদ্ধি করা, পল্লী অঞ্চলে প্রাপ্ত ব্যবহারযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবসম্পদ সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন সাধন, নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে কর্মকাণ্ড জোরদারকরণের মাধ্যমে গ্রাম থেকে শহরে অভিগমনের প্রবণতা বন্ধ করা, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন ইস্যুতে অবদান রাখা।

পাবনা জেলার ফরিদপুর উপজেলার প্রকল্পের উপকারভোগী মোঃ রফিকুল ইসলামের মৎস্য খামার

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২১-২০২২)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	দল গঠন (সংখ্যা)	৭৪	৯,৫২৫
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৪,৬৩৯	২,১৬,৭৬০
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৭৬.৪৮	২,৭১৭.৯৪
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৬,৪৪৫.৬০	৯৫,৩৬২.০৪
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৬,৪৭৯.২৪	৮৯,৮৭৫.৪৬
৬	ঋণগ্রহীতা (জন)	১৯,৪৪৯	৫,৬৭,৭১৯
৭	প্রশিক্ষণ (আইজিএ) (জন)	০০	১৯,৭৫৭

৬.১.৫ উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি) যা ১৯৮৬-৮৭ সাল থেকে কাজ করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে মাত্র ০৬টি উপজেলায় কার্যক্রম শুরু হলেও বর্তমানে ০৫টি জেলায় ২৭টি উপজেলায় এর কার্যক্রম বিস্তৃত। ১৯৮৬-৮৭ সাল থেকে ২০০২-২০০৩ সাল পর্যন্ত সিডা ও সরকারি অর্থে পরিচালিত হলেও ২০০৩ সালের ০১ জুলাই থেকে কর্মসূচিটি সম্পূর্ণ নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বৃহত্তর ফরিদপুরের ৫টি জেলার (ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ ও শরীয়তপুর) সকল উপজেলা।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য :

কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো অভীষ্ট জনগোষ্ঠী (বিত্তহীন/ভূমিহীন) যাদের বসতবাড়িসহ জমির পরিমাণ ৫০ শতাংশের বেশি নয়, যারা কায়িক পরিশ্রমী এবং যাদের নির্দিষ্ট আয়ের কোনো উৎস নেই, তাদের অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে সঞ্চয় জমা করে পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা, ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিত্তহীনদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়তা করা।

উঠান বৈঠক, ফলিয়া মধ্যপাড়া মহিলা বিত্তহীন দল, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর

উঠান বৈঠক, ধাতরা পূর্বপাড়া মহিলা বিত্তহীন দল, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২১-২০২২)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	দল গঠন (সংখ্যা)	৪১	১৪,১৪৬
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৬,৬৯৯	৪,৮৬,৮৮২
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১,৭৪০.০৫	২২,০৪৪.১৪
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২৬,৬৮৪.৭৫	৩,৫৭,৫৮২.৭২
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	২৪,৯৫৬.০৫	৩,৩৯,০৫৪.৬৮
৬	স্ল্যাব ল্যাট্রিন স্থাপন (টি)	১,২২৪	৮৯,৯৮৭
৭	হস্ত চালিত নলকূপ বিতরণ (টি)	৩৫২	২২,৬২২

৬.১.৬ পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহযোগিতায় পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প জুলাই/১৯৯৮ থেকে জুন/২০০৭ মেয়াদে দেশের ২৩টি জেলার ১৫২টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার ও ইউবিসিসিএর নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে দেশের ৪২টি জেলার ১৯০টি উপজেলায় প্রকল্প ২য় মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। বর্তমানে এটি কর্মসূচি হিসেবে চলমান।

কর্মসূচি'র উদ্দেশ্য :

ক) বিত্তহীন মহিলা ও পুরুষের সমন্বয়ে সমিতি গঠনের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করে নিজস্ব পুঁজি গঠন।

খ) উপকারভোগীদের সমবায় ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড ও নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম করে তোলা।

গ) বিত্তহীনদের মাঝে আয়বর্ধণমূলক কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণপূর্বক তাদের কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনে সুযোগ সৃষ্টি করা।

ঘ) আয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ।

ঙ) সরকারে উন্নয়ননীতি ও কৌশলের আলোকে বিত্তহীনদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয়বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

উপকারভোগীদের আইজিএ কার্যক্রম

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২১-২০২২)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	২	২০,৭২৩
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৩,১২৬	৭৪৫,০২৯
৩	শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	৮০.৪৫	৩,৮৮০.৭১
৪	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৩৫১.৪০	৫,৮৬৫.৩৯
৫	প্রশিক্ষণ (জন)	-	৪,৫৮,১৫৩
৬	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১০,৩১৯.৪০	৩,২৯,৬৬১.৫৮
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৯,১৭৬.৫৩	৩০,৯৯,২০৫.৩২

৬.১.৭ সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)

পল্লীতে বসবাসরত দরিদ্র নারী পুরুষের দারিদ্র্য নিরসনে বিগত ২০০৩-০৪ সালে বিআরডিবি সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ০৩টি কর্মসূচি গ্রহণ করে। এগুলো হচ্ছে- ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষী উন্নয়ন কর্মসূচি (এসএফডিপি), সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) ও দারিদ্র্য বিমোচনে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি (দাবিমআক)। পরবর্তীকালে কর্মসূচিগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন বিবেচনায় বোর্ডের ৪১তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ০৩টি কর্মসূচির কার্যক্রম একীভূত করে "সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)" নামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিগত ০২ মে ২০২১ থেকে সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক), মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকেউস), গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (গ্রামউকসক), গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউক), দুস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস), দুর্যোগ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমুখী উন্নয়ন কর্মসূচি (দুএদাবি) ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচি (ব্যানপিএইচসি) একীভূত করে সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) নামে কার্যক্রম শুরু করা হয়। কর্মসূচিসমূহ একীভূতকরণের পর সদাবিক এর মোট ঋণ তহবিল ১৯৫,০২.৫০ লক্ষ টাকা।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য :

পল্লী এলাকার বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে অনানুষ্ঠানিক দলভুক্ত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার গুণগতমান উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, মহিলাদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি।

উত্তর রাওউদ ভোগ সদাবিক দলের উপকারভোগীদের
আইজিএ কার্যক্রম, টঙ্গিবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২১-২০২২)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	৫৩	২৫,৮৭৭
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৩,৬২৭	৬,০৮,৫৪৮
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	৬৭৯.৪৫	৭,৩০৬.৯৭
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	-	৩৬,১৮৪
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১২,৮৬৯.১৭	২,১২,৩৭২.৫০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১৩,১৪৪.৪৭	১,৮৭,১৩৯.১৯

৬.১.৮ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচি

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচিটি পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত মহিলা ও বেকারদের দারিদ্র্য হ্রাসকরণসহ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে একটি অনন্য উদ্যোগ। ১৯৯৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যশোর সফরকালে এ অঞ্চলের নারীদের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে "দরিদ্র মহিলাদের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচি (দমআক)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়।

পরবর্তীকালে আইএমইডি সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রকল্পটি দেশব্যাপী বাস্তবায়নের সুপারিশের করা হয়। উল্লিখিত সুপারিশ আলোকে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ১৫টি জেলার ৫৯টি উপজেলায় বৃহত্তর পরিসরে "দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)" সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়।

যশোর সদর উপজেলার লেবুতলা বিশ্বাসপাড়া মহিলা সমিতির সুফলভোগী সদস্য
শিউলি বেগমের ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন কার্যক্রম

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২১-২০২২)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	২৩৬	২,৯৪৩
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৬,৩০৬	৮১,৮৩৩
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	৩৯৩.৮৯	২,৮২৭.২২
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৮,৫৫০	৫৭,৯০০
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১২,৭০৮.২২	৮৪,১৫৬.০০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১১,৬৮৭.১৪	৭৩,৪৭৯.০০

৬.১.৯ এসএমই কার্যক্রম

করোনাভাইরাস (COVID-19) পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ এলাকার ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিআরডিবি'র অনুকূলে ৩০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেন। তন্মধ্যে ১ম ধাপে ১৫০.০০ কোটি টাকা ১০,১৮৭ জন সদস্যের মাঝে এবং ২য় ধাপে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৫০.০০ কোটি টাকা ৬৪ জেলায় ১০,০২৫ জন উদ্যোক্তার মাঝে বিতরণ করা হয়। বর্তমানে ৬৪টি জেলায় ৪৯৪টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন এসএমই ঋণ (কোভিড-১৯ প্রণোদনা) কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, রিপোর্টিং ও মনিটরিয়ের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র এসএমই রিপোর্টিং সফটওয়্যার (www.brdbsme.com) প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে online এসএমই'র সকল সদস্যের প্রোফাইল ও ঋণসংক্রান্ত তথ্যের হালনাগাদ posting কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলায় এসএমই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম

৬.২ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি

৬.২.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি

পার্বত্য অঞ্চলের ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত আর্থ-সামাজিক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। উক্ত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে ১৯৯৭-৯৮ থেকে ২০০০ পর্যন্ত সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। অতঃপর ২০০৬-০৭ অর্থ বছর থেকে "পার্বত্য চট্টগ্রাম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প" ও "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প" দুটি একীভূত করে "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প নামে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১) প্রকল্প এলাকা : খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান ০৩টি পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলা।

২) প্রকল্প বরাদ্দ : ৪২৫.৮১ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৩) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪) উদ্দেশ্য : পার্বত্য অঞ্চলে অনুন্নত ও বন্ধুর যোগাযোগ কাঠামোর কারণে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ এলাকায় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২১-২০২২)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	০	৭১০
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১৬০	১০,৮৪৪
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	২৬.৫৮	২২০.৮৪
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৪৫৭.১৯	৬,৮৮৭.৪৭
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৪৩৯.৪৭	৬,২৯৯.৩৭

৬.২.২ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি

দেশমাতৃকার স্বাধীনতা অর্জনে এ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কৃতিত্ব সর্বজন স্বীকৃত। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধা জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং নানা কারণে বর্তমানে নিম্ন আয়ের মধ্যে জীবন যাপন করছেন, তাদের, পরিবারকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর ও সচ্ছল করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে "বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি" গত ২৪/০৩/২০০৩ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি" শিরোনামে গৃহীত কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বিআরডিবি'র উপর অর্পণ করা হয়।

১) প্রকল্প এলাকা : দেশের সকল উপজেলা

২) প্রকল্প মেয়াদ : জুন ২০৩১ খ্রি.

৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ৩,৯০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৫) উদ্দেশ্য : বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ঋণ সহায়তা প্রদান।

নাটোর জেলারর গুরুদাসপুর উপজেলায় একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ প্রদান

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২১-২০২২)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সদস্য ভর্তি (জন)	০০	৩৫,৪৮০
২	প্রশিক্ষণ (জন)	-	৩৫,৪৮০
৩	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৮০০.০২	১১,৪২৭.৩৩
৪	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৮৪৯.০৬	৮,৪৭৩.১১

৬.২.৩ আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২

বিআরডিবি গ্রামের দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নিয়োজিত সরকারি পর্যায়ে সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীনদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে আদর্শ গ্রাম প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২ আওতাধীন সুফলভোগীদের বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড গ্রহণের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংরক্ষণ এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আয়বর্ধনমূলক কার্যাদি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে গ্রহীত আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২ এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত আদর্শ গ্রামে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের মাঝে ঋণ কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য বিআরডিবি ও আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২ এর মধ্যে ৩০/০৪/০৭ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

১) প্রকল্প এলাকা : ৪১ জেলার ১০৫টি উপজেলা

২) প্রকল্প মেয়াদ : জুন ২০২৫ পর্যন্ত

৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ৯২৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : ভূমি মন্ত্রণালয়

৫) উদ্দেশ্য : ১) দেশের ৪০৯টি আদর্শ গ্রামে পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের আয়বর্ধন ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আয়বর্ধন কর্মকাণ্ড গ্রহণের জন্য সহায়ক তহবিল হিসেবে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান।
২) মানবসম্পদ উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের দারিদ্র্য বিমোচন।
৩) অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংরক্ষণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যাদি এবং গৃহ সংস্থানের মাধ্যমে গরিব জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২১-২০২২)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	০০	৫৫২
২	সদস্য ভর্তি (জন)	০০	১৫,৭৩১
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	০০	১২৮.৩৪
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	০০	১৫,৭৩১
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২৬২.১০	৪,৮০৫.৩০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৩০৩.৩২	৩,৯৮৮.৪৬

৬.২.৪ গুচ্ছগ্রাম (সিভিআরপি) প্রকল্প

বিআরডিবি গ্রামের দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নিয়োজিত সরকারি পর্যায়ে সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। প্রতিবছর এদেশে বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়, জলবায়ু পরিবর্তন ও নদীভাঙনের মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসংখ্যা পরিবার গৃহহীন ও ভূমিহীন হয়ে অসহায় এবং দিশেহারা হওয়ায় তাদের আবাসন নিশ্চিত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নকৃত আদর্শ গ্রাম-২ এর ধারাবাহিকতায় সরকার কর্তৃক গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের আওতাধীন সুফলভোগীদের বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড গ্রহণের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, পুনর্বাসিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আয়বর্ধনমূলক কার্যাদি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত "সবার জন্য বাসস্থান" এই স্লোগান সামনে রেখে গুচ্ছগ্রাম ২য় পর্যায় (সিভিআরপি) প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১) **প্রকল্প এলাকা :** ৬৪ জেলার ১৭৮টি উপজেলায়

২) **প্রকল্প মেয়াদ :** জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত

৩) **প্রকল্প বরাদ্দ :** ২,৫৬৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪) **উদ্দেশ্য :** পল্লী এলাকার বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে অনানুষ্ঠানিক দলভুক্ত করে আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার গুণগত মান উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, মহিলাদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্রম	কার্যক্রম	বার্ষিক অগ্রগতি (২০২১-২০২২)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	৪৯	৮৮৩
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১,৫৪৭	২৮,৫১৭
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	১৮.৬৪	১৮০.৩১
৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৪০৫.৩৯	৩,৮৬৬.২১
৫	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	২৯৭.১২	২,৮৮৮.১৩

বিআরডিবি'র অঙ্গীকার
উন্নত সমৃদ্ধ পল্লী গড়ার

সপ্তম অধ্যায়

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা

৭.১ সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা

ক্রম	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
১	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (প্রাথমিক পর্যায়)	১৯৭০ - ১৯৭৩	২১৭.৯৫	জিওবি
২	বরিশাল সেচ এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা জরিপ প্রকল্প	১৯৭২ - ১৯৭৩	২৫.০০	ইউএসএআইডি
৩	আইআরডিপি - কেয়ার গুদাম প্রকল্প	১৯৭৩ - ১৯৭৬	৪৯০.০০	কেয়ার
৪	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (প্রথম পর্যায়)	১৯৭৩ - ১৯৭৮	২৪৬.১২	জিওবি
৫	আইআরডিপি-এমসিসি, আইআরডিপি আইভিএস এবং আইআরডিপি - হিড প্রকল্প	১৯৭৩ - ১৯৭৬	৩২৫.০০	জিওবি, কেয়ার
৬	আইআরডিপি - কেয়ার (সিইএআই) প্রকল্প	১৯৭৪ - ১৯৮০	৩২৪.০০	জিওবি, কেয়ার
৭	বেঞ্চ-মার্ক জরিপ প্রকল্প	১৯৭৪ - ১৯৭৫	২৫.০০	ইউএসএআইডি
৮	১৪৫ থানা/উপজেলা পল্লী ভবন নির্মাণ প্রকল্প	১৯৭৪ - ১৯৭৮	৫৬৩.০০	ইউএসএআইডি
৯	হস্তচালিত নলকূপ সেচ প্রকল্প	১৯৭৫ - ১৯৭৮	৮৪৯.০০	ইউনিসেফ
১০	সমন্বিত শিক্ষা ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (সিইএডিপি)	১৯৭৫ - ১৯৭৮	৩২৫.০০	কেয়ার
১১	পল্লী অর্থায়নে পরীক্ষামূলক প্রকল্প	১৯৭৫ - ১৯৭৮	১১১.১৭	ইউএসএআইডি
১২	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা পাইলট প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১৯৭৫ - ১৯৮০	১৬৭.০০	IDA, CIDA
১৩	প্রশিক্ষণ কাম উৎপাদন কেন্দ্র (টিসিপিসি)	১৯৭৫ - ১৯৮০	৭০.২৫	সিডা
১৪	থানা প্রশিক্ষণ ইউনিট (টিটিইউ)	১৯৭৫ - ১৯৮১	১৬৮.০০	জিওবি, আইডিএ
১৫	যুব উন্নয়নে পাইলট প্রজেক্ট	১৯৭৫ - ১৯৭৭	১৯.৯৬	জিওবি
১৬	গুদাম নির্মাণ পাইলট প্রকল্প	১৯৭৬ - ১৯৮০	৫৬৪.২৭	জিওবি
১৭	থানা ওয়ার্কশপ কাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৯৭৬ - ১৯৮০	৭১.৭৮	জিওবি
১৮	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১ (আরডি-১)	১৯৭৬ - ১৯৮৪	৩,৭৫৮.২৫	আইডিএ
১৯	কুষ্টিয়া টার্গেট দল জরিপ পরিচালনা প্রকল্প	১৯৭৬ - ১৯৭৭	২৫৭.৫৯	ডাচ
২০	আইআরডিপি সদর কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্প	১৯৭৭ - ১৯৮৪	৩৪১.৩৫	জিওবি
২১	যুব কর্মসূচি	১৯৭৭ - ১৯৭৮	৮০.০০	জিওবি
২২	বরিশাল সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৩,৭০৫.০০	বিশ্ব ব্যাংক
২৩	মুহুরী সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	২১৭.৪১	বিশ্ব ব্যাংক
২৪	কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৫,৪৩৬.০০	বিশ্ব ব্যাংক
২৫	চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৭০৪.২৪	বিশ্ব ব্যাংক
২৬	সিরাজগঞ্জ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআইআরডিপি)	১৯৭৭ - ১৯৮৫	৭,২৪৮.৭৩	ADB, UNDP, UNICEF
২৭	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)	১৯৭৮ - ১৯৮০	১,২৭৭.৬৯	জিওবি
২৮	নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনআইআরডিপি-১)	১৯৭৮ - ১৯৮৪	৩,৩৩০.৭৯	ডানিডা
২৯	সার ও ঋণ বিতরণ পাইলট প্রকল্প (ফাও-নরওয়ে)	১৯৭৮ - ১৯৮০	৬৭.০১	এফএও, নরওয়ে
৩০	জাতীয় যুব সমবায় কমপ্লেক্স	১৯৮০ - ১৯৮২	১৪৯.৪৩	জিওবি
৩১	সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি-৩য় পর্যায়)	১৯৮০ - ১৯৮৫	৪,৮০৩.৪৯	ওডিএ, আইডিএ
৩২	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১৯৮০ - ১৯৮৫	৩৫৬.৯২	আইডিএ
৩৩	বাংলাদেশ যুব সমবায় কর্মসূচি	১৯৮০ - ১৯৮৫	১,৫৪৯.৪৩	জিওবি
৩৪	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	১৯৮০ - ১৯৮৫	১৬০.০৪	জিওবি
৩৫	৩য় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রকল্প (এসএসআইপি)	১৯৮১ - ১৯৮৩	১৪৮.৮৭	জিওবি
৩৬	হস্তচালিত নলকূপ প্রকল্প (এইচ টি ডব্লিউ)	১৯৮১ - ১৯৮৭	৪,৮২২.১৩	IDA, UNICEF

ক্রম	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
৩৭	সার বিতরণ প্রকল্প (এফএও)	১৯৮১ - ১৯৮৭	৪১০.৮৭	FAO, UNDP
৩৮	পল্লী দারিদ্র্য কর্মসূচি (আরপিপি- নরমাল)	১৯৮২ - ১৯৮৮	২,৪৩৮.৫৯	BB, অগ্রণী ব্যাংক
৩৯	দক্ষিণ-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসডব্লিউআরডিপি)	১৯৮২ - ১৯৯০	১,৮০১.৮১	IDA, IFAD
৪০	ভোলা সেচ প্রকল্প (বিআইপি)	১৯৮২ - ১৯৯০	৮৪১.৫০	এডিবি,ইইসি
৪১	বিশেষ মহিলা প্রকল্প	১৯৮২ - ১৯৮৫	৭৬.৫০	সিআইডিএ
৪২	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-২)	১৯৮৩ - ১৯৯০	১১,৬৮৮.৩৩	IDA,SIDA,ODA, UNDP
৪৩	গভীর নলকূপ প্রকল্প-২ (ডিটিডব্লিউ)	১৯৮৩ - ১৯৯২	১,৪৭৬.৫৭	ওডিএ, আইডিএ
৪৪	২য় পল্লী নলকূপ প্রকল্প (এসটিপি)	১৯৮৩ - ১৯৯০	২১৫.৭৪	এডিবি
৪৫	ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের সেচযন্ত্র বিতরণ প্রকল্প	১৯৮৩ - ১৯৮৫	১১২.৩৩	এফ ফাউন্ডেশন
৪৬	নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (এনআইআরডিপি-২)	১৯৮৪ - ১৯৯০	১০,৫৯৫.৫৬	ডানিডা
৪৭	টাঙ্গাইল কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি (টিএডিপি)	১৯৮৪ - ১৯৯০	১,৮৬৪.০০	জিটিজেড
৪৮	সমন্বিত নারী ও শিশু সহযোগিতা উন্নয়ন প্রকল্প	১৯৮৫ - ১৯৯৩	২,৬৫৯.০৪	ইউনিসেফ
৪৯	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	১৯৮৫ - ১৯৯০	১,৪২৪.২১	সিআইডিএ
৫০	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি -৯, ১ম পর্যায়)	১৯৮৫ - ১৯৯২	৬,১৬৮.৭২	ইইসি
৫১	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৫-পিইপি) ১ম পর্যায়	১৯৮৬ - ১৯৯০	১,৪৭৬.৪৩	SIDA, NOARD
৫২	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি ১২)	১৯৮৮ - ১৯৯৬	১০,৭৫৪.০৬	সিআইডিএ
৫৩	ভোলা যান্ত্রিক সেচ প্রকল্প	১৯৮৯ - ১৯৯০	১৬.২৫	এ ডাচ সিটিজেন
৫৪	পুনঃ পুকুর খনন প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	৮৮.৭৮	ডব্লিউ এফ পি
৫৫	টাঙ্গাইল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিআরডিপি)	১৯৯০ - ১৯৯৩	২,৪১৭.৪৯	জিটিজেড
৫৬	সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ পাইলট প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯৬	৩২৮.৬৮	জিওবি
৫৭	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)	১৯৯০ - ১৯৯৬	২,৪৯৯.৩০	সিআইডিএ, আইডিএ
৫৮	বিআরডিবি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	১৫৮.১২	ওডিএ
৫৯	প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ সহায়ক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	৬৩৩.২০	ওডিএ
৬০	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৫ পিইপি ২পর্যায়)	১৯৯০ - ১৯৯৬	৪,৩২৪.২৪	SIDA, NOARD
৬১	বন্যা ও সাইক্লোন প্রবণ এলাকায় ন্যূনতম ব্যয়ে পল্লী বাড়ি নির্মাণ প্রকল্প	১৯৯১ - ১৯৯২	২০৬.২৫	জিওবি
৬২	পল্লী দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কৌশলের প্রায়োগিক গবেষণা কর্মসূচি	১৯৯১ - ১৯৯৩	৩.২৩	ইএসসিএপি
৬৩	এফডব্লিউইপি-২	১৯৯১ - ১৯৯৮	১৬৯.৪৪	ILO, UNFPA
৬৪	সাইক্লোন প্রবণ এলাকার পরিবারের জন্য বিশেষ প্রকল্প	১৯৯১ - ১৯৯৯	১৮০.০০	আইএফএডি
৬৫	মডেল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এমআরডিপি)	১৯৯২ - ২০০০	১,৯৭৬.৯৫	জাপান
৬৬	চট্টগ্রামের সাইক্লোন ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রকল্প	১৯৯২ - ১৯৯৬	১,০৯৯.৭৫	জাপান
৬৭	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৯, ২য় পর্যায়)	১৯৯২ - ২০০০	৬,৮০৮.৬৬	ইইসি
৬৮	আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম পাহাড়ী এলাকা)	১৯৯২ - ১৯৯৬	১৭,৯৭৬.৮২	এডিবি, জিওবি
৬৯	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প	১৯৯২ - ২০০০	১৫.০০	জিওবি
৭০	বিআরডিবি -জাইকা মেহেরপুর ছাগল পালন প্রকল্প	১৯৯২ - ২০০০	২.৭১	জাইকা
৭১	উত্তর-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডব্লিউআরডিপি)	১৯৮৩ - ১৯৯২	৩,১৭৪.৭৮	ADB, IFAD
৭২	দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (আরপিএপি ১ম পর্যায়)	১৯৯৩ - ১৯৯৮	৬,৬৫৫.০০	জিওবি

ক্রম	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
৭৩	পল্লী দরিদ্র সমবায় প্রকল্প (আরপিসিপি)	১৯৯৩ - ১৯৯৮	১০,২১৭.৪৮	এডিবি
৭৪	টাঙ্গাইল জেলার সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ	১৯৯৪ - ১৯৯৯	২১৮.০০	জিওবি
৭৫	বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী দরিদ্র সমবায় সহায়তা প্রকল্প	১৯৯৫ - ২০০০	২,৫০০.০০	জিওবি
৭৬	দ্বিতীয় ভোলা সেচ প্রকল্প	১৯৯৬ - ১৯৯৮	১৭,৮২৫.০৫	এডিবি
৭৭	সরিষাবাড়ী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরডিপি)	১৯৯৬ - ১৯৯৮	৯০.৩৩	জিওবি
৭৮	পল্লী বিত্তহীন প্রকল্প (আরবিপি)	১৯৯৬ - ২০০০	১১,৮৫০.০০	সিআইডিএ
৭৯	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আর ডি-৫, পিইপি, ৩য় পর্যায়)	১৯৯৬ - ২০০৩	৮,৮৭৯.০০	এসআইডিএ
৮০	পল্লী দারিদ্র্য প্রকল্প	১৯৯৬ - ১৯৯৮	২৮৯.৩৮	এসআইডিএ
৮১	কুড়িগ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প	১৯৯৭ - ২০০০	৮৬৫.০০	এনওআরএডি
৮২	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বিপিএটিসি), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	১৯৯৭ - ২০০০	১,৬১৮.৩৭	জিওবি
৮৩	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-১	১৯৯৭ - ২০০২	১,৯৪৮.৫০	ইউএনডিপি
৮৪	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-৩	১৯৯৭ - ২০০২	২,৭৫২.৬৬	ইউএনডিপি
৮৫	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-২	১৯৯৭ - ২০০২	২,৬৭৭.৪৯	ইউএনডিপি
৮৬	পিইপির গবেষণা কর্মসূচি	১৯৯৮ - ২০০০	০০.০০	এসআইডিএ
৮৭	বিআরডিবি'র সমর্থন কর্মসূচি	১৯৯৮ - ২০০০	৮৩০.০০	এসআইডিএ
৮৮	দরিদ্র মহিলাদের জন্য আত্ম কর্মসংস্থান কর্মসূচি	১৯৯৮ - ২০০৩	১,০০০.০০	জিওবি
৮৯	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সংশোধিত ২য় পর্যায়)	১৯৯৮ - ২০০৫	১৭,০৬৬.০০	জিওবি
৯০	রুরাল লাইভলিহুড প্রজেক্ট (আরএলপি)	১৯৯৮ - ২০০৭	৩১,৫৬৫.০০	এডিবি/জিওবি/ইউবিসিসিএ
৯১	দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি)	২০০০ - ২০০১	৮৭০.০০	জিওবি
৯২	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (পরিচালনা পর্যায়)	২০০০ - ২০০৪	৯৩৩.০৯	জিওবি
৯৩	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিএপিপি)	২০০০ - ২০০৪	৯৩৭.৮৭	জাইকা
৯৪	বিআরডিটিআই ভৌত অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প	২০০০ - ২০০৫	৫৬১.৬৭	জিওবি
৯৫	পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পিপিপি)	২০০১ - ২০০৯	১৪,০০২.৮০	জিওবি
৯৬	সামাজিক ক্ষমতায়ন -২ প্রকল্প (সংশোধিত) (কনসলিডেশন ফেজ)	২০০২ - ২০০৪	৭৫৪.০০	ইউএনডিপি
৯৭	আর্সেনিক মিটিগেশন কার্যক্রম ফর পিইপি মেম্বারস	২০০৩ - ২০০৪	৯৯.৫০	এসআইডিএ
৯৮	অ্যাডভোকেসি অন রিপ্রডাকটিভ হেলথ এন্ড জেন্ডার ইস্যুজ থ্রো রুরাল কো-অপারেটিভস	২০০৩ - ২০০৫	১৪৫.০০	ইউএনএফপিএ
৯৯	উত্তর-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডাব্লিউ আরডিপি)	২০০৩ - ২০০৬	১৫,০০০.০০	জিওবি
১০০	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	২০০৩ - ২০০৬	২,২১২.০০	জিওবি
১০১	দারিদ্র্য বিমোচনে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	২০০৩ - ২০০৬	৫,০০০.০০	জিওবি
১০২	গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন কর্মসূচি	২০০৪ - ২০০৫	২৯.১০	এএআরডিও
১০৩	অংশীদারিত্বমূলক লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প	২০০৪ - ২০০৫	৬৪.৭৯	জাইকা
১০৪	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	২০০৫ - ২০০৯	১,৯৫০.৮০	জিওবি

ক্রম	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
১০৫	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	২০০৫ - ২০০৯	২,৫০০.০০	জিওবি
১০৬	অংশীদারিত্বমূলক লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প-২	২০০৫ - ২০১০	১,৯৫০.৮০	জাইকা
১০৭	সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)	২০০৭ - ২০০৯	৯৫০.৮০	জিওবি
১০৮	দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	২০০৭ - ২০০৯	২৮.০০	এএআরডিও
১০৯	উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উহদকনিক) - ১ম পর্যায়	২০০৭ - ২০১১	২,৪৭৮.৪৩	জিওবি
১১০	আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প-২	২০০৭ - ২০১৭	৯৭৪.০০	জিওবি
১১১	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (পরিচালনা পর্যায়)	২০০৯ - ২০১৩	৪,৯০০.০০	জিওবি
১১২	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নের উপর টিএ কর্মসূচি, ভালুকা, ময়মনসিংহ ও পীরগঞ্জ, রংপুর।	২০১০ - ২০১১	১৩.৫০	জিওবি, KOICA
১১৩	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায়	২০১১ - ২০১৬	৬,০৯৩.১৩	জিওবি
১১৪	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি)-২য় পর্যায়	২০০৯ - ২০১৫	২,৪২৪.৪০৯	জিওবি
১১৫	সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প	২০১৩ - ২০১৫	১,৯৮৩.০৬	জিওবি ও কেএসএস
১১৬	ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলিহুড প্রজেক্ট, কুড়িগ্রাম (আইডিএএল)	২০১২ - ২০১৬	২,০৪৩.৭৫	জিওবি
১১৭	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)	২০১২ - ২০১৮	১৫,৭৩৪.০০	জিওবি
১১৮	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) ২য় পর্যায়	২০১২ - ২০১৮	৫৬,৯৫১.০০	জিওবি ও ইউবিসিসিএ

সমিতি, সংগঠন, সঞ্চয় হলে
কৃষি কাজে সহায় মেলে

অষ্টম অধ্যায়

বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন

বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন

সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা সংস্থা/দল কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়েছে। সামগ্রিক কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন ও সমীক্ষায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য ফলাফল/মতামত নিম্নরূপ:

ক্রম	বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
১	সমীক্ষার নাম: বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: বিআইডিএস গবেষণাকাল: ২০১০	(১) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের দারিদ্র্য বিমোচনে সফলভাবে সহযোগিতা করে আসছে। বিআরডিবি'র কর্ম এলাকায় দারিদ্রের হার ১১%, যা কর্ম এলাকা বহির্ভূত তথা জাতীয় গড়ের চেয়ে কম। (২) জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩ শতাংশ। (৩) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের সম্পদ আহরণে সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রা এবং নারী ক্ষমতায়নে সহযোগিতা করছে।
২	সমীক্ষার নাম: পিইপি এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি মূল্যায়নকাল: ২০১১	(১) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ৭৩% উপকারভোগী উন্নত ও নতুন পেশায় সম্পৃক্ত হয়েছেন। (২) সুবিধাভোগীদের সম্পদ ১৪% থেকে ৬২%এ উন্নীত হয়েছে, বার্ষিক আয় ৬০০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ৫% থেকে ৯৯% এ উন্নীত হয়েছে।
৩	সমীক্ষার নাম: পজীপ ২য় পর্যায় এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়ন দল মূল্যায়নকাল: ২০১৫	(১) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত ভালো। বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড, ঋণের ব্যবহার সঠিকভাবে করা হয়েছে। নিজস্ব পুঁজি (শেয়ার ও সঞ্চয়) গঠনে সদস্যবৃন্দ উদ্বুদ্ধ হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ, সামাজিক সচেতনতামূলক কাজে সদস্যবৃন্দ উপকৃত হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়। (২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। (৩) দেশের সার্বিক উন্নয়নে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হলে এ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকা প্রয়োজন।
৪	সমীক্ষার নাম: ইরেসপো দ্বিতীয় সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি মূল্যায়নকাল: ২০১৮	(১) দরিদ্র মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মান ভালো হওয়ায় প্রশিক্ষণার্থীগণ উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হয়েছে। ৫৮,৭২৫ জন সুফলভোগীকে সেলাই এমব্রয়ডারি, মোবাইল সার্ভিসিং, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদিপশু পালন, হস্তশিল্প, মৎস্য ও কাঁকড়া চাষ, শাক-সবজি চাষ, মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা, নেতৃত্ববিকাশ, নারী উন্নয়ন ও সংগঠন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রশিক্ষণ মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। (২) স্থানীয় সম্পদ পুঞ্জিকরণের মাধ্যমে আয়-বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যবহার এবং সুফলভোগীদের আয়বর্ধনমূলক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ২,১০০.০০ লক্ষ টাকা নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত তহবিল যথাযথ ব্যবহারের ফলে তাদের জীবনমানের উন্নতি হয়েছে। (৩) ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষায় গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিতকরণের মাধ্যমে ২,৮৮১টি মহিলা সমিতির ৭৮,৪৪৪ জন সুফলভোগী সদস্যকে প্রকল্পভুক্ত করা হয়েছে।
৫	সমীক্ষার নাম: পিআরডিপি-৩ এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়নকাল: ২০১৯	(১) সরকারি সেবাদানে সমন্বয় সৃষ্টি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানে সমন্বয় সৃষ্টি, জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, গ্রামের সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন, সরকারি কর্মীদের কার্যক্রমের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন এবং জাতি গঠনমূলক বিভাগ ও গ্রামের মানুষের সম্পর্ক উন্নয়ন হয়েছে। (২) প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি অংশ, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রামের মানুষের অর্থ, কায়িক পরিশ্রম ও মতামতের সমন্বয় এবং অংশগ্রহণ থাকায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি সত্যিকার অর্থে অনুসরণীয় হচ্ছে। (৩) গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে সাধারণ ও সুবিধাবঞ্চিত লোকজন তাদের সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান জানতে পেরেছে। একে অপরের সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। (৪) বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক বিভাগের প্রতিনিধি, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ও বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি সভা (ইউসিসিএম) এ উপস্থিত থাকায় সবার সাথে সমন্বয় হচ্ছে। কাজের পরিবেশ উন্নতি হচ্ছে। (৫) উন্মুক্ত বাজেট সভা, গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণে জনগণের অংশীদারি, সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতোধারায় আনা, স্থানীয় সরকারের তৃণমূল ধাপ ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালীকরণে জোরালো ভূমিকা রাখছে।

ক্রম	বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
৬	সমীক্ষার নাম: অপ্রধান শস্য প্রকল্প এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি মূল্যায়নকাল: জুন ২০২২	১। প্রশিক্ষণ এবং ঋণ প্রদানের ফলে প্রকল্প এলাকার বাড়ির আঙিনায় পতিত জমিতে অপ্রধান শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। এলাকাভুক্ত প্রতিটি উপজেলায় সুফলভোগী কৃষকগণ অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। ২। প্রকল্পের প্রদর্শনী প্লট দেখে স্থানীয় অন্যান্য কৃষক আগ্রহী হয়েছেন। ফলে বেশিসংখ্যক প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে।
৭	সমীক্ষার নাম: গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়নকাল: জুন ২০২১	১। প্রকল্প থেকে সুফলভোগী সদস্যদের মাঝে বিতরণকৃত ঋণ বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক (আইজিএ) কৃষিজ কর্মকাণ্ড যেমন- নার্সারি স্থাপন, শাক-সবজি চাষ, গরু মোটাতাজাকরণ, দুগ্ধবতী গাভী পালন, ছাগল পালন, পোল্ট্রি ফার্ম, মৎস্য চাষ এবং অকৃষিজ কর্মকাণ্ড যেমন- মোবাইল সার্ভিসিং, গ্রামীণ ইলেকট্রিশিয়ান, টিভি- ফ্রিজ মেরামত, এমব্রয়ডারি, সেলাই, বাঁশ ও বেতের কাজ, হোসিয়ারি শিল্প, মৃৎশিল্প, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছেন। ২। সমিতি পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, পলাশবাড়ী উপজেলার বরিশাল ইউনিয়নে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ব্যাগ পল্লীর সুফলভোগীগণ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বাজারের ব্যাগ তৈরি করে প্রতিদিন গড়ে ৩০০/- টাকা হারে মাসে ৭/৮ হাজার টাকা আয় করছে। অনুরূপভাবে একই উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামের দুগ্ধ পল্লীর সুফলভোগীগণ প্রকপ্পের প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তায় নিজেদের আয় রোজগার বৃদ্ধি করেছেন। ৩। বিভিন্ন এমব্রয়ডারি পল্লী সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময়ে জানা যায় যে, তারা প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ ও ঋণ নিয়ে বর্তমানে শাড়ি, থ্রি-পিস, নকশি কাঁথা, বেডশিট প্রভৃতি পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত রয়েছে। তাদের উৎপাদিত পণ্য আড়ং, অঞ্জন'স, রং, ঢাকা নিউমার্কেট, ঢাকা গাউছিয়া মার্কেট, কারুপল্লীসহ স্থানীয় বাজারে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হয়। এতে করে প্রতিজন সুফলভোগী মাসে গড়ে ৫/৬ হাজার টাকা আয় করে। অথচ প্রকল্পে জড়িত চওয়ার পূর্বে তাদের নিজস্ব কোনো আয় ছিল না। ৪। স্বল্পসংখ্যক হলেও সেলাই ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীদের মাসিক ৩/৪ হাজার টাকা আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে মোবাইল সার্ভিসিং, গ্রামীণ ইলেকট্রিশিয়ান, টিভি-ফ্রিজ মেরামত, ব্লকবাটিক, পাটের কাজ প্রভৃতি ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুফলভোগী সদস্যগণও মাসিক গড়ে ৩/৪ হাজার টাকা আয় করছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। ৫। সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত রামধন কালীতলা এমব্রয়ডারি পল্লী পরিদর্শনকালে সদস্যদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। পল্লী দুটির উৎপাদন ও মার্কেট লিংকেজ খুবই চমৎকার। পল্লীটিতে শতাধিক সুফলভোগী উৎপাদন কার্যে জড়িত রয়েছেন। ৬। সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সর্বানন্দ গ্রামে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত হাঁস পল্লী পরিদর্শনকালে দেখা যায় গ্রামটির শতাধিক পরিবার প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা নিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারী পরিসরে হাঁস পালন ও হ্যাচারী শিল্পে নিয়োজিত রয়েছেন। তারা হাঁস ও হাঁসের ডিম বিক্রি করে পরিবার-পরিজন নিয়ে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করছেন। হাঁস পল্লীতে সনাতনী ভুল পদ্ধতিতে অনেকেই ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন করছেন, এতে করে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এসএমই ঋণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ে সহায়তা করে আধুনিক পদ্ধতিতে বাচ্চা উৎপাদনে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে পারলে উৎপাদন খরচ অনেক কম হতো। ৭। এই প্রকল্পের পণ্যভিত্তিক পল্লীর ধারণাটি উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও মার্কেট লিংকেজ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। ৮। প্রকল্পের সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধির ফলে পরিবারের পুষ্টি চাহিদার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য চিকিৎসাসহ অন্যান্য মানবিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে খরচের সক্ষমতা তৈরি হয়েছে। ৯। প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টারের মাধ্যমে সুফলভোগীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিপণন প্রতিষ্ঠানের মার্কেট লিংকেজ স্থাপনে সহায়তা করা হচ্ছে, এতে করে সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা হচ্ছে।

নবম অধ্যায়

বিআরডিবি'র স্থাবর সম্পদ

৯.১ সদর দপ্তর ও ঢাকা মহানগরে অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রম	দপ্তরের নাম/অবস্থান	অবকাঠামোর বিবরণ	জমির পরিমাণ	মন্তব্য
১	সদর কার্যালয়, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা	৭ তলা ভবন	০.৩ একর	সকল জায়গার খাজনা হালনাগাদ পরিশোধ
২	পল্লী কানন, উত্তরা মডেল টাউন	৮টি আবাসিক ভবনে ১৩৮টি ফ্ল্যাট।	১.৩৫ একর	
৩	রামপুরা, ঢাকা (বিটিভি ভবন ও হাতিরঝিল সংলগ্ন), মৌজা-উলন	খালি জমি	৭.৬৩ একর	

৯.২ জেলা পর্যায়ে অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রম	দপ্তরের নাম/অবস্থান	জমির পরিমাণ	অকাঠামোর বিবরণ		
			অফিস বিল্ডিং	স্টাফ কোয়ার্টার	গুদাম ও অন্যান্য
১	পটুয়াখালী	০.৭৭ একর	একতলা ভবন	-	ইউটিইউ ভবন
২	রাজশাহী	০.৩৫ একর	-	-	-
৩	টাঙ্গাইল মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৩.১৬৮ একর	একতলা ভবন - ১টি দোতলা ভবন - ২টি	স্টাফ কোয়ার্টার - ১টি	-
৪	নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০.৮৭ একর	তিনতলা ভবন - ১টি	স্টাফ কোয়ার্টার - ৩টি	অডিটরিয়াম - ১টি ক্যান্টিন - ১টি
৫	কুমিল্লা	১.০০ একর	দোতলা ভবন - ১টি	-	-
৬	ফরিদপুর	০.১০ একর	দোতলা ভবন - ১টি	-	-
৭	ভোলা	২.৮৭ একর	তিনতলা ভবন - ১টি	দুইতলা ভবন - ২টি	দোতলা বাংলো - ১টি
৮	বিআরডিটিআই, সিলেট	১০.৬২ একর	প্রশাসনিক ভবন - ২টি হোস্টেল ভবন - ৪টি	আবাসিক ভবন - ৬টি	অডিটরিয়াম - ১টি ক্যাফেটেরিয়া - ১টি ও মসজিদ - ১টি

৯.৩ উপজেলায় অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রম	সম্পদের ধরন	সম্পদের বিবরণ	
		সংখ্যা/পরিমাণ	কাঠামের ধরন
১	বিভিন্ন উপজেলায় জমির পরিমাণ	৫৭.২৭ একর	
২	অফিস ভবন	৩৮৮টি	একতলা ভবন ২৯৬টি, দোতলা ভবন ৯১টি ও তিনতলা ভবন ১টি।
৩	ইউটিইউ	২৩টি	-
৪	কোয়ার্টার (জোড়াবাড়ি)	৩৫৭টি	দোতলা ভবন (প্রতিটিতে ৪টি ইউনিট)
৫	গুদাম	১৬৮টি	-
৬	ওয়ার্কশপ কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১০টি	-
৭	মার্কেট/দোকান	৮৯টি	-

দশম অধ্যায়

সফলতার গল্প

শাহানাজ পারভীনের সফলতার গল্প

ঢাকাস্থ সাভার উপজেলাধীন বিআরডিবি'র পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) এর কলমা মেম্বার পাড়া বিত্তহীন মহিলা দলের সুফলভোগী শাহানাজ পারভীন। নিজের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি এবং একটু ভালো থাকার প্রত্যাশা নিয়ে প্রায় বিশ বছর পূর্বে পদাবিকভুক্ত কলমা মেম্বার পাড়া বিত্তহীন মহিলা দলের সদস্য হন তিনি। শাহানাজ পারভীনের ছিল অভাবের সংসার। দুই ছেলে স্বামী-স্ত্রী মিলে তার সংসারের সদস্য সংখ্যা ৪ (চার) জন। তার স্বামী অন্যের জমি চাষ করতেন। সে আয়ে তার সংসার চলত না। অভাব-অনটন লেগেই থাকত। তাদের কোনো সঞ্চয় ছিল না। ছেলে-মেয়েকে লেখা-পড়া করানোর মতো আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। তাদের থাকার মতো ভালো কোনো ঘরও ছিল না। তাই শাহানাজ পারভীন পথ খুঁজছিলেন কীভাবে অভাবের সংসারে একটু সচ্ছলতা আনা যায়। এমন সময় পরিচিত একজনের মাধ্যমে কর্মসূচির মাঠ সংগঠক সুলতানা রাজিয়ার সাথে তার পরিচয় হয়। মাঠ সংগঠকের পরামর্শ ও সহায়তায় তিনি ২০০২ সালে উক্ত গ্রামের ১৫ (পনেরো) জন সদস্য নিয়ে কলমা মেম্বার পাড়া বিত্তহীন মহিলা দল গঠন করেন। তিনি দলের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণসহ সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। প্রথম দফায় তিনি ৪,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ৫০টি মুরগি ও ২৭ (সাতাশ)টি হাঁসের বাচ্চা ক্রয় করেন। পরবর্তীকালে হাঁস-মুরগি ও ডিম বিক্রয় করে তিনি ঋণ পরিশোধ করার পাশাপাশি নিজস্ব পুঁজি গড়ে তোলেন। দ্বিতীয় দফায় তিনি ৫,০০০/- টাকা ঋণ ও নিজস্ব পুঁজি দিয়ে একটি ছোট মুদিদোকান গড়ে তোলেন। এভাবে শুরু হয় তার এগিয়ে চলা। তিনি ২০০২ থেকে ২০২১ পর্যন্ত ১৮ দফায় মোট ৬.২৬ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তার নিজের একটি ফার্মেসি দোকান ও একটি হার্ডওয়্যার দোকান রয়েছে, যার মূল্যমান প্রায় ১৫.০০ লক্ষ টাকা। তিনি বাড়িতে পাকা দালান করেছেন। বড় ছেলে ফার্মেসি ব্যবসায় যুক্ত হয়েছে। ছোট ছেলে কলেজে পড়েন। তার কঠোর পরিশ্রমের কারণে সংসারে সুখ ও সচ্ছলতা এসেছে। সম্প্রতি নারী উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি বিআরডিবি থেকে ৩.০০ লক্ষ টাকা উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করেছেন। এখন তিনি গ্রামের সকলের কাছে অনুকরণীয়। আত্মপ্রত্যয়, মেধা ও পরিশ্রম তাকে এ সফলতা এনে দিয়েছে। তিনি বিআরডিবি'র প্রতি কৃতজ্ঞ।

শাহানাজ পারভীন, তার গড়ে তোলা ফার্মেসিতে

শামীমা বেগম এখন স্বাবলম্বী

কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলাধীন সদর ইউনিয়নের নন্দীপাড়া উত্তর একটি ছোট্ট গ্রাম। এ গ্রামে বাস করে শামীমা বেগমের পরিবার। স্বামী আব্দুল মান্নান একজন সামান্য লাকড়ি ব্যবসায়ী। শামীমার দুই মেয়ে, এক ছেলেসহ মোট পাঁচ সদস্যের পরিবার। এ পরিবার নিয়ে শামীমা ও মান্নান খুবই কষ্টে দিনযাপন করতেন। সামান্য আয়ে পরিবারের ভরণ-পোষণ, ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া, চিকিৎসা, থাকার ঘর, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ইত্যাদি প্রয়োজন কীভাবে মেটবে সে চিন্তা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। সামনের দিনগুলোতে কী হবে, সে চিন্তায় তিনি ছিলেন দিশেহারা। এমন সময় শামীমা বেগমের সাথে দেখা হয় বিআরডিবি'র পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) এর মাঠ সংগঠক শরিফুল ইসলামের সাথে। শামীমা তার কাছ থেকে বিস্তারিত শুনে একটি দল গঠন করার ইচ্ছে পোষণ করেন। পরে মাঠ সংগঠক-এর সহায়তায় তার এলাকার ২০ জন মহিলা নিয়ে তিনি নন্দীপাড়া উত্তর বিত্তহীন মহিলা দল গঠন করে সঞ্চয় জমা শুরু করেন। উক্ত দল পরিচালনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। শামীমা উক্ত দলের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পান। প্রথম দফায় তিনি দল থেকে ৩,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে দেশি হাঁস ও মুরগি ক্রয় করেন। তার স্বামী লাকড়ি বিক্রির পাশাপাশি শামীমার সাথে হাঁস-মুরগিগুলো দেখাশোনা করতে থাকে। এভাবে দল থেকে ৭.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা নিয়ে তিনি দেশি হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন করেন। সর্বশেষ ৫০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে তিনি ছোট পরিসরে একটি টার্কি মুরগির খামার স্থাপন করেছেন। প্রতিটি টার্কির ওজন হয় ৫/৬ কেজি, যার বাজার মূল্য ২,৫০০-৩,০০০ টাকা। বর্তমানে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পরও তার মাসিক আয় ১০,০০০/১২,০০০ টাকা। শামীমা বেগম এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো আছেন। তিনি হাঁস-মুরগির খামারের আয় দিয়ে ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়েছেন। এছাড়া বাড়িতে নতুন ঘর নির্মাণ ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করেছেন। বিআরডিবি শামীমাকে সচ্ছলতা এনে দিয়েছে। এখন সে তার স্বামী ও সন্তান নিয়ে সুখী জীবন-যাপন করছেন। বর্তমানে শামীমা'র পরিবার একটি স্বাবলম্বী পরিবার।

নিজ খামারে কর্মরত শামীমা বেগম

শংকর দাশের সফলতার কাহিনী

বান্দরবান সদর ইউসিসিএ লিঃ এর আওতাধীন ০২ নং ক্যামলং পাড়া কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্য শংকর দাশ পেশায় একজন কৃষক। কৃষিকাজের পাশাপাশি তিনি মোটর শ্রমিকের কাজ করেন। মা-বাবা ও এক বোন নিয়ে তার ছোট সংসার। প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করেন তিনি। পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা না থাকায় অভাব-অনটন ছিল তার নিত্যদিনের সঙ্গী। বছরের অধিকাংশ সময় মাছ, মাংস ও পুষ্টিকর খাদ্য ছাড়াই চলত তাদের ছোট্ট সংসার। স্বল্প আয়ে পরিবারের নানাবিধ চাহিদা মেটাতে না পারায় তিনি ছিলেন হতাশাগ্রস্ত। অভাব-অনটনে জর্জরিত সংসারে সচ্ছলতা আনার জন্য তিনি ২০০৬ সালে এলাকায় চলাচলরত মোটরযান বেবি ট্যাক্সির শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। এভাবে ৬-৭ বছর কেটে গেলেও অভাব তার পিছু ছাড়ছিল না। একপর্যায়ে বিআরডিবিভুক্ত বান্দরবান সদর ইউসিসিএ লিঃ এর পরিদর্শক মোঃ মাসুদ রানার সাথে তার পরিচয় হয়। মাসুদ রানা তাকে সমবায় সমিতির সদস্যভুক্ত হয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা নিয়ে আর্থিক সচ্ছলতা আনার পরামর্শ প্রদান করেন। পরামর্শ অনুযায়ী সে সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য মনস্থির করে। বিগত ০৭/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে সে ০২ নং ক্যামলং পাড়া কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্য পদ গ্রহণ করে নিজেকে সমবায় আন্দোলনে নিযুক্ত করেন। এরপর তিনি বিআরডিবি পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে নিজের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে থাকেন। তিনি ২০১২ সালে আবর্তক কৃষি ঋণ কর্মসূচি থেকে সর্বপ্রথম ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে দেশি মুরগি পালন শুরু করেন। প্রথম বছরে তিনি প্রায় ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা মুনাফা অর্জনে সক্ষম হন। এভাবে শুরু হয় তার জীবনসংগ্রাম, বাড়তে থাকে আয় আর সম্প্রসারিত হতে থাকে মুরগির খামার। শংকর দাস আবর্তক কৃষি ঋণ কর্মসূচি থেকে ১১ দফায় সর্বমোট ৩.৭০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন, যা দিয়ে তিনি পর্যায়ক্রমে পোল্ট্রি খামার স্থাপন করেন। তার খামারে চার হাজার বাচ্চা পালনে সক্ষম ১টি টিন শেড ছিল। সর্বশেষ তিনি গত ০২/০৮/২০২১ তারিখে ২.৫০ লক্ষ টাকা কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ নিয়ে আরো ৩,০০০ বাচ্চা পালনের একটি শেড নির্মাণ করেন। বর্তমানে তার পোল্ট্রি খামারে ৩ জন স্থায়ী শ্রমিক ও ১২ জন শ্রমিক অস্থায়ীভাবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। সম্প্রতি তিনি ২.৫ একর জমির উপর দুটি পুকুরে মাছ চাষ করছেন। বর্তমানে তার বার্ষিক আয় ৪.০০ থেকে ৫.০০ লক্ষ টাকা। পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধির একপর্যায়ে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং সাংসারিক জীবন শুরু করেন। বর্তমানে স্ত্রী, ০১ মেয়ে ও বাবা-মাকে নিয়ে তার সংসার। তার এহেন উদ্যমী কর্মকাণ্ড দেখে এলাকার বেকার যুবকরা উৎসাহিত হচ্ছে। প্রবল ইচ্ছাশক্তি একজন মানুষকে যে সফলতা এনে দিতে পারে, শংকর দাস তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

নিজের পোল্ট্রি খামারে শংকর দাস

রফিজা বেগমের দিনবদলের গল্প

মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন পল্লী প্রগতি কর্মসূচির সুফলভোগী রফিজা বেগম। স্বপ্নকে কর্ম দিয়ে জয় করা আত্মপ্রত্যয়ী এই নারী রফিজা। তাঁর স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া শিখে ভালো কিছু করবেন। কিন্তু অভাব-অনটনের কারণে ৭ম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় তাঁর বিবাহ হয়। বিয়ের সাথে সাথে তাঁর সে স্বপ্ন ভেঙে যায়। তার স্বামীও ছিল খুবই গরিব, পেশায় কৃষক। অভাব-অনটনের মাঝে কোনো রকম চলছিল তার সংসার। বাড়িতে থাকার ভালো ঘর ছিল না, টিউবওয়েল ছিল না, ল্যাট্রিন ছিল না, বাচ্চাকে লেখাপড়া করানোর আর্থিক সঙ্গতি ছিল না তার। অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন। তাই তিনি পথ খুঁজছিলেন কীভাবে সংসারের আয় একটু বাড়ানো যায়। ঠিক এই সময়ে তার পরিচয় হয় পল্লী প্রগতি প্রকল্পের গ্রাম সংগঠক রোকেয়া বেগমের সাথে। তার পরামর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি পুরানগ্রাম বিত্তহীন মহিলা দলে সদস্য হন। তিনি ছাগল লালন-পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন। শুরু হয় পথচলা। তিনি সর্বপ্রথম ১০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ৩টি ছাগল কেনেন। বছর শেষে ছাগল বিক্রি করে তার পুঁজি হয় ৩৫,০০০/-টাকা। ধীরে ধীরে রফিজার উন্নতি হতে থাকে। পরবর্তীকালে রফিজা ছোট পরিসরে গরু ও মুরগির খামার স্থাপন করেন। আগের তুলনায় রফিজা অনেক সচ্ছল জীবন-যাপন করতে থাকেন। গরু ও মুরগির খামারের আয় থেকে রফিজা কিছু জমি কেনেন। যেখানে তার স্বামী বিভিন্ন সবজি চাষ শুরু করেন। সবজি বিক্রি করে তাদের আয় আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। খামারে রফিজা ও তার স্বামী সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। যার ফলে খামার থেকে গরুর দুধ ও মুরগির ডিম বিক্রি করে তার ভালো আয় হতো। পরবর্তীকালে রফিজা ও তার স্বামী মিলে ফসল আবাদ করার জন্য একটি ট্রাক্টর ক্রয় করেন। ট্রাক্টর দিয়ে রফিজার পাশাপাশি তার স্বামীও ভালো আয় রোজগার করতে থাকে। খামার ও জমি থেকে বর্তমানে রফিজা ও তার স্বামীর বছরে আয় প্রায় ৪.৩০ লক্ষ টাকা। রফিজার ছেলে বর্তমানে নবম শ্রেণিতে ও মেয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। এখন রফিজা বেগম শুধু নিজের চিন্তা করেন না। গ্রামের অন্যান্য মানুষকেও কাজ করতে উৎসাহিত করছেন। তিনি বাড়িতে পাকা ঘর, নিজস্ব টিউবওয়েল ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন করেছেন। বর্তমানে রফিজা বেগম একজন স্বাবলম্বী নারী। তিনি এখন নিজেকে দুর্বল ও অসহায় মনে করেন না। নিজের চেষ্টা ও কর্ম দিয়ে তিনি এ সফলতা অর্জন করেছেন।

নিজের ক্রয়কৃত ট্রাক্টরের সামনে রফিজা বেগম

শাহিদা ইসলাম এখন স্বাবলম্বী

শাহিদা ইসলাম ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলাধীন 'দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো) ভুক্ত আড়পাড়া উত্তর পাড়া মহিলা সমিতির একজন সদস্য। স্বামীসহ তার চারজনের পরিবার। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ গৃহিণী। ক্ষুদ্র ব্যবসা করে তার স্বামী যে সামান্য আয় করত, তাতে তাদের সংসার চলত না। সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকত। এমন সময়ে সংসারের উপার্জনকারী একমাত্র ব্যক্তি, তার স্বামী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে কর্মহীন হয়ে পড়ে। এতে তার আর্থিক অনটন আরো বেড়ে যায়। সব মিলিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন তিনি। এমন সময় বিআরডিবি'র মাঠ সংগঠক জনাব রোকসানা ইসলাম এর সাথে তার পরিচয় হয়। তার পরামর্শে প্রতিবেশী ২১ জন দরিদ্র, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মহিলা নিয়ে গঠন করেন আড়াপাড়া উত্তরপাড়া মহিলা সমিতি। শাহিদা ইসলাম ওই দলের ম্যানেজার নির্বাচিত হন। এরপর শাহিদাসহ সমিতির সদস্যরা ইরেসপো কর্মসূচি'র আওতায় ১৫ দিনব্যাপী হস্তশিল্প এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে ঋণ সহায়তা নিয়ে সমিতির সদস্যরা হস্তশিল্প যেমন থ্রি-পিস, ওড়না, ফতুয়া, পাঞ্জাবি, কাঁথা, বেড শিটসহ বিভিন্ন রকমের তৈরি পোষাকের উপর হাতের কাজ ও ব্লক-বাটিক এর কাজ করতে শুরু করেন। তৈরি করা হস্তশিল্পের মালামালসহ বিক্রয় করে তাদের বেশ আয় হয়। এতে তাদের সকলের উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। পরবর্তীকালে শাহিদা ইসলাম বাণিজ্যিকভাবে হস্তশিল্প প্রস্তুত ও বিক্রয়ের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ১.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে নিজ বাড়িতে হস্তশিল্পের ক্ষুদ্র একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন । তার হস্তশিল্পের এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ২০ থেকে ২৫ জন দরিদ্র মহিলা হস্তশিল্পের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। তিনি তৈরি করা পোশাক ইরেসপো প্রকল্পের সেলস্ সেন্টারসহ স্থানীয় বিভিন্ন দোকানে কিক্রি করে থাকেন। এছাড়া জনাব শাহিদা ইসলাম বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে হস্তশিল্প অর্ডার সংগ্রহ করেন এবং তা সমিতির সদস্য ও অন্য মহিলাদের দিয়ে তৈরি করে ভালো আয় রোজগার করে থাকেন। এভাবে তিনি একজন সফল উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছেন এবং তার সহায়তায় সমিতির অন্য সদস্যরাও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন। এখন তার মাসিক আয় ৩০,০০০/- থেকে ৪০,০০০/- টাকা। বর্তমানে তিনি একজন স্বাবলম্বী নারী হওয়ায় সংসারে তার মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়।

শাহিদা ইসলাম ও সমিতির অন্য সদস্যদের হস্তশিল্প কার্যক্রম

পরিবার পরিকল্পনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, মাদকের কুফল ও জঙ্গিবাদ সম্পর্কে শাহিদা নিজে যেমন সচেতন, প্রতিবেশী মহিলাদেরকেও তেমনি সচেতন করে চলেছেন। ইতোমধ্যে প্রতিবেশীদের কাছে আদর্শ ও অনুকরণীয় হয়ে উঠেছেন তিনি। বর্তমানে তার সংসারে অভাব নেই। ছেলে-মেয়ে স্কুলে পড়ছে, ব্যবসার প্রসার ঘটেছে। আর এজন্য তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বিআরডিবি'র কাছে কৃতজ্ঞ।

মিজানুর রহমানের সাফল্যের গল্প

ফরিদপুর সদর উপজেলার বিআরডিবি'র উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি) এর আওতাভুক্ত ঘনশ্যামপুর দক্ষিণপাড়ার বিত্তহীন দলের একজন স্বাবলম্বী সদস্য মোঃ মিজানুর রহমান। বসতবাড়ির ৫ শতক জমি ছাড়া নিজের আর কোনো সম্পদ ছিল না। তিনি কায়িক শ্রমের মাধ্যমে আয় করে তা দিয়ে কোনোমতে সংসার চালাতেন। বাড়িতে ভালো ঘর, ছেলে-মেয়েকে লেখাপড়া শেখানো ইত্যাদি ছিল তার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। সংসারের নানা ধরনের সমস্যার মাঝেও তিনি একটু উন্নতির পথ খুঁজছিলেন। এমন অবস্থায় প্রতিবেশীর কাছে শুনে বিগত ০৭/১০/২০১১ তারিখে তিনি বাড়ির পাশেই ঘনশ্যামপুর দক্ষিণপাড়ার বিত্তহীন দলের সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। দলে ভর্তি হওয়ার পরে তিনি পিইপি, বিআরডিবি'র অফিসের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি, আইজিএ ও গবাদিপশু পালনসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি প্রথম দফায় পিইপি, বিআরডিবি অফিস থেকে ১০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে গাভী পালন কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করেন। এভাবে ১০ দফায় পর্যায়ক্রমে তিনি ২.৭৫ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে নিয়মিত কিস্তিতে তা পরিশোধ করেন । বর্তমানে তিনি বিআরডিবি'র একজন প্রি-গ্র্যাজুয়েট সদস্য। তিনি ঋণ সহায়তার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে একটি গরুর খামার স্থাপন করেছেন। সমিতিতে তার নিজস্ব সঞ্চয়ের পরিমাণ ৫২,০৭৪/-টাকা। এছাড়াও তার ৫৫,০০০/- টাকার ০১টি ডিপিএস জমা রয়েছে। তার খামারে বর্তমানে ৩০টি গরু আছে যার আনুমানিক মূল্য ৪০.০০ লক্ষ টাকা। তিনি তার আয় থেকে ৩০ শতক জমি ক্রয় করেছেন। তার বাড়িতে এখন টিন শেড ঘর, পাকা পায়খানা, হ্যান্ড টিউবওয়েল ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করেছেন। তার সংসারে স্ত্রী, মা ও ০১টি মেয়ে আছে। তার মেয়েটি ৫ম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। সংসারের সকল কাজ তার স্ত্রী, মা ও তিনি নিজেই করেন। গত ২৭/০৬/২০২১ তারিখে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা ঋণের আওতায় ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করেছেন। এ টাকা দিয়ে তিনি তার কর্মকাণ্ডটি আরো অধিক সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। মিজানুর রহমান বিআরডিবি'র সহায়তায় একজন স্বাবলম্বী, মর্যাদাশীল এবং সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

নিজের খামারে মিজানুর রহমান

পারভীন বেগমের সাফল্যের গল্পগাথা

নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলাধীন সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) এর সুফলভোগী পারভীন বেগম। তিনি এ উপজেলার এক নিভৃত গ্রাম চিথলিয়ায় বাস করেন। বাবা-মায়ের অভাবের সংসার। তাই মাত্র ১৭ বছর বয়সে বিয়ে হয় পারভীনের। বিয়ের দুই বছরের মাথায় পারভীন কন্যাসন্তানের মা হন। তার স্বামী ছিলেন দিনমজুর। স্বামীর আয় দিয়ে সংসার চালানো পারভীনের জন্য ছিল খুবই কষ্টকর। সংসার চালানো নিয়ে পারভীন বেগম সব সময় চিন্তিত থাকতেন। সব সময় তিনি চেষ্টা করতেন কীভাবে সংসারের আয় বাড়ানো যায়। এমন সময় বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত সদাবিক প্রকল্পের মাঠ সহকারী মোছাঃ নাজনীন খাতুন-এর সাথে তার পরিচয় হয়। সে তাকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথ দেখান এবং ২০০৪ সালে চিথলিয়া মহিলা সদাবিক দলে ভর্তি করেন। দলে পারভীনের কার্যক্রম সন্তোষজনক হওয়ায় ২০০৪ সালে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবং তিনটি বাচ্চাসহ একটি ছাগল ক্রয় করেন। এক বছরে তার ছাগলের সংখ্যা হয় আটটি। এরপর তিনি প্রতিবছর সঞ্চয় বৃদ্ধির পাশাপাশি আবার ঋণ নিয়ে গাভি ও ছাগল পালন করতে থাকেন। এ পর্যন্ত তিনি বিআরডিবি থেকে মোট ৩.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন।

পারভীন বেগমের গাভি ও ছাগল পালনের স্থিরচিত্র

পারভীন নিজের আয় থেকে তিনি ১ বিঘা ১০ কাঠা জমি কিনেছেন। তিনি বাড়িতে টিউবওয়েল, স্যানিটারি ল্যাটিন, পাকা গোয়াল ঘর, বঙ্কু চুলা, টিনশেডসহ পাকা বাড়ি নির্মাণ করেছেন। তার বড় মেয়ে রাজশাহী কলেজে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত। ছোট মেয়ে স্কুলে পড়াশোনা করে। পারভীন বেগম বাড়িতে নিয়মিত খেজুর ও আখের গুড় তৈরি করেন এবং একটি লিচুবাগান লিজ নিয়েছেন। বর্তমানে তার দুইটি গরু, দশটি ছাগল, দশটি মুরগি এবং ষোলোটি কবুতর রয়েছে। তার স্বামী দর্জির কাজ করছেন। বর্তমানে ব্যবসাতে তার পুঁজির পরিমাণ প্রায় ৩.০০ লক্ষ টাকা। এছাড়াও ব্যাংকে ২.০০ দুই লক্ষ টাকা এবং দলে ১৫,০০০/- টাকা তার নিজস্ব সঞ্চয় জমা রয়েছে। দলের কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালনার পাশাপাশি তিনি সমাজের জনহিতকর কাজও করে থাকেন। বিআরডিবি পারভীন বেগমকে সুন্দর জীবন যাপনের পথ দেখিয়েছে।

রেনুকা বেগমের দারিদ্র্য জয়ের কাহিনী

যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলাধীন দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো) ভুক্ত বেনেয়ালী বালিখোলা মহিলা সমিতির সদস্য মোছাঃ রেনুকা বেগম। স্বামী পেশায় একজন ইটভাটা শ্রমিক। তিনি গ্রামের পাশেই এক ইটভাটায় দিনমজুরের কাজ করতেন। ইটভাটায় কাজ করায় শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতন, অবহেলার শিকার হতেন। এ রকম বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও একটু ভালোভাবে বাঁচার অবলম্বন খুঁজছিলেন তিনি। তাই একবুক স্বপ্ন নিয়ে বিগত ২১/০৪/২০১৪ তারিখে সমিতির সদস্য হয়ে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণসহ সঞ্চয় জমা করতে থাকেন তিনি। ২৯/০৬/২০১৪ তারিখে সে সমিতি থেকে প্রথম দফায় ১৫,০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকা দিয়ে তিনি তিনটি ছাগল ক্রয় করেন। বছরান্তে সুদসহ সমুদয় টাকা পরিশোধ করে পুনরায় ২০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে তার কিছু জমানো টাকাসহ সে একটি গাভি গরু ক্রয় করেন। পরের বছর ঋণ নিয়ে একটি ষাঁড় গরু ক্রয় করেন। এভাবে এগিয়ে যেতে থাকে সংগ্রামী পথচলা। রেনুকার স্বপ্ন ছোটখাটো একটি গরুর খামার গড়ে তোলা। এ নিয়ে মাঠ সংগঠক জেসমিন সুলতানার সাথে কথা বলেন তিনি। তার পরামর্শে ইরেসপো কর্মসূচি হতে গত ২৯/০১/২০১৭ তারিখে ১.০০ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ নিয়ে ছোট পরিসরে একটি গরুর খামার গড়ে তোলেন। পরবর্তী বছরে সে ১.৩০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে নিজের জমানো কিছু টাকাসহ মানসম্মত একটি গোয়ালঘর নির্মাণ করেন। তারপর তাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। গরুর খামারের লভ্যাংশ দিয়ে তিনি এক বিঘা আবাদি জমি ক্রয় ও দুই বিঘা জমি বন্ধকী নেন। জমিতে স্বামী-স্ত্রী মিলে কাজ করেন। এভাবে দফায় দফায় ঋণ নিয়ে ও গাভি পালনে বিনিয়োগ করে তার আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। সর্বশেষ বিগত ১১/১০/২০২০ তারিখে ইরেসপো হতে ২.৭০ লক্ষ টাকা উদ্যোক্তা ঋণ নিয়ে উন্নত জাতের গাভি ক্রয় করেছেন। সমিতিতে তার ব্যক্তিগত সঞ্চয় ৪৪,৮৮১/- টাকা জমা রয়েছে। বর্তমানে তার গোয়ালে ০৪টি উন্নত জাতের গাভি আছে, যার একেকটার মুল্য ১-১.৫০ লক্ষ টাকা। ছাগল আছে ছোট-বড় মিলিয়ে ৭ (সাত)টি। বসবাসের জন্য নির্মাণ করেছেন ভালো মানের একটি পাকা ঘর। তার বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রয়েছে এবং দুটি সন্তান সুন্দরভাবে বেড়ে উঠছে। তারা স্কুলে পড়ালেখা করছে। লক্ষ্য ঠিক করে সততা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যে কেউ তার সঠিক গন্তব্যে পৌঁছতে পারে, হতে পারে রেনুকার মতো উদাহরণ। বর্তমানে রেনুকা বেগম একজন সফল নারী উদ্যোক্তা। রেনুকা বেগম বলেন, বিআরডিবি থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে আমি আজ সফলতার মুখ দেখেছি। এজন্য আমি বিআরডিবি'র প্রতি কৃতজ্ঞ।

দারিদ্র্যজয়ী সফল পল্লী উদ্যোক্তা রেনুকা বেগমের গরু ও ছাগলের খামার

একজন আত্মপ্রত্যয়ী তাহমিনার গল্প

গাইবান্ধা সদর উপজেলাধীন গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প-এর সুফলভোগী তাহমিনা বেগম। সদর উপজেলার উত্তর দিকে ৭ কিলোমিটার দূরে বোয়ালী গ্রাম। সে গ্রামে স্বামী ও ২ মেয়েকে নিয়ে তাহমিনা বেগমের সংসার। স্বামীর অল্প আয়ে কোনোমতে সংসার চললেও দারিদ্র্য ছিল তার নিত্যসঙ্গী। অভাবের সংসারে খুব দুঃখকষ্টে জীবন যাপন করতেন তিনি। কষ্টের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি তার দুঃখের কথা এক আত্মীয়ের কাছে বলেন। সব শুনে তিনি বোয়ালী গ্রামের খামার বোয়ালী মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে সদস্য হিসেবে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা গ্রহণের পরামর্শ দেন। এর ৩ দিন পর ছিল উক্ত সমিতির সাপ্তাহিক সভা। মাঠকর্মী তাহমিনা বেগমকে সমিতির নিয়মকানুন এবং ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের বিষয়ে বিস্তারিত জানালে তিনি সদস্য হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাহমিনা সমিতির সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। অতঃপর তাহমিনা সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। ১ম পর্যায়ে তিনি ২০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ও নিজের কিছু জমানো টাকাসহ সুতা এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয় করেন। এরপর কাপড়ে এম্ব্রয়ডারির কাজ শুরু করেন। সেখান থেকে যাবতীয় খরচ বাদে তার মাসিক ৭,০০০-৮,০০০ টাকা আয় হয়।

এমব্রয়ডারি কাজে ব্যস্ত তাহমিনা

উক্ত টাকা দিয়ে তিনি সংসারের কিছু খরচের পাশাপাশি ঋণ ও সঞ্চয়ের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করতে থাকেন। পরের দফায় তিনি ৩০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসা বৃদ্ধি করেন। বর্তমানে তার ব্যবসার পরিধি আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত ব্যবসা থেকে সকল খরচ বাদ দিয়ে প্রতি মাসে তার ২০,০০০-২৫,০০০/- টাকা আয় হয়। তিনি তার ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। আগে শ্বশুরের বাড়িতে থাকতেন, এখন নিজে জমি কিনে বাড়ি তৈরি করেছেন। তাহমিনার সততা, পরিশ্রম ও মেধার কারণে তার সচেতনতা যেমন বেড়েছে, তেমনি আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এলাকায় তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ব্যবসায় বর্তমানে ১৫/২০ জন নারী প্রতিনিয়ত কাজ করছে। তাহমিনা বেগম প্রকল্পের কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীর পরামর্শের কথা এবং প্রতিষ্ঠানের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান ও অন্যান্য সুবিধার কথা গ্রামের সবার কাছে প্রচার করছেন, যাতে করে সবাই উপকৃত হতে পারে। যে তাহমিনা বেগমের সংসার চলত নানা টানাপোড়েনে, সেই তাহমিনা বেগম বর্তমানে একজন সফল উদ্যোক্তা নারী। এভাবে তাহমিনা বেগম বিআরডিবিভুক্ত প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে কঠিন পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে নিজের সাফল্য ছিনিয়ে এনেছেন।

একাদশ অধ্যায়

বিআরডিবি'র গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল

১১.১ সদর দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের টেলিফোন নম্বর

ক্রম	পদবি	টেলিফোন	পিএবিএক্স	মোবাইল ফোন (দাপ্তরিক)	ই-মেইল
	মহাপরিচালকের দপ্তর				
১	মহাপরিচালক	৪১০১০৩২০	১০১	০১৯৯১১৩২০০০	dg@brdb.gov.bd/ dgbrdb@gmail.com
২	মহাপরিচালকের একান্ত সচিব	৫৫০১১৬৯৬	১০২	০১৯৯১১৩২১০০	psdg@brdb.gov.bd
৩	উপপরিচালক (জনসংযোগ)	৫৫০১১৭৩৪	১০৩	০১৯৯১১৩২০৪০	ddprc@brdb.gov.bd
৪	সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ)	৫৫০১১৬৪৩	১৪৫	০১৯৯১১৩২০৪৮	adprc@brdb.gov.bd
	প্রশাসন বিভাগ				
৫	পরিচালক (প্রশাসন)	৫৫০১১৬৯৭	১০৪	০১৯৯১১৩২০০১	dradmn@brdb.gov.bd
৬	যুগ্ম পরিচালক (প্রশাসন)	৪১০১০৩২৪	১১৩	০১৯৯১১৩২০০৭	jdadmn@brdb.gov.bd
৭	উপপরিচালক (প্রশাসন)	৪১০১০৩২৮	১১৪	০১৯৯১১৩২০১৭	ddadmn1@brdb.gov.bd
৮	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)	৫৫০১১৬৪৪	১০৮	০১৯৯১১৩২০৫১	adper1@brdb.gov.bd
৯	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)	৫৫০১১৬৪৫	১২১	০১৯৯১১৩২০৫২	adper2@brdb.gov.bd
১১	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-৩)	৫৫০১১৬৪৬	১২০	০১৯৯১১৩২০৫৩	adper3@brdb.gov.bd
১২	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-৪)	৫৫০১১৬৪৭	১৭৫	০১৯৯১১৩২০৫৪	adper4@brdb.gov.bd
১৩	সহকারী পরিচালক (শৃঙ্খলা)	৫৫০১১৬৪৯	১৫৩	০১৯৯১১৩২০৫৫	addiscipline@brdb.gov.bd
১৪	সহকারী পরিচালক (পেনশন প্রশাসন)	৫৫০১২৩১১	১১৬	০১৯৯১১৩২০৫৬	adpension@brdb.gov.bd
১৫	সহকারী পরিচালক (আইনকোষ-১)	৫৫০১২৩১২	২১২	০১৯৯১১৩২০৫৫	addiscipline@brdb.gov.bd
১৬	সহকারী পরিচালক (আইনকোষ-২)	৫৫০১২৩১৩	–	০১৯৯১১৩২০৫২	addiscipline@brdb.gov.bd
১৭	উপপরিচালক (প্রশাসন-২)	৫৫০১১৭৩৬	১০৭	০১৯৯১১৩২০১৮	ddadmn2@brdb.gov.bd
১৮	সহকারী পরিচালক (সাধারণ পরিচর্যা)	৫৫০১১৬৪১	১০৬	০১৯৯১১৩২০৫০	adcomserv@brdb.gov.bd
১৯	সহকারী পরিচালক (যানবাহন)	৫৫০১১৬৪২	১১১	০১৯৯১১৩২০৫৭	adtransport@brdb.gov.bd
	অর্থ ও হিসাব বিভাগ				
২০	পরিচালক (অর্থ)	৫৫০১১৬৯৮	১২৪	০১৯৯১১৩২০০২	drfinance@brdb.gov.bd
২১	যুগ্ম পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	৪১০১০৩২৫	১২৫	০১৯৯১১৩২০০৮	jdfinance@brdb.gov.bd
২২	যুগ্ম পরিচালক (নিরীক্ষা ও পরিদর্শন)	৪১০১০৩২৭	১৫২	০১৯৯১১৩২০০৯	jdaudit@brdb.gov.bd
২৩	উপপরিচালক (হিসাব)	৪১০১০৩৩০	১২৭	০১৯৯১১৩২০১৯	ddaccts@brdb.gov.bd
২৪	উপপরিচালক (বাজেট)	৫৫০১১৭৩৭	১২৮	০১৯৯১১৩২০২০	ddbudget@brdb.gov.bd
২৫	উপপরিচালক (নিরীক্ষা)	৪১০১০৩৩১	১৫৯	০১৯৯১১৩২০২১	ddaudit@brdb.gov.bd
২৬	সহকারী পরিচালক (হিসাব-১)	৫৫০১১৬৫৪	১৩২	০১৯৯১১৩২০৫৮	adaccts1@brdb.gov.bd
২৭	সহকারী পরিচালক (হিসাব-২)	৫৫০১১৬৫৫	১৯৫	০১৯৯১১৩২০৫৯	adaccts2@brdb.gov.bd
২৮	সহকারী পরিচালক (হিসাব-পেনশন)	৫৫০১১৬৫৩	১৩৪	০১৭০৩৯৯৩৪১২	adacctspen1@brdb.gov.bd
২৯	সহকারী পরিচালক (বাজেট)	৫৫০১১৬৫২	১৬৯	০১৯৯১১৩২০৬২	adbudget1@brdb.gov.bd
৩০	সহকারী পরিচালক (নিরীক্ষা-১)	৫৫০১১৬৫৬	১৯৩	০১৯৯১১৩২০৬০	adaudit1@brdb.gov.bd
৩১	সহকারী পরিচালক (নিরীক্ষা-২)	৫৫০১১৬৮৪	১৬৩	০১৯৯১১৩২০৬১	adaudit2@brdb.gov.bd

ক্রম	পদবি	টেলিফোন	পিএবিএক্স	মোবাইল ফোন (দাপ্তরিক)	ই-মেইল
			সরেজমিন বিভাগ		
৩৩	পরিচালক (সরেজমিন)	৪১০১০৩২২	১৫৭	০১৯৯১১৩২০০৩	drfs@brdb.gov.bd.
৩৪	যুগ্ম পরিচালক (সিসিএম)	৫৫০১১৭৩১	১৬৫	০১৯৯১১৩২০১১	jdccm@brdb.gov.bd
৩৫	যুগ্ম পরিচালক (সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প)	৫৫০১১৭৩০	১১৭	০১৯৯১১৩২০১০	jdesp@brdb.gov.bd
৩৬	উপপরিচালক (ঋণ)	৪১০১০৩৪০	১১৫	০১৯৯১১৩২০২৯	ddcredit@brdb.gov.bd
৩৭	উপপরিচালক (সমবায়)	৪১০১০৩৩৫	১৬৮	০১৯৯১১৩২০২৩	ddcoop@brdb.gov.bd
৩৮	উপপরিচালক (মার্কেটিং)	৪১০১০৩৩৮	১৩০	০১৯৯১১৩২০৩০	ddmarketing@brdb.gov.bd
৩৯	উপপরিচালক (সেচ)	৪১০১০৩৩৯	১৬০	০১৯৯১১৩২০২৮	ddirrigation@brdb.gov.bd
৪০	উপপরিচালক (সম্প্রসারণ)	৫৫০১১৭৫১	১৬৬	০১৯৯১১৩২০২৪	ddextension@brdb.gov.bd
৪১	উপপরিচালক (বিশেষ প্রকল্প)	৫৫০১১৭৫০	১৩১	০১৯৯১১৩২০২৫	ddspproject@brdb.gov.bd
৪২	উপপরিচালক (পরিদর্শন)	৪১০১০৩৩২	১৫৮	০১৯৯১১৩২০২২	ddinspect@brdb.gov.bd
৪৩	সহকারী পরিচালক (সমবায়-১)	৫৫০১১৬৬৭	২০৬	০১৯৯১১৩২০৬৮	adcoop@brdb.gov.bd
৪৪	সহকারী পরিচালক (সমবায়-২)	৫৫০১১৬৬৬	১৭৯	০১৯৯১১৩২০৬৯	adcoop2@brdb.gov.bd
৪৫	সহকারী পরিচালক (ঋণ-১)	৫৫০১১৬৬৮	১৮৩	০১৯৯১১৩২০৭০	adcredit1@brdb.gov.bd
৪৬	সহকারী পরিচালক (ঋণ-২)	৫৫০১১৬৬৯	১৯৮	০১৯৯১১৩২০৭১	adcredit2@brdb.gov.bd
৪৭	সহকারী পরিচালক (মাকেটিং)	৫৫০১১৬৬৫	১৮২	০১৯৯১১৩২০৬৬	admarketing@brdb.gov.bd
৪৮	সহকারী পরিচালক (সেচ)	৫৫০১১৬৭০	১৫৫	০১৯৯১১৩২০৭৩	adirrigation1@brdb.gov.bd
৪৯	সহকারী পরিচালক (এলএলপি)	৫৫০১১৬৭১	–	০১৯৯১১৩২০৭২	adllp@brdb.gov.bd
৫০	সহকারী পরিচালক (সম্প্রসারণ-১)	৫৫০১১৬৬৩	১৮১	০১৯৯১১৩২০৮২	adextension1@brdb.gov.bd
৫১	সহকারী পরিচালক (সম্প্রসারণ-২)	৫৫০১১৬৬৪	২০৯	০১৯৯১১৩২০৭৬	adextension2@brdb.gov.bd
৫২	সহকারী পরিচালক (বিশেষ প্রকল্প-১)	৫৫০১১৬৭২	১৯৪	০১৯৯১১৩২০৭৪	adspproject1@brdb.gov.bd
৫৩	সহকারী পরিচালক (বিশেষ প্রকল্প-২)	৫৫০১১৬৭৩	২০৮	০১৯৯১১৩২০৭৫	adspproject2@brdb.gov.bd
৫৪	সহকারী পরিচালক (পরিদর্শন-১)	৫৫০১১৬৫৭	১৬৪	০১৯৯১১৩২০৬৪	adinspect1@brdb.gov.bd
৫৫	সহকারী পরিচালক (পরিদর্শন-২)	৫৫০১১৬৫৮	১১০	০১৯৯১১৩২০৬৫	adinspct2@brdb.gov.bd
			পরিকল্পনা বিভাগ		
৫৫	পরিচালক (পরিকল্পনা)	৫৫০১১৬৯৯	১৩৭	০১৯৯১১৩২০০৪	drplan@brdb.gov.bd.
৫৬	যুগ্ম পরিচালক (আরইএম)	৪১০১০৩২৬	১৩৫	০১৯৯১১৩২০১৩	jdrem@brdb.gov.bd
৫৭	যুগ্ম পরিচালক (নির্মাণ)	৫৫০১১৭২৯	১৩৯	০১৯৯১১৩২০১২	jdconst@brdb.gov.bd
৫৮	উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	৪১০১০৩২৯	১২৯	০১৯৯১১৩২০৩৪	ddplan@brdb.gov.bd
৫৯	উপপরিচালক (গবেঃ ও মূল্যায়ন)	৪১০১০৩৩৭	১৩৬	০১৯৯১১৩২০৩৩	ddevalu@brdb.gov.bd
৬০	উপপরিচালক (পরিবীক্ষণ)	৫৫০১১৭৩৫	১৪১	০১৯৯১১৩২০৩২	ddmonitor@brdb.gov.bd
৬১	উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং)	৪১০১০৩৩	১৪৩	০১৯৯১১৩২০৩১	ddprog@brdb.gov.bd
৬২	সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)	৫৫০১১৬৮০	১৬১	০১৯৯১১৩২০৮৭	adplan2@brdb.gov.bd
৬৩	সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-২)	৫৫০১১৬৭৯	১৯৭	০১৯৯১১৩২০৮৮	adplan1@brdb.gov.bd
৬৪	সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন-১)	৫৫০১১৬৮১	১১৮	০১৯৯১১৩২০৯১	adevalu@brdb.gov.bd
৬৫	সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন-২)	৫৫০১১৬৮২	–	০১৯৯১১৩২০৯২	adevalu2@brdb.gov.bd
৬৬	লাইব্রেরিয়ান	৫৫০১১৬৭৫	১৮৫	০১৯৯১১৩২০৯৪	librarian@brdb.gov.bd
৬৭	সহকারী পরিচালক (মনিটরিং-১)	৫৫০১১৬৭৮	১৯৯	০১৯৯১১৩২০৮৫	admonitor1@brdb.gov.bd
৬৮	সহকারী পরিচালক (মনিটরিং-২)	৫৫০১১৬৭৭	১৮৭	০১৯৯১১৩২০৮৬	admonitor2@brdb.gov.bd

ক্রম	পদবি	টেলিফোন	পিএবিএক্স	মোবাইল ফোন (দাপ্তরিক)	ই-মেইল
			পরিকল্পনা বিভাগ		
৬৯	সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রামিং)	৫৫০১১৬৫০	২১৫	০১৯৯১১৩২০৯৫	adprog@brdb.gov.bd
৭০	সহকারী মেইনটিনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	৫৫০১১৬৭৬	২১৪	-	ame@brdb.gov.bd
৭১	সহকারী পরিচালক (নির্মাণ-১)	৫৫০১১৬৮৩	-	০১৯৯১১৩২০৯৬	adconst@brdb.gov.bd
৭২	সহকারী পরিচালক (নির্মাণ-২)	৫৫০১১৬৭৪	১৮৬	০১৯৯১১৩২০৯৭	adconst2@brdb.gov.bd
			প্রশিক্ষণ বিভাগ		
৭৩	পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৪১০১০৩২৩	১৪৯	০১৯৯১১৩২০০৫	drtraining@brdb.gov.bd
৭৪	উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৪১০১০৩৩৬	১৫০	০১৯৯১১৩২০৩৫	ddtraining@brdb.gov.bd
৭৫	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ-১)	৫৫০১১৬৬১	১৮৪	০১৯৯১১৩২০৯৮	adtraining@brdb.gov.bd
৭৬	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ-২)	৫৫০১১৬৬০	২০৭	০১৯৯১১৩২০৯৯	adtraining2@brdb.gov.bd
৭৭	আর্টিস্ট	৫৫০১১৬৬২	-	-	artist@brdb.gov.bd
			মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ		
৭৮	যুগ্ম পরিচালক (মহিলা উন্নয়ন)	৫৫০১১৭৩২	১৪২	০১৯৯১১৩২০১৪	jdwdev@brdb.gov.bd
৭৯	উপপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন-১)	৫৫০১১৭৩৮	১৩৮	০১৯৯১১৩২০২৬	ddwdevelop1@brdb.gov.bd
৮০	উপপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন-২)	৫৫০১১৭৫২	১৪০	০১৯৯১১৩২০২৭	ddwdevelop2@brdb.gov.bd
৮১	সহকারী পরিচালক (মহিলা উন্নয়ন-১)	৫৫০১১৬৫৯	১৪৭	০১৯৯১১৩২০৭৭	adwdevelop1@brdb.gov.bd
৮২	সহকারী পরিচালক (মহিলা উন্নয়ন-২)	৫৫০১১৬৫১	১৭৮	০১৯৯১১৩২০৭৮	adwdevelop2@brdb.gov.bd
৮৩	সহকারী পরিচালক (মহিলা উন্নয়ন-৩)	-	১৪৬	০১৯৯১১৩২০৭৯	adwdevelop3@brdb.gov.bd

১১.২ প্রকল্প/কর্মসূচি দপ্তরসমূহের টেলিফোন নম্বর

ক্রম	পদবি	টেলিফোন	পিএবিএক্স	ই-মেইল
১	প্রকল্প পরিচালক (পল্লী প্রগতি কর্মসূচি)	৫৫০১১৭৪৬	১২৬	pdpallipragati@gmail.com
২	প্রকল্প পরিচালক (পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-পজীপ)	৪১০১০৩৪৯	১১২	pdrlp2brdb@gmail.com
৩	উপ প্রকল্প পরিচালক (পজীপ, প্রশাসন)	৪১০১০৩৪৮	১২২	-
৪	উপ প্রকল্প পরিচালক (পজীপ, অর্থ ও হিসাব)	৪১০১০৩৪৮	১২৩	-
৫	কর্মসূচি পরিচালক (পদাবিক)	৫৫০১১৭৪৮	১০৫	padabik@gmail.com
৬	উপপরিচালক (পদাবিক)		১০৯	-
৭	প্রকল্প পরিচালক (পিআরডিপি-৩)	৫৫০১১৭৪১	১৫১	prdp3brdb@gmail.com
৮	উপপরিচালক (পিআরডিপি-৩)	৫৫০১১৭৪০	১৬৭	prdp3brdb@gmail.com
৯	প্রকল্প পরিচালক (উদকনিক, রংপুর)	৫৫০১৩২৬৪	-	pduhdkonik@gmail.com
১০	উপ প্রকল্প পরিচালক (উহদকনিক)	৮১৮০০৪৭	১৯২	-
১১	নির্বাহী পরিচালক (পিইপি, ফরিদপুর)	৪৭৪৪০৪৫৯৮	-	pepfrd@gmail.com
১২	প্রকল্প পরিচালক (ইরেসপো)	৪১০১০৩৪১	১৮৮	iresppwad@gmail.com
১৩	উপ প্রকল্প পরিচালক (অর্থ ও উন্নয়ন) ইরেসপো	৪১০১০৩৪২	১৯১	-

ক্রম	পদবি	টেলিফোন	পিএবিএক্স	ই-মেইল
১৪	উপ প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও পরিকল্পনা) ইরেসপো	৪১০১০৩৪৩	–	–
১৫	প্রকল্প পরিচালক (অপ্রধান শস্য প্রকল্প)	৫৫০১১৭৪৯	–	pdmcpmp@gmail.com
১৬	উপ প্রকল্প পরিচালক (অপ্রধান শস্য প্রকল্প)	৫৫০১২০৩৪	–	pdmcpmp@gmail.com
১৭	উপ প্রকল্প পরিচালক (সিভিডিপি)	৫৫০১১৭৪২	–	cvdp3brdb@gmail.com
অন্যান্য				
১৮	কারুপল্লী	৪১০১০৩৩৩	–	karupallibrdb@yahoo.com

১১.৩ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের টেলিফোন নম্বর

ক্রম	পদবি	টেলিফোন	মোবাইল ফোন (দাপ্তরিক)	ই-মেইল
১	পরিচালক, বিআরডিটিআই	০২৯৯৬৬৪২৭৬৮	০১৯৯১১৩২০০৬	brdti1954@gmail.com
২	যুগ্ম পরিচালক, বিআরডিটিআই	–	০১৯৯১১৩২০১৫	ddnrdtc@gmail.com
৩	এনআরডিটিসি, নোয়াখালী	০২৩৩৪৪৯১০৫৬	–	ddnrdtc@gmail.com
৪	মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাঙ্গাইল	০২৯৯৭৭৫৩৫৮৮	০১৯৯১১৩৩৭২১	lmtctangail@yahoo.com

১১.৪ জেলার উপপরিচালকবৃন্দের টেলিফোন নম্বর

ক্রম	জেলার নাম	দাপ্তরিক ফোন	মোবাইল ফোন	ই-মেইল
১	পঞ্চগড়	০২৫৮৯৯৪২০৪২	০১৯৯১১৩২১০১	ddpanchagar@brdb.gov.bd
২	ঠাকুরগাঁও	০১৭১১২০৮৬৭৪	০১৯৯১১৩২১০২	ddthakurgaon@brdb.gov.bd
৩	দিনাজপুর	০২৫৮৯৯২৩২৭৪	০১৯৯১১৩২১০৩	dddinajpur@brdb.gov.bd
৪	নীলফামারী	০২৫৮৯৯৫৫৫৯০	০১৯৯১১৩২১০৪	ddnilphamari@brdb.gov.bd
৫	লালমনিরহাট	০২৫৮৯৯৮৬৭৩৭	০১৯৯১১৩২১০৫	ddlalmonirhat@brdb.gov.bd
৬	কুড়িগ্রাম	০২৫৮৯৯৫০১৬১	০১৯৯১১৩২১০৭	ddkurigram@brdb.gov.bd
৭	রংপুর	০২৫৮৯৯৬৫৪০২	০১৯৯১১৩২১০৬	ddrangpur@brdb.gov.bd
৮	গাইবান্ধা	০২৫৮৮৮৭৭৫৫৮	০১৯৯১১৩২১০৮	ddgaibanda@brdb.gov.bd
৯	জয়পুরহাট	০২৫৮৯৯১৫৮০০	০১৯৯১১৩২১০৯	ddjoypurhat@brdb.gov.bd
১০	বগুড়া	০২৫৮৯৯০৫১২১	০১৯৯১১৩২১১০	ddbogra@brdb.gov.bd
১১	সিরাজগঞ্জ	০২৫৮৮৮৩০৬৪৯	০১৯৯১১৩২১১৫	ddsirajgonj@brdb.gov.bd
১২	পাবনা	০২৫৮৮৪২৫৭৪	০১৯৯১১৩২১১৬	ddpabna@brdb.gov.bd
১৩	নাটোর	০২৫৮৮৮৭২৬১৯	০১৯৯১১৩২১১২	ddnator@brdb.gov.bd
১৪	নওগাঁ	০২৫৮৮৮৮১৭০০	০১৯৯১১৩২১১১	ddnaogaon@brdb.gov.bd
১৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০২৫৮৮৮৯২৬৯৪	০১৯৯১১৩২১১৩	ddcngonj@brdb.gov.bd
১৬	রাজশাহী	০২৫৮৮৮৫১১৩০	০১৯৯১১৩২১১৪	ddrajshahi@brdb.gov.bd
১৭	কুষ্টিয়া	০২৪৭৭৭৮২৪৮৭	০১৯৯১১৩২১১৭	ddkushtia@brdb.gov.bd

ক্রম	জেলার নাম	দাপ্তরিক ফোন	মোবাইল ফোন	ই-মেইল
১৮	মেহেরপুর	০২৪৭৭৭৯২৬৬৮	০১৯৯১১৩২১১৮	ddmeherpur@brdb.gov.bd
১৯	চুয়াডাঙ্গা	০২৪৭৭৭৮৭৫৬২	০১৯৯১১৩২১১৯	ddchuadanga@brdb.gov.bd
২০	ঝিনাইদহ	০২৪৭৭৭৪৭১৪৭	০১৯৯১১৩২১২০	ddjhenaidha@brdb.gov.bd
২১	মাগুরা	০২৪৭৭৭১০৭১২	০১৯৯১১৩২১২১	ddmagura@brdb.gov.bd
২২	যশোর	০২৪৭৭৭৬২৫৩৪	০১৯৯১১৩২১২৩	ddjessore@brdb.gov.bd
২৩	নড়াইল	০২৪৭৭৭৩০৯৮	০১৯৯১১৩২১২২	ddnarail@brdb.gov.bd
২৪	সাতক্ষীরা	০২৪৭৭৭৪১১৩৭	০১৯৯১১৩২১২৪	ddsatkhira@brdb.gov.bd
২৫	খুলনা	০২৪৭৭৭০০১৬৯	০১৯৯১১৩২১২৫	ddkhulna@brdb.gov.bd
২৬	বাগেরহাট	০২৪৭৭৭৫২৫১৪	০১৯৯১১৩২১২৬	ddbagerhat@brdb.gov.bd
২৭	বরগুনা	০২৪৭৮৮৮৬৫৫০	০১৯৯১১৩২১৩২	ddborguna@brdb.gov.bd
২৮	পটুয়াখালী	০২৪৭৮৮৩৫৩৮৪	০১৯৯১১৩২১৩১	ddpatuakhali@brdb.gov.bd
২৯	ভোলা	০২৪৭৮৮৯৩১৪৩	০১৯৯১১৩২১৩০	ddbhola@brdb.gov.bd
৩০	বরিশাল	০২৪৭৮৮৬১৪১৫	০১৯৯১১৩২১২৯	ddbarisal@brdb.gov.bd
৩১	ঝালকাঠি	০২৪৭৮৮৭৫৬৪২	০১৯৯১১৩২১২৮	ddjhalokati@brdb.gov.bd
৩২	পিরোজপুর	০২৪৭৮৮৯০৫৮৯	০১৯৯১১৩২১২৭	ddpirojpur@brdb.gov.bd
৩৩	গোপালগঞ্জ	০২৪৭৮৮২১৭৪৫	০১৯৯১১৩২১৪৭	ddgopalgonj@brdb.gov.bd
৩৪	মাদারীপুর	০২৪৭৮৮১১৪৫০	০১৯৯১১৩২১৪৮	ddmadaripur@brdb.gov.bd
৩৫	শরীয়তপুর	০২৪৭৮৮১৫২২২	০১৯৯১১৩২১৪৯	ddShariatpur@brdb.gov.bd
৩৬	ফরিদপুর	০২৪৭৮৮০২৬৬২	০১৯৯১১৩২১৪৫	ddfaridpur@brdb.gov.bd
৩৭	রাজবাড়ী	০২৪৭৮৮০৭৫২৪	০১৯৯১১৩২১৪৬	ddrajbari@brdb.gov.bd
৩৮	মানিকগঞ্জ	০২৯৯৬৬১০৪২৯	০১৯৯১১৩২১৩৯	ddmanikgonj@brdb.gov.bd
৩৯	ঢাকা	০২৫৮৩১৪৬৬১২	০১৯৯১১৩২১৪০	dddhaka@brdb.gov.bd
৪০	মুন্সিগঞ্জ	০২৯৯৭৭৩১২৩১	০১৯৯১১৩২১৪৪	ddmunshigonj@ brdb.gov.bd
৪১	নারায়ণগঞ্জ	০২২২৪৪২৭২৬১	০১৯৯১১৩২১৪৩	ddnarayangonj@brdb.gov.bd
৪২	নরসিংদী	০২২২৪৪৫২৪৫০	০১৯৯১১৩২১৪২	ddnarsingdi@brdb.gov.bd
৪৩	গাজীপুর	০২২২৪৪২৩২৬৭	০১৯৯১১৩২১৪১	ddgazipur@brdb.gov.bd
৪৪	টাঙ্গাইল	০২৯৯৭৭৫৩৫৬৫	০১৯৯১১৩২১৩৭	ddtangail@brdb.gov.bd
৪৫	জামালপুর	০২৯৯৭৭৭২৭৭৪	০১৯৯১১৩২১৩৬	ddjamalpur@brdb.gov.bd
৪৬	শেরপুর	০২৯৯৭৭৮১৫৬৬	০১৯৯১১৩২১৩৫	ddsherpur@brdb.gov.bd
৪৭	ময়মনসিংহ	০২৯৯৭৭১০৬৩২	০১৯৯১১৩২১৩৪	ddmymensingh@brdb.gov.bd
৪৮	কিশোরগঞ্জ	০২৯৯৭৭৬১৫৪২	০১৯৯১১৩২১৩৮	ddkishoreganj@brdb.gov.bd
৪৯	নেত্রকোনা	০২৯৯৬৬৫১৮০৬	০১৯৯১১৩২১৩৩	ddnetrokona@brdb.gov.bd
৫০	সুনামগঞ্জ	০২৯৯৬৬০০০৮৪	০১৯৯১১৩২১৫০	ddsunamganj@brdb.gov.bd
৫১	সিলেট	০২৯৯৬৬৪২৭৭৪	০১৯৯১১৩২১৫১	ddsylhet@brdb.gov.bd
৫২	মৌলভীবাজার	০২৪১১১০৩২০	০১৯৯১১৩২১৫২	ddmbazar@brdb.gov.bd
৫৩	হবিগঞ্জ	০২৯৯৬৬০৬৪৪৩	০১৯৯১১৩২১৫৩	ddhabigonj@brdb.gov.bd
৫৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০২৩৩৪৪২৮২৪৭	০১৯৯১১৩২১৫৪	ddbbaria@brdb.gov.bd
৫৫	কুমিল্লা	০২৩৩৪৪০৬১১২	০১৯৯১১৩২১৫৫	ddcomilla@brdb.gov.bd

ক্রম	জেলার নাম	দাপ্তরিক ফোন	মোবাইল ফোন	ই-মেইল
৫৬	চাঁদপুর	০২৩৩৪৪৮৭৫৬৭	০১৯৯১১৩২১৫৬	ddchandpur@brdb.gov.bd
৫৭	নোয়াখালী	০২৩৩৪৪৬২২৪১	০১৯৯১১৩২১৫৮	ddnoakhali@brdb.gov.bd
৫৮	লক্ষ্মীপুর	০২৩৩৪৪৪১২৩৪	০১৯৯১১৩২১৫৭	ddlaxmipur@brdb.gov.bd
৫৯	ফেনী	০২৩৩৪৪৭৫০৯৯	০১৯৯১১৩২১৫৯	ddfeni@brdb.gov.bd
৬০	চট্টগ্রাম	০২৩৩৪৪৭০৩৯০	০১৯৯১১৩২১৬০	ddchittagong@brdb.gov.bd
৬১	কক্সবাজার	০৩৪১-৬৩৫১৫	০১৯৯১১৩২১৬১	ddcoxsbazar@brdb.gov.bd
৬২	বান্দরবান	০২৩৩৩৩০২৫৪৬	০১৯৯১১৩২১৬৪	ddbban@brdb.gov.bd
৬৩	রাঙ্গামাটি	০২৩৩৩৩৭১৭৯৮	০১৯৯১১৩২১৬৩	ddrangamati@brdb.gov.bd
৬৪	খাগড়াছড়ি	০২৩৩৩৩৪৩৮৬৫	০১৯৯১১৩২১৬২	ddkchari@brdb.gov.bd

এসেছে পল্লীর শুভদিন
বিআরডিবি দিচ্ছে এসএমই ঋণ

দ্বাদশ অধ্যায়

চিত্রে বিআরডিবি

জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক বিতরণ অনুষ্ঠান ২০২১

জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক বিতরণ অনুষ্ঠান ২০২১

জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন

পিআরডিপি-৩ এর আঞ্চলিক কর্মশালায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

পল্লী প্রগতি কর্মসূচি'র কর্মশালায় অতিথিবৃন্দ

বিআরডিবি সদর দপ্তরে উপপরিচালক সম্মেলন ২০২১

খুলনার দিঘলিয়া উপজেলায় পানিগাতি সদাবিক মহিলা দলে উঠান বৈঠক

যশোর জেলা দপ্তরে মাসিক সমন্বয় সভা

যশোরে বীজ ও চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় সংসদ সদস্য

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় উৎপাদন ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন

রাজশাহী জেলা দপ্তরে পল্লী প্রগতি কর্মসূচির সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব

পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩ এর কর্মশালা

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় এমব্রয়ডারি পল্লীতে কর্মরত উপকারভোগীগণ

ইরেসপো-২ প্রকল্পের উদ্যোগে মাধবপাশা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বাবুগঞ্জ, বরিশালে পল্লী উন্নয়ন কিশোরী সংঘের কিশোরীদের মাঝে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণোত্তর শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

ইরেসপো-২ প্রকল্পের আওতায় ঝিকরগাছা বাঁকড়া-হাজিরবাগ আইডিয়াল গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের কিশোরী সংঘ প্রশিক্ষণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভায় সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

মহান বিজয় দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রভাতফেরিতে বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

জাতির পিতার ১০২তম জন্মদিনের কেক কাটা অনুষ্ঠান

মহান বিজয় দিবসে আলোচনা অনুষ্ঠান

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে পল্লী ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোন: +৮৮-০২-৪১০১০৩২০, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৪১০১০৩২১
E-Mail: dg@brdb.gov.bd, www.brdb.gov.bd